আমার সংক্ষিপ্ত আত্ম-কাহিনী

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ
(মোমতাজুল মুহাদ্দেছীন)

খেলাফত পাবলিকেশন

আমার সংক্ষিপ্ত
আত্ম-কাহিনী

আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসূফ
(মোমতাজুল মুহাদ্দেছীন)

খেলাফত পাবলিকেশন

www.pathagar.com

আমার সংক্ষিপ্ত আত্ম-কাহিনী

আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসূফ

প্রকাশক

খেলাফত পাবলিকেশন-এর পক্ষে
মাহবুবর রহমান
৩৭, ধানমন্ডি, রোড নং ১০/এ
ধানমন্ডি, ঢাকা। ফোনঃ ৯১৪৪১০১

প্রকাশকাল

হিজরী ১৪২৭
ইংরেজী ২০০৬
বাংলা ১৪১২

কম্পোজ

মুহাম্মাদ নূরুল কবীর
চাষীকল্যাণ কেন্দ্রীয় অফিস
৪৩৫/এ-১, এলিফ্যান্ট রোড,
বড় মগবাজার, ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭
ফোন - ৮৩১২৪২৭, ৮৩৫৩০১০

প্রচ্ছদ ঃ এম. এ আকাশ

বিনিময় ঃ ৪০.০০ (চল্লিশ টাকা) মাত্র

প্রাপ্তিস্থানঃ

দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ
৪৩৫/এ-১, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

প্রারম্ভিক কথা

আমার সন্তানেরা এবং আমার আদর্শিক কয়েকজন সাথীরা আমাকে বেশ কিছুদিন যাবত অনুরোধ করে আসছিল যে, আমি যেন আমার আত্ম-জীবনী লিখি ও তা প্রকাশের ব্যবস্থা করি, যা পড়ে তারা আমার জীবনের ঘটনাসমূহ জানতে এবং তদ্বারা উপকৃত হতে পারবে। আমি তাদেরকে এই বলে আশ্বস্থ করতে চেষ্টা করলাম যে বয়সের ভারে বর্তমানে আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। ফলে আমি স্বাচ্ছন্দে লিখতে ও পড়তে পারিনা। কিন্তু তারা আমাকে আত্ম-জীবনী লিখার ব্যাপারে সহযোগিতা করার আশ্বাসও বার বার দিয়ে আসছিলো। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও আমি নিজেই নিজের আত্ম-জীবনী লেখার ব্যাপারে কয়েকটি কারণে উৎসাহবোধ করছিলাম না। তার একটি অন্যতম কারণ হল, আমি এমন কোন নামী দামী ব্যক্তি নই যার জীবনি পড়ে পাঠকরা খুব উপকৃত হতে পারবে। অন্য আর একটি কারণ ছিল যে, নিজেই নিজের আত্ম-জীবনী লিখতে গিয়ে খোদা না করুন আমার মনে আত্ম-প্রচারের কোন মনোভাব সৃষ্টি হয়।

অবশেষে আমার সন্তান ও শুভাকাঙ্খীদের অব্যাহত অনুরোধ ও আগ্রহে আমি শেষ পর্যন্ত লিখতে রাজি হলাম যাতে তারা আমার জীবনের অজানা কাহিনীগুলি জানতে পারে এবং এ থেকে তাদের শিক্ষনীয় কিছু থাকলে তা গ্রহন করতে পারে। তবে আমার স্বরচিত এই পুস্তকখানার নাম আমার সংক্ষিপ্ত আত্ম-জীবনী না রেখে আমার সংক্ষিপ্ত আত্ম-কাহিনী রাখলাম যাতে কারো মনে এ ধারণা না হয় যে, আমি আত্ম-প্রচারের জন্য নিজেই নিজের আত্ম-জীবনী লিখছি বরং আমি আমার সন্তান সন্ততি ও শুভাকাঙ্খিদের জন্য সংক্ষিপ্তাকারে আমার আত্ম-কাহিনী লিখে রেখে গেলাম, যাতে আমার জীবনের তাদের অজানা বিষয়গুলি জানতে পারে। আর এ থেকে তাদের শিক্ষনীয় কিছু থাকলে তদ্বারা তারা শিক্ষা গ্রহন করতে পারে।

মহান আল্লাহ জীবনের সূচনা হতে এ পর্যন্ত আমার উপরে এবং আমার আল-আওলাদের উপরে তার যে করুণার ধারা অব্যাহত রেখেছেন, তার জন্য তার দরবারে অগণিত অজস্র শুকরীয়া। তার দরবারে আকুল আবেদন তিনি যেন আমার, আমার আল-আওলাদ ও আদর্শের সাথীদের উপরে তার এই করুণার ধারা দুনিয়া ও আখেরাতে অব্যাহত রাখেন এবং ভুল-ত্রুটি ও অপরাধ ক্ষমা করে তার জান্নাতে আমাদেরকে আশ্রয় দান করেন। আমিন!

আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসূফ
ধানমন্ডি, ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
আদি বাসস্থান ও সেখান থেকে স্থানান্তর	৭
আমার পিতা ও পিতামহ	৮
আমার মাতা ও মাতামহ	৮
আমার জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা	৮
শর্ষিণা হতে বিদায় ও আমতলী মাদ্রাসায় ভর্তি	১০
আমতলী মাদ্রাসা হতে বিদায় ও ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসায় ভতি	১০
ছাত্রজীবনে ছাত্রজীবনের বাইরে আমার তৎপরতা	১১
আমার পারিবারিক জীবন	১৪
আমার কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন	১৮
আমার পশ্চিম পাকিস্তান সফর	১৯
ময়েন যোদাড়োর পরিচয়	২০
আমাদের এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের কথা ভুল প্রমানিত হল	২০
বিভাগীয় আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন	২১
জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহন	২১
আমার ব্যাপক পশ্চিম পাকিস্তান সফর	২২
প্রবল গণ আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খানের পদত্যাগ ও ইয়াহ্ইয়া খানের ক্ষমতা গ্রহন	২৩
পুর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিভঙ্গি	২৩
আমার গ্রেফতারী ও কারা বরণ	২৪
জেল খানায় দু'বছর	২৫
আমার প্রথম হজ্জ্ব সফর	২৬
হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর(র.) সাথে তার গ্রামের বাড়ীতে আমার ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার	২৮
আমার তৃতীয়বার হজ্জ্ব সফর	৩২
বাদশাহ ফাহদের বাড়ির অনুষ্ঠানে যোগদান	৩৪
হারামে বোমা বিস্ফোরণ	৩৫
আমার প্রথম গ্রেট ব্রিটেন সফর	৩৬
দেশ বিভক্তির পর ১৯৭৮ সনে আমার পাকিস্তান সফর	৩৬

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা

১৯৮২ সালে পাকিস্তানে আমার দীর্ঘ সফর ৩৭
এবোটাবাদে আমার রাত্রে অবস্থান ও প্রোগামে অংশগ্রহণ ৪০
পেশওয়ারে মুজাহিদ নেতাদের সাথে সাক্ষাতকার ৪২
ঢাকার উদ্দেশ্যে ফিরতি সফর ও কোলকাতায় অবতরণ ৪৩
ইসলামাবাদের ইউনিটি সম্মেলনে যোগদান ৪৪
১ম দিনের অধিবেশন ৪৭
২য় দিনের অধিবেশন ৪৯
আমার প্রথমবার আমেরিকা সফর ৫০
জামায়াতে ইসলামীতে আমার বিভিন্ন দায়িত্ব পালন ৭০
আমার অতিরিক্ত দায়িত্ব ৭০
বাংলাদেশ চাষীকল্যাণ সমিতি ৭১
আমার হার্টের রোগ ও তার চিকিৎসা ৭১
আমার কোলনের টিউমার অপারেশন ৭৩
আমার বিদেশ ভ্রমণ ৭৬
আমার আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে যোগদান ৭৭
সৌদি আরব ভিত্তিক "ইসলামিক কাউন্সিল অব এশিয়া" ৭৭
অগ্রাসন মুক্ত কুয়েতের "অগ্রাসনমুক্ত সম্মেলন" ৭৭
রাবেতাতুল ইসলামীর মক্কা সম্মেলন ৭৭
ইসলামাবাদের ইসলামী সম্মেলন ৭৮
জর্দানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাকিত ইসলামী সম্মেলন ৭৮
ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন ৭৯
লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন ৭৯
পেশওয়ারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন ৭৯
সুদানের রাজধানী খার্তুমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন ৭৯
আমার লিখিত ও প্রকাশিত বইসমূহ ৮০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আদি বাসস্থান ও সেখান থেকে স্থানান্তর

আমাদের আদি বাড়ী ছিল বরিশাল জেলাধীন বাণারিপাড়া থানার চাখার গ্রামে। চাখার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। যুক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী মরহুম শেরে বাংলার পিতা ছিলেন এই গ্রামের অধিবাসী। এ গ্রামে তখন বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবার বসবাস করতেন। ফলে গ্রামটি ছিল প্রসিদ্ধ। আমার পিতার মুখে শুনা, আব্বার দাদা জহিরুদ্দীন হাওলাদার এখান থেকে এসে বরিশাল জেলার মঠবাড়ীয়া থানাধীন মাচুয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। আমার দাদা আপিলুদ্দীন হাওলাদারের জন্ম যথাসম্ভব এই গ্রামে। এখান থেকে এসে আমার দাদা বর্তমান শরনখোলা থানার রাজইর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তখন এ এলাকাটা পুরাটাই মোড়েলগঞ্জ থানার অধীনে ছিল। অনেক পরে পরবর্তী এক সময় মাত্র চারটি ইউনিয়ন নিয়ে ফাড়ি থানা হিসাবে শরনখোলা থানা সৃষ্টি করা হয়। তখন মোড়েলগঞ্জ থানার প্রায় সব এলাকাজুড়ে সুন্দরবন ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৃটেনের নাগরিক মোড়েল সাহেব তদানীন্তন বঙ্গীয় বৃটিশ প্রশাসনের কাছ থেকে পুরা এলাকাটি তার জমিদারী হিসাবে নিয়ে নেন। অতঃপর মোড়েল সাহেবের নামানুসারে এলাকাটির নামকরণ করা হয় মোড়েলগঞ্জ থানা। মোড়েল সাহেব তার জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত সুন্দরবনের জমি আবাদ করে বাসপোযোগী ও চাষপোযোগী করার জন্য নামে মাত্র খাজনায় পত্তন দেয়ার জন্য ঘোষণা দেন। তখন পার্শ্ববর্তী বরিশাল জেলা হতে বেশ কিছু লোক এসে মোড়েল সাহেবের প্রজা হিসাবে নামে মাত্র খাজনার বিনিময় জমি পত্তন নিয়ে জংগল কেটে জমি আবাদ করে। এ সময় আমার দাদা আপিলুদ্দীন হাওলাদার অন্যান্য লোকের সাথে রাজইর গ্রামে এসে জমি পত্তন নেন এবং জংগল ছাফ করে বসতি স্থাপন করেন। তখন নাকি এ এলাকায় বাঘ, শুকর ও সাপের বেশ উপদ্রব ছিল। খুব সাহসী ও দুর্ধর্ষ লোক ছাড়া এখানে অন্য কেহ বাস করতে সাহস করতনা।

www.pathagar.com

আমার পিতা ও পিতামহ

আমার পিতা আজিমুদ্দীন হাওলাদার যথাসম্ভব ১৮৯৮ কিংবা ১৮৯৯ সনে রাজইর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। আমার দাদা দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে অল্প বয়সেই মারা যান। আমার আব্বা ছিলেন তিন জনের মধ্যে বড়। আমার ছোট চাচা ও ফুফী অল্প বয়সেই মৃত্যুবরণ করে। আমার বিধবা দাদী আমার আব্বাকে নিয়ে রাজইরের বাড়ীতে বাস করতে থাকেন। আমার দাদী ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমতি ও সাহসী। তাকে আমি দেখেছি। আমার মাইনর স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি পরলোক গমন করেন।

আমার মাতা ও মাতামহ

আমার মাতা ছিলেন আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম মঠেরপার নিবাসী মরহুম সিরাজুদ্দীন হাওলাদারের কন্যা। আমার নানাও দুই ছেলে ও এক কন্যা রেখে আমার দাদার ন্যায় অল্প বয়সে মারা যান। আমার নানি দুই ছেলে ও এক মেয়েসহ অল্প বয়সে বিধবা হন। আমার নানি ছিলেন বরিশাল জেলার তেলিখালী গ্রামের মেয়ে। নানির ভাইয়েরা নানিকে অল্প বয়সী হওয়ার কারনে তেলিখালী নিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ দেন। ফলে আমার মা ও দুই মামা তাদের দাদা-দাদীর কাছে লালিত-পালিত হতে থাকেন। মায়ের দাদা হাজি নসরুদ্দিন ছিলেন এলাকার খুবই গণ্যমান্য ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। আম্মা বড় হলে পরে আম্মার গার্জিয়ানরা আমার দাদীর আগ্রহে ও অনুরোধে আম্মাকে আমার আব্বার সাথে বিবাহ দেন।

আমার জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা

আমার জন্ম ১৯২৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমার্দ্ধে (বাংলা ১৯৩২ সনের মাঘ মাসে)। আমি আমার পিতা মাতার তৃতীয় সন্তান। জন্মস্থান রাজইর গ্রামে আমার পিত্রালয়।

আমার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় আমার গ্রামের গ্রাম্য মক্তবে। মক্তব হতে নিম্ন প্রাইমারী পাশ করার পরে আমার পিতা আমাকে রায়েন্দা

www.pathagar.com

বন্দরের মাইনর স্কুলে নিয়ে ভর্তি করে দেন। আল্লাহর রহমতে আমি পড়াশুনায় খুবই ভাল ছিলাম। আমার স্বরণশক্তি যেমন প্রখর ছিল, তেমনি মুখস্ত শক্তিও ছিল খুব উত্তম। আমার পিতা আমাদের লেখা পড়ার প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনি নুতন ক্লাশে উঠার সাথে সাথেই আমাদের সমস্ত বই কিনে দিতেন। আর বই হাতে পেয়েই নুতন ক্লাসের পড়া শুরু হওয়ার আগেই আমি বইয়ের সমস্ত পদ্যগুলি মুখস্ত করে ফেলতাম। গদ্য-পদ্য সহ বইয়ের অধিকাংশ স্থান পড়তে গিয়ে আমার মুখস্থ হয়ে যেত। মাদ্রাসায় পড়াকালীন অবস্থায়ও পাঠ্যভূক্ত কিতাবের অধিকাংশ জায়গা আমার মুখস্থ হয়ে যেত। মাইনর স্কুলের পড়া সমাপ্তিতে আমি আমার আম্মার আগ্রহে ও উৎসাহে বরিশাল জেলার গালুয়া মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হয়ে দরসে নেজামী লাইনে পড়া-শুনা শুরু করি। এ সময় এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই নিম্নমানের। তখন জমিদারী সিস্টেম থাকার কারনে জমিদার গ্রামের প্রজাদের অর্থ লুটে নিয়ে শহর-বন্দরে আরামের জিন্দেগী যাপন করতেন। গ্রামে রাস্তা-ঘাট বলতে কিছু ছিল না। তখনকার লোকেরা প্রকৃতির তৈরী প্রবাহিত খালের দুই পাড়ে সারিবদ্ধভাবে বাড়ী করত। কেননা যোগাযোগের ও মালা-মাল বহনের জন্য পানিতে চালিত নৌকাই ছিল তাদের বাহন। রাস্তা-ঘাট ও গাড়ী ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা তখন এলাকায় এমনকি বন্দর ও থানা সদরেও ছিল না। একমাত্র নৌকা ও পা ছিল মানুষের চলাচলের প্রধান বাহন। তখন ছিল আমাদের দেশ বৃটিশ শাসনের অধীন। বৃটেনের সিবসা নামক এক ইংরেজ কোম্পানীর একখানা ছোট জাহাজ বাগেরহাট ও হুলার হাটের মধ্যে চলাচল করত। এই জাহাজের একটা স্টেশন ছিল আমাদের নিকটবর্তী বন্দর রায়েন্দায়। আমি এই জাহাজে বিশ পয়সা ভাড়া দিয়ে টিকেট কেটে বরিশাল জেলায় ভান্ডারিয়া বন্দরে নেমে পায়ে হেটে গালুয়া মাদ্রাসায় যেতাম। তিন বৎসরকাল আমি গালুয়া মাদ্রাসায় পড়া-শুনা করে শর্ষীনা আলীয়া মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হই।

১৯৩৯ সনে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়, তখন আমি গালুয়া মাদ্রাসার ছাত্র। মুলতঃ যুদ্ধ প্রথম দিকে জার্মান ও বৃটেনের মধ্যে শুরু হলেও পরে গোটা বিশ্ব এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

আমাদের দেশে তখন ছিল বৃটিশ শাসন। তখন বৃহত্তর বাংলাদেশের রাজধানী ছিল কলিকাতায়। আর বৃহত্তর ভারত অর্থাৎ বর্তমান ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় রাজধানী ছিল দিল্লী। বৃটিশ শাসিত বাংলাদেশে তখন মন্ত্রীসভা ছিল শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বে। ফজলুল হক সাহেব বাংলার আপামর জনগণের কাছে কৃষক দরদী বলে খ্যাতি লাভ করে ছিলেন। তিনি কৃষক প্রজাপার্টি নামে পার্টি করে জমিদারদের শোষনের বিরুদ্ধে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কৃষকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেন। ফলে সেই সময়ের নির্বাচনে কৃষকরা ভোট দিয়ে ফজলুল হক সাহেবের দলকে বিজয়ী করে।

শর্ষিনা হতে বিদায় ও আমতলী মাদ্রাসায় ভর্তি

শর্ষিনার আবহাওয়ায় আমার স্বাস্থ্য না টেকায় আমি শর্ষিনা হতে বিদায় নিয়ে আমতলী মাদ্রাসায় এসে ভর্তি হই। এ মাদ্রাসা ছিল আমার গ্রামের বাড়ী হতে ছয় কিলোমিটার দূরে। এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত মাওলানা আব্দুল লতীফ সাহেব। তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার ডিগ্রীধারী একজন উচ্চমানের আলেম ছিলেন। তিনি ফুরফুরার মরহুম পীর আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের মুরীদ ও খলীফা ছিলেন।

আমতলী মাদ্রাসায় আমি একাধারে চার বছর পড়া-শুনা করি। প্রকাশ থাকে যে, আমি পড়া-শুনায় ভাল হওয়ার কারণে, আর পরীক্ষায় সব সময় প্রথম স্থান অধিকার করার কারণে আমার ওস্তাদগণ সকলেই আমাকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন। আমতলী মাদ্রাসায় তখন আমি উচ্চমানের কয়েকজন প্রতিভাধর বুজর্গ ওস্তাদের সাহচার্য লাভ করে তাদের কাছ থেকে তাফসিরুল কোরআন, হাদীস, নাহু ছরফ সহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করি। এই মাদ্রাসা হতেই ১৯৪৮ সনে আমি আলিম পরীক্ষায় পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা বোর্ডের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সরকারী বৃত্তি লাভ করি।

আমতলী মাদ্রাসা হতে বিদায় ও ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি

আমতলী মাদ্রাসা হতে বিদায় নিয়ে আমি ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসায় গিয়ে ফাজিল ক্লাসে ভর্তি হই। ১৯৪৭ সনে যখন বাংলাদেশ বিভক্তির ফয়সালা হয়, তখন সেই সময়ের কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার

www.pathagar.com

সুযোগ্য প্রিন্সিপাল খান বাহাদুর জিয়াউল হক নাজিমুদ্দীন মন্ত্রী সভার অনুমোদন নিয়ে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসাকে তার যাবতীয় সহায় সম্পদ ও বিরাট লাইব্রেরীর কিতাবাদি ও ফার্নিচার ইত্যাদিসহ সামুদ্রিক জাহাজে করে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। সে সময়ের আলীয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য ওস্তাদগণও হিজরত করে কলিকাতা হতে ঢাকায় চলে আসেন। আমি যখন ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হই, তখন আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন খান বাহাদুর জিয়াউল হক, হেড মাওলানা ছিলেন হযরত মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী, আরবী আদবের শিক্ষক ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহমান কাশগরী, তাফসীরের ওস্তাদ ছিলেন মাওলানা হুজ্জাল্লাহ্ লাখনবী ও ফখরেবা;গাল মাওলানা নাসির ভোলাবী। এ ছাড়া মুফতী আমিমুল ইহসান ও মাওলানা নাজির আহমদ সহ বেশ কয়েকজন হাদীসের ওস্তাদও ছিলেন। আমি ওসমানী সাহেব ও মুফতী আমিমুলইহসানের কাছে বোখারী শরীফ পড়েছি।

১৯৫০ সনে ফাজিল পরীক্ষায় পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করে আমি সরকারী বৃত্তি লাভ করি। টাইটেল অর্থাৎ কামিলও আমি আলীয়া মাদ্রাসায় পড়ি। ১৯৫২ সনে টাইটেল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাশ করে মুমতাজুল মুহাদ্দেসীন উপাধি লাভ করি।

ছাত্র জীবনে ছাত্র জীবনের বাইরে আমার তৎপরতা

ছাত্র জীবনেই আমি বেশ রাজনৈতিক সচেতন ছিলাম। যুক্ত ভারতে (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে) তখন চলছিল বৃটিশ শাসন। এই বৃটিশ শাসনের নাগ-পাস হতে মুক্তি লাভ করার জন্য হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের নেতৃত্বে ও মুসলিম প্রধান মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পৃথক পৃথক আন্দোলন চলছিল। কংগ্রেসের দাবী ছিল স্বাধীন অখন্ড ভারত, আর মুসলিম লীগের দাবী ছিল মুসলিম প্রধান প্রদেশ সমূহের সমন্বয় স্বাধীন পৃথক দেশ পাকিস্তান। আমি তখন কলিকাতা হতে প্রকাশিত মুসলিম লীগের মুখপত্র দৈনিক আজাদ ও কংগ্রেসের মুখপত্র বসুমতির নিয়মিত পাঠক ছিলাম। যাতে স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। এ ছাড়া দিল্লী ও লাহোর হতে প্রকাশিত দুটি সাপ্তাহিক উর্দ্দু পত্রিকাও আমি নিয়মিত পড়তাম। মাসিক মুহাম্মদী, মাসিক সওগাত ও শিশু সওগাতেরও আমি

www.pathagar.com

পাঠক ছিলাম। ছাত্র জমিয়তের মাধ্যমে জমিয়তের লাইব্রেরীতে প্রচুর বই আমি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করে ছিলাম। আর এসব বই আমিও পড়তাম, আর ছাত্রদেরকেও পড়ার জন্য উৎসাহিত করতাম।

যেহেতু আমি জমিয়াতে তোলাবার নেতা ছিলাম। তাই ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও বহির্মুখী প্রতিভা বিকাশের জন্য নিয়মিত আলোচনা সভা ও প্রতিযোগিতামূলক সভা সমিতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতাম। ছাত্র জীবন থেকেই আমি এলাকার রাজনৈতিক সভা সমিতি ও নির্বাচনী তৎপরতায় আগ্রহের সাথে রাজনৈতিক কর্মীর মত অংশ গ্রহন করতাম।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলায়ও আমি অগ্রণী ছিলাম, তবে এসব বর্হিমূখী তৎপরতা আমাকে কখনও আমার মূল লেখা-পড়া হতে গাফেল বা অমনোযোগী করতে পারেনি। বরং প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় সব সময় আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছি।

আমি যখন ১৯৪৫ সনে আমতলী মাদ্রাসার ছাত্র, তখন কলিকাতা মুহাম্মদ আলী পার্কে দেওবন্দের হযরত মাওলানা সাব্বির আহমদ ওসমানী ও বাংলাদেশের হযরত মাওলানা আঃ হাই সিদ্দিকীর নেতৃত্বে নিখিল ভারত ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের কার্যক্রম আমি পত্রিকার মাধ্যমে এবং সম্মেলনে যোগদানকারী আমার ওস্তাদ আমতলীর হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ সাহেবের মাধ্যমে অবহিত হয়েছিলাম। মুহাম্মদ আলী পার্কের এই ওলামা সম্মেলন হতে পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন দানের ঘোষণা দেয়া হয়। ফলে পাকিস্তান আন্দোলন সমগ্র উপমহাদেশের মুসলমানদের সমর্থন লাভ করে। আমি ছাত্র ও স্বল্প বয়সী হলেও সব সময়ে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ছিলাম।

১৯৪৬ সনে পাঞ্জম ক্লাসে জামেয়া পরীক্ষা দেয়ার জন্য (তখন নোয়াখালী জেলায় জেলা ভিত্তিক পাঞ্জম ক্লাশে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হত) আমি নোয়াখালীর টুমচর মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হই। তখন চলছিল দেশভিত্তিক জাতীয় নির্বাচন। ইস্যু ছিল পাকিস্তান না অখন্ড ভারত। টুমচরে আমার ওস্তাদরা দস্তর মত দুভাগে বিভক্ত ছিলেন। এক ভাগ দেওবন্দের হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর সমর্থনে কংগ্রেসের

www.pathagar.com

পক্ষে। আর এক ভাগ আল্লামা সাব্বির আহমদ ওসমানী আর আব্দুল হাই সিদ্দীকি সাহেবের সমর্থনে মুসলিম লীগের পক্ষে। দুটি গ্রুপই বেশ শক্তিশালী ছিল। ওস্তাদদের এই গ্রুপিংয়ে আমি বেশ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়ি। আমি কোন পক্ষ অবলম্বন করব, এটা ভেবে খুবই পেরেশানীবোধ করছিলাম। তবে শেষ পর্যন্ত একটা খাব (স্বপ্ন) আমাকে পথ প্রদর্শন করে। খাব কোন হুজ্জতে শরয়ী' না হলেও রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন উত্তম খাব নবুয়াতের ৪০ ভাগের এক ভাগ।

উপরে যে খাব বা স্বপ্নটির কথা আমি উল্লেখ করেছি তা হল এইযে, আমি আমার ওস্তাদ্দের দুই গ্রুপের পরস্পর বিরোধী অবস্থানে কোন্ গ্রুপকে সমর্থন করব এটা চিন্তা করে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ি। হঠাৎ স্বপ্নে দেখি 'যে হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ইলেকশন ক্যাম্পেনের জন্য ট্রেনযোগে লক্ষ্মীপুর ষ্টেশনে এসেছেন। আমরা বেশ কিছু লোক মিলে তাকে অভ্যার্থনা জানাতে গিয়েছি। তিনি আসলেন এবং আমাদের সামনে ছামান-পত্র নিয়ে স্টেশনে অবতরন করলেন। ষ্টেশনে নেমে আমাদেরকে বললেন, "আমার কাছে গান্ধীজির বাক্স ও বেডিং রয়েছে। উহা তাকে পৌছাতে হবে।" ব্যাস্ এই স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেংগে গেল, আমি স্বপ্নের মাধ্যমে দিক নির্দ্দেশনা পেলাম যে, আল্লামা সাব্বির আহমদ ওসমানী ও হযরত আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের গৃহিত পথই ইসলাম ও মুসলমানের সেবার পথ। আর হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর পথ হিন্দু নেতা গান্ধী ও হিন্দু কংগ্রেসের সেবার পথ। সুতরাং এর পর আমি কংগ্রেস সমর্থক ওস্তাদদের পথ বাদ দিয়ে, মুসলিমলীগ সমর্থক ওস্তাদদের পথ অবলম্বন করলাম। আমি হযরত মাদানী সাহেবের গৃহিত পথকে তার ইজতেহাদী ভুল বলে গ্রহন করলাম। আর আয়েম্মাদের সর্বসম্মত মত যে মুজতাহিদ ইজতেহাদে ভুল করলে তার গুনাহ হবেনা ঠিকই, তবে ভুলের খেসারত বা মাশুল অবশ্যই দিতে হবে।

আমি আমতলী মাদ্রাসায় আলিম ক্লাসে পড়াকালীন আমাদের মাদ্রাসায় যুক্ত বাংলার মুখ্য মন্ত্রী মরহুম হুসাইন সরওয়ারদী, নওয়াবজাদা খাজা নসরুল্লাহ সহ বেশ কয়েকজন মুসলিম লীগের প্রাদেশিক মন্ত্রী ও নেতাদের প্রোগ্রাম হয়। ছাত্রদের পক্ষ হতে এই সভায় মূখ্য মন্ত্রী সরওয়ারদী সাহেবের উদ্দেশ্যে মান-পত্র আমাকেই পড়তে হয়েছিল।

www.pathagar.com

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শর্ষিনা মাদ্রাসায় ১৯৪৭ সনে যে নিখিল ভারত ওলামা সম্মেলন হয়, আমতলীর আমার ওস্তাদ হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ সাহেবের সাথে ঐ সম্মেলনে আমিও যোগদান করেছিলাম। ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়নকালেও আমি জমিয়তে তোলাবার নেতা হিসাবে অনেক প্রানবন্ত ও আকর্ষনীয় প্রোগ্রাম করেছি, যা দেখে আমার ওস্তাদরা আমাকে খুবই উৎসাহিত করেছিলেন। এভাবেই আমি আমার ছাত্র জীবনেও বিভিন্নমূখী কার্যক্রম আন্‌জাম দিয়েছি।

আমার পারিবারিক জীবন

১৯৪৯ সনের জুন মাসে আমার বিবাহ হয়। আমি তখন ফাজিল ১ম বর্ষের ছাত্র। আমার শ্বশুর মরহুম হাজী অহেজদ্দীন মোল্লা ছিলেন মোড়েলগঞ্জ থানাধীন ফুলহাতা গ্রামের অধিবাসী। তার দ্বিতীয় কন্যা রাবেয়া খাতুনের সাথে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। আমার শ্বশুর ছিলেন মল্লিকের বেড় সিনিয়র মাদ্রাসার সেক্রেটারী। আর আমার ওস্তাদ মাওলানা মূসা সাহেব ছিলেন এই মাদ্রাসার সুপার। আমার মাদ্রাসা জীবনের এই প্রথম ওস্তাদ আমাকে অস্বাভাবিক স্নেহ করতেন। তার সাথে আমার এই স্নেহ মমতার সম্পর্ক তার মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল। তারই আগ্রহে ও মধ্যস্তাতায় আমার বিবাহ কাজ সম্পন্ন হয়।

আমি ও আমার স্ত্রী মোট ১১টি সন্তানের জনক ও জননী। এই ১১টি সন্ত ানের মধ্যে তিনটি কন্যা একেবারেই অপরিনত বয়সে মৃত্যু বরণ করে। বর্তমানে আমাদের আট সন্তানের মধ্যে পাঁচ জন কন্যা ও তিনজন পুত্র। আমার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল নাসিমা খাতুন। ১৯৫৪ সনের মার্চ মাসে ফুলহাতা গ্রামে তার নানা বাড়ীতে জন্ম গ্রহন করে। ইনটারমিডিয়েট পাশ করার পরে তাকে যশোর জেলার নোয়াপাড়া নিবাসী মরহুম মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবের ছোট ছেলে ডাক্তার আব্দুর রাজ্জাকের কাছে বিবাহ দেই। মরহুম মাওলানা আব্দুল আজিজ দেওবন্দ মাদ্রাসা হতে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন।

বিবাহের পরে নাসিমা খাতুন সৌদী আরবে চাকুরীরত তার স্বামীর সাথে সৌদী আরবে চলে যায়। সৌদী আরবে প্রায় বিশ বছর চাকুরী করার পর ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক পরিবার পরিজনসহ দেশে প্রত্যাবর্তন করে। বর্তমানে তারা তাদের ধানমন্ডিস্থ ৩২নং সড়কের বাড়ীতে বসবাস

www.pathagar.com

করছে। আমার কন্যা নাসিমা খাতুন পাঁচটি পুত্র সন্তানের জননী। বড় ছেলেটি অসুস্থ বিধায় তেমন লেখা পড়া শিখতে পারেনি। তবে বাকী চারজন খুবই মেধাবী ও প্রতিভাবান। মেঝ ছেলে জাবেদ ক্যানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রাজুয়েশন করে এখন এম, এস, করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তৃতীয় ছেলে আরাফাত নিউয়ার্কের ইয়োলো ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটির ফুল স্কলারশীপে গ্রাজুয়েশন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে খুবই মেধা সম্পন্ন ছেলে। ৪র্থ ছেলে হাছানুল বান্না গত বছর "এ" লেবেল করে মালয়েশীয়ার কুয়ালালামপুর ইসলামি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করছে। পঞ্চম ছেলে নাসিফ "ও" লেবেল পরীক্ষা দিয়েছে। আল্লাহর রহমতে এরা সকলেই আদর্শ চরিত্রবান ও নামাজী। জামাতা ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক একটি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করছেন।

আমার বড় ছেলে মাহবুবর রহমান ১৯৫৮ সনে জানুয়ারীতে তার নানা বাড়ী ফুলহাতায় জন্ম গ্রহণ করে। হিসাব বিভাগে মাস্টার্স করার পরে প্রথমতঃ খুলনা শহরে আমার ব্যবসা দেখাশুনা করত। আমার ব্যবসা সংকোচিত করার পরে সে ঢাকাকে কেন্দ্র করে তার নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করছে। তাকে বিবাহ দেয়া হয় বাগেরহাট জেলার প্রসিদ্ধ গ্রাম সাইয়েদ মহল্লার সাইয়েদ আতাউল হকের বড় মেয়ে সাইয়েদা আতীয়া খাতুনের সাথে। সাইয়েদ আতাউল হক বাংলাদেশ ব্যাংকে দীর্ঘদিন চাকুরী করে ডি.জি.এম. হিসাবে অবসর গ্রহন করেছেন। আমার বড় ছেলে এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের পিতা এরা দুজনই স্কুলের ছাত্র। একজন এস.এস.সি পরীক্ষা দিচ্ছে। আর একজন "ও" লেবেল দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দুজনই মেধাবী।

আমার মেঝ মেয়ে হাছীনা খাতুন ১৯৬২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমার খুলনার বাড়ীতে জন্ম গ্রহন করে। তাকে বিবাহ দেয়া হয় বরিশাল শহরের অধিবাসী মরহুম হাছান খান সাহেবের বড় ছেলে ডাক্তার আব্দুল ওহাবের সাথে। মরহুম হাছান খান তখন বাংলাদেশ সরকারের রেভিনিউ মন্ত্রণালয়ের চাকুরী হতে অবসর গ্রহন করেছিলেন। যখন বিবাহ হয় তখন ডাক্তার আব্দুল ওহাব সৌদী সরকারের মিনিস্ট্রি অব হেল্‌থে সরকারী ডাক্তার হিসাবে চাকুরীরত ছিল। বিবাহের বছরই হাছীনা খাতুন ইনটারমিডিয়েট পাশ করে জামাইয়ের সাথে সৌদী আরবে চলে যায়। আমার মেঝ মেয়ে এখন চার সন্তানের জননী। বড় ছেলে মারুফহাছান

www.pathagar.com

আমেরিকার কলগেট ইউনিভার্সিটি হতে গ্রাজুয়েশন করে ডাক্তারী পড়ার জন্য ডাল্লাসের এক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে। তার দ্বিতীয় সন্তান একমাত্র মেয়ে রাদিয়া খাতুন এবং দ্বিতীয় পুত্র মুবাস্বের হাছান ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হতে কৃতিত্বের সাথে "এ" লেবেল পাশ করে এখন ঢাকার নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটিতে পড়া-শুনা করতেছে। ছোট ছেলে মাহের ধানমন্ডি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়তেছে। এরা সকলেই আল্লাহর রহমতে প্রতিভাবান ও মেধাবী। সকলেই চরিত্রবান ও নামাজী। আমার জামাতা ডাক্তার আব্দুল ওহাব সৌদী আরবে ২৫ বছর চাকুরী করার পরে এবার অব্যাহতি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে। তারা ধানমন্ডির ১৪ নং রোডে তাদের নিজস্ব ফ্লাট বাড়ীতে বসবাস করছে।

আমার মেঝ ছেলে মাসউদুর রহমান ১৯৬৪ সনের অক্টোবরে আমার খুলনার বাড়ীতে জন্ম গ্রহন করে। সে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ হতে ইনটারমিডিয়েট পাশ করে বুয়েটে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হয়। এখান থেকে সে ব্যাচেলার করে আমেরিকার সাউথ ডেকোটা স্টেটের এক বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম, এস, করে আমেরিকার সর্ববৃহৎ টেলিভিশন কোং ইনটেলে চাকুরী গ্রহন করে। বর্তমানে সে ঐ কোম্পানীর অরিজোনা স্টেটের কারখানায় ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত আছে। তাকে বিবাহ করান হয় নোয়াখালী নিবাসী বর্তমানে ঢাকায় বসবাসরত জনাব এ, এইচ, এম, নূরুদ্দীন সাহেবের ছোট মেয়ে আসমা খাতুনের সাথে। জনাব নূরুদ্দীন সাহেব সি. এস. পি করার পরে প্রথমত জেদ্দা দূতাবাসে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ আমলে কাবুল দুতাবাসের ফাষ্ট সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় সেক্রেটারিয়েটে বাংলাদেশ সরকারের অধীনে জয়েন্ট সেক্রেটারী হিসাবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি অবসর প্রাপ্ত। ধানমন্ডিতে নিজের বাড়ীতে বসবাস করছেন।

আমার মেঝ ছেলে তিন সন্তানের পিতা। সবাই ছোট। প্রাথমিক স্কুলে পড়া-শুনা করছে। মাসউদ অরিজোনা স্টেটে নিজস্ব বাড়ীতে বসবাস করছে। সে এবং তার পরিবারে সদস্যরা সকলেই এখন আমেরিকার নাগরিক।

আমার তৃতীয় কন্যা শামিমা নাসরিন যথাসম্ভব ১৯৬৬ সনের এপ্রিল মাসে আমার খুলনার বাড়ীতে জন্ম গ্রহন করে। অনার্সে পড়াকালীন অবস্থায় তাকে বিবাহ দেয়া হয় গোপালগঞ্জের বর্তমানে খুলনা শহরের

www.pathagar.com

বাসিন্দা জনাব ইসহাকের (অবসরপ্রাপ্ত সহকারী পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল) বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার আশফাকুজ্জামানের কাছে। আশফাক বর্তমানে দুবাই সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকুরী করছে এবং পরিবার নিয়ে দুবাই জাবাল আলীর সরকারী কোয়ার্টারে বসবাস করছে। আমার তৃতীয় কন্যা নাসরীন বিবাহের পরে মাষ্টার করেছে। সে তিন সন্তানের জননী। এক মেয়ে ও দুই ছেলে, এরা সব দুবাইয়ের প্রাথমিক স্কুলে পড়া-শুনা করছে।

আমার তৃতীয় ছেলে মাসফুকুর রহমান ১৯৬৯ সনের সেপ্টেম্বরে আমার খুলনার বাড়ীতে জন্ম গ্রহন করে। আমি তাকে মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহন করার জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেই। দাখিল পরীক্ষা দেয়া পর্যন্ত সে মনোযোগ সহকারে পড়ে দাখিল পরীক্ষায় ষ্ট্যান্ড করেছিল। কিন্তু এরপর তার মাদ্রাসায় পড়ার আগ্রহ কমতে থাকে। সে বেশ মেধা সম্পন্ন এবং বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী। ফাজেল পাশ করার পরে সে আমেরিকায় আমার মেঝে ছেলের ওখানে অস্টিনে চলে যায়। বর্তমানে সে অস্টিনে নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করছে। সে এখানে নিজস্ব বাড়ীও করেছে। তাকে বিবাহ দেই খুলনা শহরের অধিবাসী জনাব জাফর সাহেবের কন্যার সাথে। মাসফুক বর্তমানে এক কন্যা সন্তানের পিতা। এরা সবাই আমেরিকার নাগরিক হিসাবে আমেরিকায় বসবাস করছে।

আমার চতুর্থ কন্যা সাঈদা তানিয়া নাজনীন ১৯৭২ সনের ১৯শে মার্চ আমার খুলনা শহরের বাড়ীতে জন্ম গ্রহন করে। তাকে বিবাহ দেয়া হয় খুলনা শহরের অধিবাসী মরহুম ডাক্তার মুহাম্মদ আলীর কনিষ্ঠ ছেলে ক্যাপটেন মেহদী বিল্লার কাছে। বিবাহের সময় সে অনার্সের ছাত্রী ছিল। পরে সে মাস্টার করেছে। মেহদী বিল্লাহ সামুদ্রিক জাহাজের ক্যাপটেন হিসাবে বেশ কয়েক বছর চাকুরী করে শিপ হতে বিদায় নিয়ে দুবাই পোর্টে এক শিপিং কোম্পানীর অধীন চাকুরী করছে। আমার চতুর্থ কন্যা দুই মেয়ে সন্তানের জননী। এরা দুবাইর প্রাথমিক স্কুলে পড়াশুনা করতেছে।

আমার ছোট মেয়ে সনিয়া শারমিন জন্ম গ্রহন করে ১৯৭৫ সনের এপ্রিল মাসে আমার খুলনার বাড়ীতে। তাকে বিবাহ দেয়া হয় রাজশাহী নিবাসী জনাব আব্দুল মান্নান সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে গোলাম সরওয়ারের কাছে। বিবাহের সময় সনিয়া অনার্সের শেষ বর্ষে পড়ত। জামাই গোলাম সরওয়ার কুয়ালালামপুর ইসলামী ইউনিভার্সিটি হতে বি,বি,এ করে

www.pathagar.com

আমেরিকা থেকে এম, বি, এ করে ওখানেই চাকুরী করছে। আমেরিকার ওয়াসিংটন স্টেটের সিয়াটল শহরে নিজস্ব খরিদ করা বাড়ীতে বসবাস করছে। তার ছোট্ট পরিবারের সকলেই আমেরিকার নাগরিক। বর্তমানে আমার ছোট মেয়ে দু'টি কন্যা সন্তানের জননী।

বর্তমানে আমার ও আমার স্ত্রীর নাতি-নাতনীর সংখ্যা ২২ (বাইশ)। আমার ছেলে-মেয়েরা সকলেই আল্লাহর রহমতে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বি। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকেই অভাবমুক্ত রেখেছেন। বেকার কেউ নেই। সকলেই কর্মরত। আমার নাতি-নাতনীদের মধ্যে যারা বড় হয়েছে তারা সকলেই আদর্শ চরিত্রের অধিকারী। সকলেই নামাজী। আমার ছেলে, মেয়ে, পুত্রবধু ও জামাতারা সকলেই নামাজি ও তাকওয়ার জীবন যাপনে অভ্যস্থ। মেয়েরা ও পুত্রবধুরা পর্দ্দা মেনে চলে। আমার ছেলে-মেয়ে ও নাতনীরা (যারা বড়) ইসলামী জ্ঞান লাভ করার জন্য যেমন আগ্রহ সহকারে ইসলামী বই-পত্র পড়া-শুনা করে, তেমনি ইসলামী জ্ঞান চর্চার অনুষ্ঠানে নিয়মিত যোগদান করে। আমার ছেলে-মেয়েদের অধিকাংশরা ধানমন্ডি এলাকায় আমার বাড়ীর কাছে বাস করায় তাদের সকলকে নিয়ে আমার বাড়ীতে নিয়মিত পারিবারিক বৈঠক হয়। এ বৈঠকে কোরআন হাদীসের দরস ও পারিবারিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আমার সন্তান ও নাতি-নাতনীদের আদর্শ জীবন গঠনে আমার চেয়ে আমার স্ত্রীর ভূমিকা মূখ্য। কেননা আমি তাদেরকে আমার স্ত্রীর মত সময় দিতে পারি নাই। আর তাদের জন্য অত চিন্তা-ভাবনাও করতে পারি নাই, যত করেছে আমার স্ত্রী। পরম করুনাময় আল্লাহ আমার ও আমার পরিবারের উপরে যে দয়া ও মেহেরবানী করেছেন তার জন্য মহান রব্বুল আলামিনের অজস্র শুকরিয়া আদায় করছি। আর নিয়ত তার কাছে কামনা, তিনি যেন আমার পরিবার ও আওলাদের উপরে তার এই করুনার ধারা দুনিয়া ও আখেরাতে অব্যাহত রাখে। আমিন, ছুম্মা আমিন।

আমার কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন

১৯৫০ সনে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়নকালে আমি জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা উপমহাদেশের বিশিষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর (র.) কয়েকখানা মূল্যবান বই পাঠ করে লেখক ও তাঁর ইসলামী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।

www.pathagar.com

১৯৫২ সনে আলীয়া মাদ্রাসা হতে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে আমি খুলনা শহরে অবস্থিত খুলনা আলীয়া মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। খুলনা আলীয়া মাদ্রাসায় কার্যরত অবস্থায় ১৯৫২ সনের যথাসম্ভব জুন মাসে আমি জামায়াতে ইসলামীর রুকন হয়ে রুকনিয়াতের শপথ গ্রহন করি। আমি ছিলাম বাংলাদেশীদের মধ্যে ২নং রুকন। ১নং রুকন ছিলেন মরহুম মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব। মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব যথাসম্ভব ১৯৪৬ সনে জামায়াতে ইসলামীর রুকন হন। বাংলা ভাষীদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম রুকন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৫৫ সনের মার্চ মাসে রুকন হন। মরহুম আব্দুল খালেক সাহেব রুকন হন ১৯৫৩ সনে।

১৯৫৩ সনের প্রথমে আমি খুলনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে বিদায় নিয়ে কিছু দিনের জন্য জামায়াতে ইসলামীর নির্দ্দেশে ঢাকায় আসি। তখন জামায়াতে ইসলামীর অফিস ছিল ২০৫ নং নওয়াবপুর রোডে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের আমির ছিলেন পাঞ্জাবের চৌধুরী আলী আহমদ। আর কাইয়েম অর্থাৎ জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহীম। ঢাকায় আমার মূল কাজ ছিল জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশিত উর্দ্দু বইয়ের বাংলা অনুবাদ। প্রকাশ থাকে যে, ঐ সময় মাত্র দুখানা পুস্তিকা বাংলায় অনুদিত ছিল। একখানা শান্তিপথ। আর একখানা ইসলামের জীবন পদ্ধতি।

বিভিন্ন কারণে আমি ঢাকা হতে বিদায় নিয়ে বরিশাল জেলার মঠবাড়ীয়া থানার উপকণ্ঠে অবস্থিত টিকিকাটা সিনিয়র মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করি। এ মাদ্রাসায় আমি তিন বছরের মত সময় থাকি। অত:পর জামায়াতে ইসলামী খুলনা বিভাগের আমীরের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে আমি জামায়াতের নির্দ্দেশে খুলনা শহরে চলে আসি।

আমার পশ্চিম পাকিস্তান সফর

বিভাগীয় আমীরের দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়ার পরে ১৯৫৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে নিখিল পাকিস্তান রুকন সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমি সর্ব প্রথম পশ্চিম পাকিস্তান সফর করি। সম্মেলনের স্থান নির্দ্ধারিত হয়েছিল পাঞ্জাব প্রদেশের ভাওয়ালপুর স্টেটের মাচিগোট নামক স্থানে। সফর বেশ ব্যয় বহুল হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান হতে আমরা মাত্র ১৪জন রুকন এই সম্মেলনে যোগদান করি। বাংলাভাষীদের মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আযম, জনাব আব্দুল খালেক, আব্বাস

www.pathagar.com

আলী খান ও আমি, এই পাঁচ জন ছিলাম। বাকীরা ছিলেন উর্দ্দুভাষী মুহাজির। এই সম্মেলন তিন দিন চলছিল। সম্মেলন শেষে আমি সিন্ধু প্রদশের লারকানা জেলায় অবস্থিত পুরাতন সভ্যতার নিদর্শন ঐতিহাকিস "ময়েন যোদাড়ো" দেখার জন্য শুক্কুর জেলার জামায়াত নেতাদের সাথে শুক্কুর শহরে চলে আসি। এখান থেকে একজন অভিজ্ঞ গাইড সাথে দিয়ে নেতারা আমাকে "ময়েন যোদাড়ো" পাঠিয়ে দেন। পুরাতন সভ্যতার নিদর্শন দেখার আগ্রহ আমার স্বাভাবজাত। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তান রওয়ানা করার সময়ই আমি ময়েন যোদাড়োসহ লাহোরে মোগল বাদশাদের স্মৃতি পূরাতন সভ্যতার নিদর্শন সমূহ দেখব বলে নিয়ত করেছিলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় আমার সে আগ্রহ এই সফরে কিছুটা হলেও পুরা হয়েছিল।

"ময়েন যোদাড়োর" পরিচয়

সিন্ধি ভাষায় "ময়েন যোদাড়োর" অর্থ হল ধবংস প্রাপ্ত মানুষের স্মৃতি। লারকানা জেলায় অবস্থিত এই পুরাতন শহরটি সিন্ধু নদ থেকে এক মাইল দুরে মাটি খুড়ে আবিষ্কার করা হয়েছে। প্রত্মতত্ববিদদের মতে "ময়েন যোদাড়ো" যিশু খৃষ্টের জন্মের চার হাজার বছর আগের শহর। আমি যখন এটা পরিদর্শন করি তখন এক মাইল-পর্যন্ত জায়গার মাটি সরিয়ে শহরের নিদর্শনসমূহ বের করা হয়েছে। আজ থেকে ছয় হাজার বছর আগের এই শহরটির বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ড্রেন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা দেখলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। শহরকে আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকায় বিভক্ত করে বাড়ী-ঘর ও দোকান-পাট নির্মাণ করা হয়েছিল। আজ থেকে তিন, চারশো বছরের আগের মোগল ও পাঠাণ আমলের নির্মিত দালান কোঠার ইট ছোট ও পাতলা। কিন্তু ছয় হাজার বছর আগের তৈরী ময়েন যোদাড়োর দালান-কোঠা ও রাস্তা-ঘাট তৈরীর ইট আমাদের এই সময়ের ইটের মত ১০" × ৫" ইঞ্চি ছিল। এখানে একটি যাদুঘরও করা হয়েছে। এখানে এই শহর থেকে সংগৃহিত ঐ সময়ের লৌহ নির্মিত অস্ত্র, তৈষজ পত্র, মহিলাদের সেই সময় ব্যবহৃত অলঙ্কারাদি ও সেই সময় ব্যবহৃত নৌকা ও গরুর গাড়ীর চাক্কাও দেখলাম।

আমাদের এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের কথা ভুল প্রমাণিত হল

আমরা ছোট বেলায় পড়েছি যে, আমাদের অনেক আগে ভারত বর্ষের লোকেরা অসভ্য ছিল। তারা ঘর-বাড়ী তৈরী করতে জানত না, গাছের

www.pathagar.com

খোপরে, পাহাড়ের গুহায় ও মাটির খোপরে বাস করত, রান্না-বান্না জানতনা, কাঁচা মাছ-মাংস ও ফল মূল খেত। কিন্তু ময়েন যোদাড়ো দেখার পর আমাদের ঐসব ঐতিহাসিকদের ধারণা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ হল। "ময়েন যোদাড়োর" পরে ট্যাকসীলায় পুরাতন সভ্যতার নিদর্শন দেখার পরে আমার উপরোক্ত ধারণা আরও পাকা-পোক্ত হয়েছে।

বিভাগীয় আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন

আমি যখন বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব প্রাপ্ত হই, তখন খুলনা বিভাগে বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী অন্তর্ভূক্ত ছিল। তখন বর্তমান জেলা সমুহ সাব-ডিভিশন ছিল। আমি যখন বিভাগীয় আমীর, তখন পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ভোলা ইত্যাদি সহ বৃহত্তর বরিশাল জেলার আমীর ছিলেন মুফতী মাওলানা আব্দুস সাত্তার এম.পি বাগেরহাট, সাতক্ষীরাসহ বৃহত্তর খুলনা জেলার আমীর ছিলেন মাওলানা মীম ফজলুর রহমান। বৃহত্তর যশোর অর্থাৎ ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইলসহ বৃহত্তর যশোর জেলার আমীর ছিলেন মাষ্টার আব্দুল ওয়াহেদ। বৃহত্তর ফরিদপুর ও কুষ্টিয়ার আমীর ছিলেন মরহুম মাওলানা আব্দুল আলী। সাবেক এম, এন, এ, জনাব শামসুর রহমান ছিলেন খুলনা বিভাগের জেনারেল সেক্রেটারী। ঐসময় পূর্ব পাকিস্তানে মোট বিভাগ ছিল চারটি। আর জেলার সংখ্যা ছিল মোট ১৯টি।

১৯৫৮ সনের ৮ই অক্টোবর আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক শাসন জারির আগ পর্যন্ত আমি ঐ দায়িত্ব পালন করতে থাকি। সামরিক শাসনের মাধ্যমে যেহেতু সমস্ত রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকান্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তাই আমি খুলনা আলীয়া মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অধ্যক্ষ হিসাবে খুলনা আলীয়া মাদ্রাসায় যোগদান করি।

জাতীয় পরিষদে নির্বাচনে অংশ গ্রহন

আইয়ুব খান সাহেব সামরিক শাসন বহাল রেখে তার প্রণীত শাসণতন্ত্র অনুসারে ১৯৬২ সনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন দেন। ভোটার ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বররা। আইয়ুব খান সাহেব এর নাম দিয়েছিলেন বি.ডি অর্থাৎ ব্যাসিক ডেমোক্রাসী। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদেকে তখন ১৫০ আসনে বিভক্ত করা হয়েছিল। ৭৫টি আসন পূর্ব পাকিস্তানের আর ৭৫টি পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে আসে। আমাকে জামায়াতে ইসলামী খুলনা ও বরিশালের একটি জয়েন্ট সিট হতে

www.pathagar.com

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বলে। কেননা এই নির্বাচনী এলাকাভুক্ত শরনখোলা থানায় আমার গ্রামের বাড়ী ছিল। ফলে আমি আলীয়া মাদ্রাসার চাকুরী হতে ইস্তেফা দিয়ে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করি। আমার নির্বাচনী এলাকা ছিল ৭টি থানার সমন্বয়। সাড়ে তিনটি খুলনা জেলায় আর সাড়ে তিনটি বরিশাল জেলায়। মাঝখানে সাড়ে তিন মাইল চওড়া বলেশ্বর নদী। আমি এই এলাকায় ব্যাপক সাংগঠনিক কাজ করে জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন কায়েম করেছিলাম। ফলে আমি বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়ে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হই। আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দু'জন। একজন ছিলেন খুলনা জেলার অধিবাসী অধ্যাপক আব্দুর রহমান, (আওয়ামী লীগ) আর একজন ছিলেন বরিশাল জেলার অধিবাসী মোখতার আব্দুল গফুর। আব্দুল গফুর সাহেবের ধারণা ছিল যে, খুলনা হতে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতেছে, আর সে একা বরিশাল জেলা হতে প্রতিদ্বন্দী, ভোটার প্রায় সমান সমান। সুতরাং তিনি এককভাবে শুধু বরিশালের ভোট পেয়ে বিজয়ী হবেন। কিন্তু তার এ ধারনাকে ভুল প্রমাণ করে বরিশাল জেলার ভোটাররা আমাকে ব্যাপকভাবে সমর্থন দান করেন। আর খুলনা জেলার ভোট প্রায় এককভাবেই আমি পেয়েছিলাম।

জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন রাওলপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরিষদের বৈঠক যোগ দিয়ে জানতে পারলাম যে, আমিই জাতীয় পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। আমার বয়স তখন পয়ত্রিশ বছর। জামায়াতে ইসলামী থেকে তখন আমরা ঐ পরিষদে চারজন নির্বাচিত হয়েছিলাম। (১) মরহুম আব্বাস আলী খান (২) জনাব শামসুর রহমান (৩) মরহুম ব্যারিস্টার আখতারুদ্দিন এবং (৪) আমি। নেজামে ইসলাম হতে নির্বাচিত হয়েছিলেন চারজন ও জমিয়তে ওলামা হতে দুজন। আমাদের নেতাদের পরামর্শে ও আগ্রহে এই দশ জনে পার্লামেন্টে দশ সদস্য বিশিষ্ঠ পার্লামেন্টারী গ্রুপ গঠন করি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে পার্লামেন্টে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। আল হামদুল্লিাহ্ পার্লামেন্টের এই পূর্ণ টার্মে আমরা উত্তমভাবে এ দায়িত্ব পালন করেছি।

আমার ব্যাপক পশ্চিম পাকিস্তান সফর

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র বিস্তারিত ছিল। তাই জাতীয় পরিষদের বৈঠকের বিরতির দিনে আমরা জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াতে রাওলপিন্ডির বাহিরে প্রোগ্রামে যেতাম।

www.pathagar.com

১৯৬৫ সন পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের সদস্য থাকাকালিন এবং পরবর্তী পর্যায় পি.ডি.এম (পকিস্তান ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট) এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হওয়ায় আমি ব্যাপকভাবে জামায়াত ও পি,ডি,এম এর প্রোগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র সফর করেছি। পি,ডি,এম যেহেতু সম্মিলিত বিরোধী দলের একটি মোর্চ্চা ছিল, তাই বিভিন্ন পার্টির নেতৃবৃন্দ মিলে আমরা একত্রেও সফর করেছি। একবার আমাদের সফর টিমে নেজামে ইসলামে নেতা সাবেক প্রধান মন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, আওয়ামী লীগ নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা এডভোকেট শফিকুর রহমান প্রমুখ ছিলেন। এসব সফরে আমরা জনসভা, বুদ্ধিজীবী সম্মেলন ও প্রেস কনফারেন্সে বক্তব্য রেখেছি। দেশ বিভাগের আগ পর্যন্ত এভাবেই আমি ব্যাপকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান সফর করেছি।

প্রবল গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খানের পদত্যাগ ও ইয়াহইয়া খানের ক্ষমতা গ্রহন

১৯৭০ সনে প্রবল গণ আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান সেনাবাহিনী প্রধান ইয়াহইয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেন। ইয়াহইয়া খান ক্ষমতায় এসে এক পশ্চিম পাকিস্তানের জায়গায় সাবেক প্রাদেশিক কাঠামো বহাল করেন। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান চারটি প্রদেশে বিভক্ত হয়ে যায়। তিনি বিরোধী দল ও জনগণের দাবীর প্রেক্ষিতে বি, ডি, সিস্টেম বাতিল করে জনগণের ভোটাধিকার বহাল করেন। অত:পর ১৯৭০ সনের নির্বাচনে আঞ্চলিক পার্টি হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভূট্টোর পিপলস পার্টি সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের প্রায় সব ছিট আওয়ামী লীগ দখল করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কেন্দ্রে সরকার গঠনের পজিশন হাসিল করে। কিন্তু কেন্দ্রে পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক সামরিক সরকার ক্ষমতায় থাকায় সম্পূর্ণ অবৈধভাবে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা না দিয়ে ষড়যন্ত্রের পথ বাছাই করে নেয়। ফলে যে দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাতে সশস্ত্র সংঘাতের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশ স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ হিসাবে অস্তিত্ব লাভ করে।

পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিভঙ্গি

জামায়াতে ইসলামী এক দিকে যেমন ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করেছে, তেমনি ডিকটেটরী শাসন ও স্বৈরাচারী শাসনের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী পার্টিসমূহের সাথে মিলিতভাবে আন্দোলন করেছে। এর বিভিন্ন পর্যায় পি, ডি, এম, (পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট) ডাক (ডেমোক্রাটিক একশন কমিটি) ইত্যাদি জোট, বিরোধী দল সমুহের সমন্বয় গঠিত হয়েছে। এ সব জোটে জামায়াতে ইসলামী সামিল থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার বিরুদ্ধেও জামায়াতে ইসলামী পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে সমান সোচ্চার ছিল। তবে এ কথা স্বীকার করতে আমাদের কোন দ্বিধা নাই যে, মুসলিম জাহানের সর্ববৃহৎ দেশ পাকিস্তানকে অখন্ড রেখে অধিকার আদায়ের আমরা পক্ষপাতি ছিলাম। জামায়াত সহ সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রচেষ্টায় আমরা বাষট্টির পার্লামেন্টে প্যারিটি বিল পাশ করিয়ে চাকুরীবাকুরীসহ আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়াদিতে পূর্ব পাকিস্তানের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছিলাম। বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে আমরা মুসলমানদের সর্ব বৃহৎ দেশটাকে অখন্ড রেখে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায়ের পক্ষপাতি ছিলাম। আর আওয়ামী লীগ সহ কতিপয় পার্টি বিভক্তির মাধ্যমে অধিকার আদায়ের পক্ষপাতি ছিল। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আমাদের সকলেরই লক্ষ্য এক ও অভিন্ন ছিল। তাছাড়া বিভক্তির ব্যাপারে ভারতের অত্যাধিক উৎসাহ এবং ৪৭ এর স্বাধীনতার পরপরই শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতের মুসলিম শাসিত দেশ হায়দারাবাদ ও জুনাগড় দখল করে নেয়া এবং শক্তি বলে মুসলিম কাশ্মীরকে পদানত করার ঘটনা সমূহ আমাদের এই সন্দেহকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। তবে বাস্তবে দেশ যখন বিভক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল, তখন জামায়াতে ইসলামী স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তাবতাকে মনে প্রাণে মেনে নিয়ে এ দেশ ও জনগণের কল্যাণের ব্রত নিয়ে দিবা-রাত্রি কাজ করে যাচ্ছে।

আমার গ্রেফতারী ও কারাবাস

দেশ বিভাগের পরপর স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহনের পর যে সব পার্টি অখন্ড দেশের পক্ষপাতি ছিল তাদের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে দেয় এবং তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আমাকেও গ্রেপ্তার করে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠান হয়। পরবর্তী পর্যায় আন্ত

www.pathagar.com

র্জাতিক মহলের চাপে ১৯৭৩ সনের ডিসেম্বর মাসে পূর্ণ দু'বছর জেল খাটার পরে আমাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। আমি একাধারে দু'বছর জেলে থাকাকালীন আমার সন্তানদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে আমার আপন ছোট ভাই ও আমার শরীকানা ব্যবসার অংশীদার রুহুল আমিন। রুহুল আমিন এখন খুলনা শহরের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী।

জেলখানায় দু'বছর

জেলখানায় আমরা রাজবন্দী হিসাবে আইনতঃ প্রথম শ্রেনীর কয়েদী ছিলাম। ফলে আমাদের কিছু অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা ছিল। জেলখানার নূতন দালানের ডিভিশন প্রাপ্ত কয়েদীরা আমরা একত্রে জামায়াতে নামাজ আদায় করতাম এবং আমি দৈনিক নামাজ বাদ এক দিন কোরআনের দারস্ ও একদিন হাদীসের দারস্ দিতাম। এই দু'বছরে কেন্দ্রীয় কারাগারের লাইব্রেরী হতে আমি ছোট বড় দুই শতখানা বই পাঠ করেছি। আর এই জেলখানায় আমার দুখানা বই "মহাগ্রন্থ আল কোরআন কি ও কেন? এবং "হাদীসের আলোকে মানব জীবন" লেখা সমাপ্ত করি। হাদীসের আলোকে মানব জীবনের বাকী তিন খন্ড আমি জেল থেকে বের হওয়ার পরে লিখেছি।

আমার কারা জীবনের একটা ঘটনা লেখার লোভ আমি সংবরণ করতে পারছিনা। আমাদেরকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নেয়ার পরে আমার ক্যাবিনেট কলিকসহ চারজনকে একটি চার কক্ষ বিশিষ্ট জেলে আবদ্ধ করে রাখে। দিনে কক্ষের রুম খুলে দিলে কক্ষের বারান্দায় আমরা চারজন একত্রেই খানা-পিনা খেতাম ও আলাপ আলোচনা করতাম। তখন সকলেরই ভিতরে চরম হতাশা ও পেরেশানী ছিল। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই কারা রক্ষীরা আমাদেরকে স্ব-স্ব রুমে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দিত। আমার বন্ধু ও ক্যাবিনেট কলিক মুহতারাম আব্বাস আলী খান আমার পার্শ্বের রুমেই ছিলেন। তিনিও বেশ হতাশ ও পেরেশান ছিলেন। বিশেষ করে নূতন সৃষ্ট বাংলাদেশে আর বোধ হয় ইসলামের নাম নেয়া যাবেনা বলে তিনি আমার কাছে বার বার বলছিলেন। আমিও বেশ বিচলিত ও পেরেশান ছিলাম। এ সময় রাত্রে জেলখানায় দেখা একটি খাব আমার হতাশা দূর করতে বেশ সাহায্য করেছে। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, খাব বা স্বপ্ন শরীয়তের কোন দলিল নয়। তাই কোন স্বপ্ন দ্রষ্টাকে যদি শরীয়তের বিরুদ্ধে কোন কাজ করার

www.pathagar.com

নির্দ্দেশ স্বপ্নে দেয়া হয় তাহলে সে নির্দ্দেশ মানা যাবেনা। তবে উত্তম খাব নবুয়তের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলে আল্লাহর রসূল বলেছেন।

জেলখানায় একরাতে চিন্তা-ভাবনা করতে করতে আমি ঘুমিয়ে গিয়েছি। হঠাৎ আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি লাহোরে মাওলানা মওদুদীর (র.) বাড়ীতে। তিনি আমাদেরকে নিয়ে তার লাহোর শহরের বাড়ীতে আছরের নামাজ আদায় করে বৈকালিক বৈঠকে নিত্য দিনের মত বসেছেন। মাওলানা মওদূদী সাহেব চেয়ারে পশ্চিমমূখী হয়ে বসা ছিলেন। আর সকলে চেয়ারে মওদূদী সাহেবের দিকে মুখ করে বসেছেন। আমি বসার চেয়ার না পেয়ে মাওলানার দিকে পূর্বমুখী হয়ে দাড়িয়ে আছি। হঠাৎ আমি দেখতে পাই পূর্ব দিকের গেট হতে ছোরা হাতে একটা লোক মাওলানা মওদুদী সাহেবের দিকে সাবধানে অগ্রসর হচ্ছে। উদ্দেশ্য তাকে হত্যা করা। যেহেতু অন্যেরা সবাই মওদূদী সাহেবের দিক মুখ করে নীচু হয়ে কথা শুনছিলেন। তাই তারা এ দৃশ্য দেখতে ছিলনা। দাড়ান থাকার কারনে আমিই এই দৃশ্য দেখছিলাম। আমি মাওলানার জীবনের জন্য খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার পার্শ্বে জালানী কাঠের স্তুপ। লোকটি মাওলানা মওদূদীর কাছে পৌছতেই তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার আগেই আমি জালানি কাঠ নিয়ে জাম্প করে গিয়ে তাকে আঘাত দিয়ে ধরাশায়ী করে ফেলি। এই স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেংগে যায়। সকাল বেলা যখন সেলের তালা খুলে দেয়া হল, তখন আমি খুবই আশ্বস্থি সহকারে আব্বাস আলী খানকে খাবের বিবরণ শুনিয়ে বলি, আমি ইংগিত পেয়েছি বাংলাদেশে ইসলামের কাজ আবার চলবে এবং ইসলামের শত্রুরা পরাভূত হবে।

আমার প্রথম হজ্জ্ব সফর

জেলখানা হতে মুক্তি পাওয়ার দু'বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৫ সনে আমি প্রথমবারের মত হজ্জ্ব সফরে যাই। আমার হজ্জ্ব সফরের কথা শুনে খুলনার প্রায় আরও ত্রিশজনের মত হজ্জ্ব গমনেচ্ছু আমার সাথে একত্রে হজ্জ্ব করার জন্য কাফেলাভুক্ত হন। আল্লাহর মেহেরবানীতে কাফেলাভুক্ত হজ্জ্ব গমনেচ্ছুকরা আমরা একই বিমানে জেদ্দা অবতরণ করে রাত্রের প্রথম দিকে মক্কা শরীফ গিয়ে পৌছি।

অধ্যাপক গোলাম আযম তখন বাংলাদেশের নাগরিকত্বহীন অবস্থায় দেশের বাইরে বসবাস করছিলেন। যথা সম্ভব তখন তিনি লন্ডন হতে

www.pathagar.com

হজ্জ উপলক্ষে মক্কা শরীফ আসেন। আমাদের মক্কার বন্ধুরা আমাদের জন্য একটা বাড়ী ভাড়া করে রেখেছিলেন। যাতে হজ্জকালীন সময় একত্রে বসবাস করতে পারি। আমি, অধ্যাপক গোলাম আযম, আব্বাস আলী খান, সাবেক ছাত্র নেতা আবু নাসের, দুবাই থেকে আগত নূরুজ্জামান সাহেবসহ আরও কয়েকজন আমরা এই বাড়ীতে উঠি। হজ্জ সমাপ্তির পর দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত আমরা এই বাড়ীতেই ছিলাম। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রী সভায় আমাদের কলিক এবং আমার বিশেষ বন্ধু ব্যারিস্টার আখতারুদ্দিন সাহেব তখন সৌদী এয়ার লাইনের লিগাল এডভাইজার হিসাবে এয়ার লাইনের জেদ্দা অফিসে কর্ম্মরত ছিলেন। তিনিও তার ফ্যামিলিসহ আমাদের সাথে হজ্জ করার জন্য মিনার ক্যাম্পে এসে আমাদের তাবুতে স্থান নেন। আমরা ৯ই জিলহজ্জ আরাফাত ও রাত্রে মুজদালিফায় অবস্থানের পরে আবার ১০ই জিলহজ্জ মিনায় ফিরে আসি এবং যথারীতি কোরবানী করে মাথা কামিয়ে গোসল সেরে কেবল অধিকাংশ লোক তাবুতে ফিরে এসেছে, এর মধ্যে দেখি আমাদের পার্শ্ববর্তী তাবুতে আগুন লেগে আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমি কেবল তখন গোসল সেরে তাবুতে ফিরছি। দেখি আমাদের তাবুর সবাই তাবু ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমিও কাল-বিলম্ব না করে হাতের কাছে আমার যে সামান-পত্র পেয়েছি তাই নিয়ে জলদি তাবু ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে উঠলাম। আগুন দাউ দাউ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। আর তাবুর পরে তাবু জলতেছিল। ইতিমধ্যে মক্কা ও জেদ্দা হতে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী এসে আগুন নিভানোর চেষ্টায় ব্রতী হল। পার্শ্ববর্তী তাবুর খুটি সরিয়ে দড়ি কেটে তাবু মাটিতে ফেলে দেয়া হল। অত:পর কয়েক ঘন্টার চেষ্টার পরে আগুন নেভানো সম্ভব হল। আমার সাথে তোহা বিন হাবিব ছাড়া আর কেউ ছিলনা। আগুন যখন পুরাপুরি নিভানো হল তখন রাত হয়ে গিয়েছে। শীতের রাত্র, আমরা খুজা-খুজি করে আমাদের ক্যাম্পের জায়গায় ফিরে আসলাম। আমরা দুপুরের খাবার খেতে পেরেছিলাম না। ফলে ক্ষুধায় খুব কাতর হয়ে পড়েছিলাম। অধিক রাত পর্যন্ত খুজাখুজি করে সবাইকে আবার একত্র করলাম। আল্লাহর রহমতে আমাদের সাথী হাজীদের কিছু ছামান-পত্র পোড়া গেলেও সবাই জানে বেচে ছিলেন। আমরা সাথী হাজীদের ফেরত পেয়ে আল্লাহর শুকরীয়া আদায় করলাম। পোড়া তাবুর হাজীদেরকে সৌদী সরকারের পক্ষ থেকে রাত্রের খানা ও কম্বল সরবরাহ করা হয়েছিল। কেননা তখন প্রচন্ড শীত

www.pathagar.com

ছিল। যে সব হাজীদের তাবু পুড়ে গিয়েছিল সৌদী সরকারের পক্ষ হতে পরে তাদেরকে এক হাজার রিয়াল করে ক্ষতি পুরণ দেয়া হয়েছিল। তাবুর মালিক মোয়াল্লেমদেরকে দেয়া হয়েছিল ক্ষতিপূরণ বাবদ মোটা অংকের টাকা। ফলে পোড়া যাওয়া তাবুর মোয়াল্লেমরা প্রচুর টাকা পেয়ে খুব খুশী হয়েছিল। আর পুড়ে যাওয়া তাবুর হাজীরাও এক হাজার করে রিয়াল পেয়ে খুশী ছিল। আমাদের তাবুর সবাই আমরা এক হাজার রিয়াল করে ক্ষতি পূরণ পেয়েছিলাম।

এ সফরে আমরা বাদশাহ্ ফাহদের বাড়ীতে বাদশার সাক্ষাত ও তার দেয়া খানার অনুষ্ঠানে যোগ দেই। এ ছাড়া সেখ বিন বাজের সভাপতিত্বে রাবেতার এক আলোচানা সভা ও রাবেতার দেয়া খানার অনুষ্ঠানেও যোগদান করি। এই প্রথম সফরেই সেখ বিন বাজের সাথে কয়েকবার দেখা-সাক্ষাত ও তার সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল। তিনি ছিলেন সৌদী সরকারের রাজকীয় প্রধান মুফতী। অত:পর মক্কা, রিয়াদ ও তায়েফে যতবারই তার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে-তিনি আমাকে তার বাড়ীতে খানা না খাওয়ায়ে ছাড়েননি। তিনি একজন যুগ স্রেষ্ট খ্যাতনামা আলেমেদ্বীন যেমন ছিলেন, তেমনি তিনি ছিলেন বিশাল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি সারা বিশ্বের মুসলমানদের সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। আল্লাহ তাঁর কবরকে নূর দ্বারা আলোকিত করুক, আর জান্নাতুল ফিরদাউসে তার স্থায়ী ঠিকানা করুক। আমিন।

এরপর আমি আল্লাহর মেহেরবাণীতে বহুবার হজ্জ্ব করেছি। কখনও রাবেতাতুল আলমে ইসলামীর মেহমান হিসাবে, কখনও সৌদী হজ্জ্ব মিনিষ্টারীর মেহমান হিসাবে, কখনও জামায়াতে ইসলামীর ইজতেমায়ী হজ্জ্বের আমিরুলহজ্জ্ব হিসাবে। আমার হজ্জ্ব সফরের বিস্তারিত বিবরণ আমার লিখিত বই "দেশ হতে দেশান্তরের" মধ্যে বিশদভাবে এসেছে। আগ্রহী পাঠক ঐ বইখানা পড়ে দেখতে পারেন।

হযরত মাওলানা শামসূল হক ফরিদপুরীর (রঃ) সাথে তার গ্রামের বাড়ীতে আমার ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার

হযরত মাওলানা শামসূল হক ছাহেব ছিলেন এ দেশের একজন খ্যাতনামা অনন্য চরিত্রের অধিকারী আলেমে দ্বীন। তিনি ওলামায়ে দেওবন্দের হালকায় শামিল থাকা সত্বেও সকল ধরনের ওলামা ও

www.pathagar.com

ইসলাম পন্থীদের মহব্বত ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এর মূলে ছিল তাঁর উদার মনোভাব। তিনি অত্যান্ত বিশাল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন এবং সকল প্রকার গোড়ামী ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খুবই মহব্বত করতেন। আমার জাতীয় পরিষদ সদস্য থাকাকালীন সময় (১৯৬২-১৯৬৫) ইসলামের পক্ষে জাতীয় পরিষদে আমার ভূমিকায় তিনি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং আমার জন্য দোয়া করতেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ। ইলমী আলোচনার মাধ্যমে চিন্তার ঐক্য ও ভুল বুঝাবুঝির অবসান কল্পে তিনি একাধিকবার তাঁর উপস্থিতিতে জামায়াতের নেতৃস্থানীয় আলেমদের সাথে দেওবন্দী হালকার আলেমদের আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ধরনের একটা বৈঠকের ব্যবস্থা তাঁর ইনতেকালের কয়েক মাস আগে তাঁর গওহারডাঙ্গাস্থ বাড়ীতে করেছিলেন।

হযরত মাওলানা (রঃ) তখন তাঁর গ্রামের বাড়ীতে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর একজন ভক্ত মুরীদ খুলনা শহরের অধিবাসী মাওলানা হাজী আহমদ আলীর দ্বারা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য দুবার করে খবর দেয়ায় আমি বর্তমান ইত্তেহাদুল উম্মার মজলিসে সাদারতের সদস্য জনাব মাওলানা ফজলুর রহমানকে সাথে নিয়ে লঞ্চযোগে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে খুলনা হতে গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসায় পৌঁছি।

গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব চা-নাস্তার পরে আমাদের সহ ফরিদপুরী সাহেবের বাড়ীতে আসেন। আমরা যখন হযরত মাওলানা শামসুল হক (রঃ) সাহেবের বাড়ীতে সাক্ষাৎ করি তখন ছিল ১৯৬৮ সনের এপ্রিল মাস, এরপর আর তিনি ঢাকায় ফিরে আসেননি। এভাবেই রোগগ্রস্তাবস্থায় ১৯৬৯ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী তাঁর গ্রামের বাড়ীতে তিনি ইনতেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউ'ন) আমার সাথে সাক্ষাতের দশ মাস পর।

আমরা বাড়ীতে পৌঁছার পরে তিনি কিতাবসহ মাদ্রাসা হতে কয়েকজন আলেমকে ডাকেন। অতঃপর উপস্থিত আলেমগণ হযরত মাওলানার নির্দেশে আমার সাথে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) প্রণীত খেলাফত ও মুলুকিয়াত পুস্তক হতে হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাঃ) সম্পর্কীয় কয়েকটি উক্তি পাঠ করে তারিখে ইবনে কাছিরের হাওয়ালা (রেফারেন্স) দিয়ে মাওলানা মওদূদীর উক্তিকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করেন। প্রকাশ থাকে যে, ঐ বৈঠকে যে দুটি বিষয় খেলাফত ও মুলুকিয়াতে লিখিত মাওলানা মওদূদীর উক্তিকে ভুল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল আমি তারিখে ইবনে কাছিরের মাধ্যমেই তার জওয়াব দিয়ে দেই। কেননা তারিখে ইবনে কাছিরেই মাওলানা মওদূদীর বক্তব্যের পক্ষে মজবুত দলিল ছিল।

(দেখুন "খেলাফত ওয়া মুলুকিয়াত পর এ'তারাযাত কা ই'লমি যায়েজাহ")

আলোচনার এক পর্যায়ে আমি উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের সামনে হযরত মাওলানা শামসুল হক (রঃ) সাহেবকে এ কথা বলেছিলাম যে আমি কামিল ক্লাশে হাদীস অধ্যয়নকালে ইসলামের ইতিহাস সবটাই পড়ার মোটামুটি চেষ্টা করেছি। দিল্লীর 'নদওয়াতুল মুছান্নেফীন' কর্তৃক প্রকাশিত "তারিখে মিল্লাতের" ছয়টি খন্ডই আমার কাছে আছে। এর ১ম দিকের কয়েকটি খন্ড (বনু উমাইয়াদের ইতিহাসসহ) লিখেছেন হযরত মাওলানা কাজী জয়নাল আবেদীন দেওবন্দী। আমার একথা বলার সাথে সাথেই হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব মাওলানা জয়নাল আবেদীন সাহেবের ভুয়সী প্রশংসা করেন ও বললেন, আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয় জানার জন্য দেওবন্দে তাঁর কাছে যেতাম। তিনি খুব বড় আলেম ও মোহাক্কেক ছিলেন। হযরত ফরিদপুরীর কথা শেষ হতেই আমি বললাম, ইসলামের ইতিহাসে হযরত আলী (রাঃ) ও আমিরে মুয়াবীয়া (রাঃ) এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ ও ঘটনা সমূহ পড়ার পরে উভয় মহান ব্যক্তিদ্বয়ের ব্যাপারে আমার মনে একটা ধারণা জন্মেছে এবং উভয়ের জন্য মনের মনি কোঠায় আলাদা আলাদা মর্যাদা নিরূপন হয়েছে। "খেলাফত ও মুলুকিয়াত" বইখানা পাঠ করার পরে ঐ ধারণার কোন পরিবর্তন হয়নি। কেননা ইসলামের ইতিহাস যারা লিখেছেন (আরব ঐতিহাসিক হোক কিংবা অনারব, কাজী জয়নাল আবেদীন দেওবন্দীসহ) তাদের থেকে ভিন্ন কোন কথা মাওলানা মওদূদী লিখেননি। এ কথা বলেই আমি আমার ব্যাগ হতে কাজী জয়নাল আবেদীন প্রণীত "তারিখে মিল্লাত বইখানা বের করে উহা হতে হযরত আমীর মুয়াবীয়ার (রাঃ) প্রসঙ্গে লিখিত বিভিন্ন বিষয় তাঁর (কাজী জয়নাল আবেদীনের) কয়েকটি উক্তি পাঠ করে শুনালাম, যার ভাষা ছিল মাওলানা মওদূদীর ভাষা হতে কড়া ও মন্তব্য ছিল খেলাফত মুলুকীয়াতের মন্তব্য হতে কঠোর।[১]

১. হযরত মাওলানা কাজী জয়নাল আবেদীন প্রণীত তারিখে মিল্লাত কিতাবখানা চকবাজারের লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

এরপর আমি উপস্থিত ওলামায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললাম, হযরত আমিরে মুয়াবিয়ার (রাঃ) ব্যাপারে এত কড়া কথা লেখার পরেও কেন মাওলানা কাজী জয়নাল আবেদীন দেওবন্দী ও তাঁর মত অন্যান্য ইসলামী ইতিহাস লেখকদের বিরুদ্ধে কোন ফতওয়া দেয়া হচ্ছে না? অথচ তাঁদের চেয়ে নমনীয় ও মার্জিত কথা লিখেও মাওলানা মওদূদী (রঃ) ফতওয়ার শিকার হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। আমার মতে যেহেতু মাওলানা মওদূদী ইসলামী আন্দোলন করছেন সে জন্যই তাঁর লেখা চালনী দ্বারা ছাকা হচ্ছে এবং ত্রুটি বের করার বা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। হযরত মাওলানা কাজী জয়নাল আবেদীনও যদি ইসলামী আন্দোলন করতেন তা হলে তাঁর লেখাও চালনী দ্বারা ছেকে ত্রুটি বের করার বা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হত।[২]

অতঃপর আলোচনা বৈঠকে ছাহাবায়ে কেরামের "মে'ইয়ার হক্ক" অর্থাৎ সত্যের মাপকাঠি হওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে আমি ব্যাগ হতে আমার লেখা বই জামায়াতে ইসলামীর বিরোধীতার অন্তরালে বের করে উহা হতে ছাহাবায়ে কেরামের "মে'ইয়ার হক্ক" সত্যের মাপকাঠি হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গে চার মাজহাবের ইমাম সহ কতিপয় প্রসিদ্ধ ইমাম ও মোজাদ্দেদীনের উক্তি দলিল সহ পেশ করে শুনিয়ে দেই।

সে বৈঠকে যে সব আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব (রঃ) ও শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবকে চিনতাম। অন্য যারা ছিলেন নিঃসন্দেহে তারা গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মত একটি বড় মাদ্রাসার সকলেই ওস্তাদ ছিলেন। এ সব ওলামায়ে কেরাম আমার কথা সেদিন মনের সাথে মেনে নিয়েছিলেন কিনা জানিনা, তবে আমার কথার ও যুক্তি প্রমাণের কোন প্রতিবাদও তারা করেননি।

এরপর আমি বললাম, আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস পয়গম্বরগণ ছাড়া আর সকল মানুষের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে যত বড় আলেম বা পীরই হোক না কেন।

---

২. হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব (রঃ) যেহেতু ইলমী আলোচনার জন্য মাঝে মধ্যে আমাদেরকে ডাকতেন। তাই খুলনায় আমাদের হাজী আহমদ আলী সাহেবের মাধ্যমে খবর দেয়ায় আমি ধারণা করেছিলাম যে, হয়ত তিনি আমাকে আগের মতই কোন ইলমী আলোচনার জন্য ডেকেছেন। এই কথা ভেবে আমি ছোট আকারের কয়েকখানা কিতাব আমার ব্যাগে নিয়েছিলাম। তারিখে মিল্লাত কিতাবখানাও ঐ কিতাব সমূহের মধ্যে ছিল। বড় কিতাব এ জন্য নেইনি যে বড় কিতাব ওখানকার মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে ছিল। যে কিতাব ওখানে ছিলনা সে কিতাবই আমি সাথে নিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

সুতরাং মাওলানা মওদূদী ছাহেবের 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইখানা আরও ভাল করে পড়ুন এবং যদি আপনাদের দৃষ্টিতে কোথাও ভুল পরিলক্ষিত হয় তা হলে দলিলসহ মাওলানা মওদূদী সাহেবকে লিখুন। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার বৈঠকে যোগদানের জন্য লাহোর যাচ্ছি। আমি সেখানে বেশ কয়েকদিন থাকব। আপনাদের লেখা চিঠি বা প্রশ্ন ওখানে খোঁজ করে বের করব এবং মাওলানা মওদূদী সাহেবের নিকট হতে জওয়াব লিখে নিয়ে আসব। এরপর আমি লাহোরে যাই এবং সেখানে আমি বেশ কিছুদিন অবস্থান করি। কিন্তু অনেক খোঁজাখুজি করে তাঁদের কোন চিঠিপত্র সেখানে পাইনি। এর ফলে আমি ধারনা করে নিয়েছিলাম যে আমার আলোচনার পর তাঁরা আর কোন প্রশ্ন করা দরকার মনে করেননি।

প্রকাশ থকে যে, আমার সাথে ঐ ইলমি আলোচনার মাত্র ১০ মাস পর হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব ১৯৬৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন।(ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। [১]

আমার তৃতীয়বার হজ্জ্ব সফর

১৯৮৯ইং সালে হজ্জ্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে ১২ জুলাই বুধবার। এ দিনটি ছিল সৌদি আরবে ৯ জিলহজ্জ্ব আরাফায় অবস্থানের দিন। জুলাই মাসের তিন তারিখ সৌদি দূতাবাসের টেলিফোন পাই যে, আমাকে রাবেতাতুল আলমে ইসলামী এবারে হজ্জ্বে তাদের মেহমান করেছে এবং ভিসা পাঠিয়েছে। সুতরাং এখনই যেন আমি দূতাবাস থেকে ভিসা সংগ্রহ করে প্রস্তুতি নিয়ে পরের দিনই অর্থাৎ ৪ জুলাই পবিত্র হজ্জ্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিমানে মক্কা শরীফের পথে জিদ্দা রওয়ানা হই। আমার সাথে আরও ছয়জন সঙ্গী ছিলেন। জিদ্দার বিমান বন্দরের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি শেষ করে বাইরে এসে দেখি স্নেহেবর শহীদুল ইসলাম রাবেতার পত্রসহ আমাদেরকে নেয়ার জন্য গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছে। আমরা ঢাকা থেকে বাংলাদেশ সময় ৭টায় বিমানে রওয়ানা হই।

১. দেওবন্দসহ উপমহাদেশে যত দরসে নেজামী মাদ্রাসা আছে উহাতে ইসলামের ইতিহাস পড়ান হয়না। কেননা তাহাদের নেছাবে তারিখ শামিল নাই। তবে কোন কোন মাদ্রাসায় শুধু রসূলের জীবনীটুকুই পড়ান হয়। এমতাবস্থায় তারিখে ইসলাম (খেলাফায়ে রাশেদীন, বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাস) সম্পর্কে অনবিহিত ঐসব আলেমদের কাছে যখন তাদের বুজুর্গদের অভিযোগসহ হযরত আলী, হযরত হাছান (রাঃ) ও হযরত আমিরে মুয়াবীয়া ও ইয়াজিদ সম্পর্কীয় মাওলানা মওদূদীর লিখনী পেশ করা হয়; তখন তারা কোনরূপ তাহকীক ছাড়াই তাদের বড়দের মত সমর্থন করে থাকেন। অথচ মাওলানা মওদূদী (রঃ) ইসলামের বিজ্ঞ পুরাতন ঐতিহাসিকগণ হতে আলাদা কোন তথ্য বা মন্তব্য পেশ করেননি।

www.pathagar.com

একটানা প্রায় ৭ ঘন্টা উড়ার পর বিমান সৌদি সময় প্রায় ১টায় জিদ্দা অবতরণ করে। এয়ারপোর্টের আনুষ্ঠানিকতায় বেশ সময় নেয়। অতঃপর আমরা যখন মক্কা শরীফে পৌঁছি তখন মাগরিব হতে কিছু বাকি। আমরা আসরের নামায জিদ্দার পথে আদায় করে নিয়েছিলাম। যেহেতু আমরা সকলেই ক্লান্ত ছিলাম, তাই রাতে উমরা সমাপ্ত করা সম্ভব হয় নাই। ভোরে নাস্তা সেরে তওয়াফ ও ছাঈ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘরে হাজির হই। তওয়াফ ও ছাঈসহ উমরার অনুষ্ঠানাদি সেরে ঐ রাত শহীদুল ইসলামের বাসায় কাটাই। পরের দিন সকালে মিনায় রাবেতার গেস্ট হাউজে গিয়ে অভ্যর্থনা কক্ষে রিপোর্ট করি। অভ্যর্থনা কক্ষ হতে আমাকে থাকার জন্য রুম বরাদ্ধ করে চাবি, ব্যাজ ও খাবার টিকিট দিয়ে দেয়।

মিনায় মসজিদে খায়েফের সংলগ্ন একটি ৪ তলা বিশিষ্ট বিরাট দালানে রাবেতার মেহমানখানা অবস্থিত। এখানে নামায ও সম্মেলনের জন্য একটি বিরাট কক্ষ আছে। আমি পাঁচ বছর আগে আরও একবার সৌদি সরকারের মেহমান হয়ে হজ্জ্ব পালন উপলক্ষে এই মেহমানখানায় অবস্থান করেছিলাম। রাবেতার মেহমান হিসেবে ৭০টি দেশের প্রায় হাজার খানেক প্রতিনিধি এখানে হজ্জ্ব পালনের জন্য এসে সমবেত হয়েছিল। জিলহজ্জ্ব মাসের ৩ তারিখে আমি মেহমান খানায় প্রবেশ করি এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে মতামত বিনিময় ও পরিচয় ইত্যাদি করতে থাকি।

একটানা প্রায় ৭ ঘন্টা উড়ার পর বিমান সৌদি সময় প্রায় ১টায় জিদ্দা অবতরণ করে। হজ্জ্ব ইসলামের পঞ্চম রুকন। স্বচ্ছল মুসলমান তিনি দুনিয়ার যে অংশেই বাস করুন না কেন, জিন্দেগিতে একবার তার হজ্জ্ব আদায় করা ফরয। হজ্জ্ব আদায় উপলক্ষে দুনিয়ার বহু দেশ হতে কয়েক লাখ মুসলমান নারী-পুরুষ যখন মক্কায় সমবেত হয় তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন রংয়ের ও বিভিন্ন লেবাসের অগণিত, অজস্র লোকের সমাবেশ সত্যিই খুব আকর্ষণীয়। এসব লোকই আবার একই লেবাসে অর্থাৎ একখানা সাদা কাপড় পরিধান করে আর একখানা গায়ে জড়িয়ে লাব্বায়েক আল্লাহুম্ম লাব্বায়েক আওয়াজ তুলে যখন মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় হাজির হয় তখন যে দৃশ্যের অবতারণা হয় তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। কা'বা ঘরকে আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বের মুসলমানদের মিলন কেন্দ্র এবং হজ্জ্বকে মিলন অনুষ্ঠান করে যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে অসংখ্য কল্যাণ নিহিত আছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

www.pathagar.com

"যাতে করে প্রত্যক্ষ করতে পারে হজ্জ যাত্রীরা তাদের উদ্দেশ্যে নিহিত হজ্জের কল্যাণ সমূহ"। (আল কোরআন)

দুনিয়ার বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুসলমানদের পরস্পরের অবস্থা জানার ও উপলব্ধি করার এ এক মহা সুযোগ। রাবেতার মেহমান হওয়ার কারণে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় হজ্জ প্রতিনিধিদের সাথে দেখা-সাক্ষাত, আলোচনার মাধ্যমে আমি এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের পুরামাত্রায় চেষ্টা করেছি। এ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট লোকের সাথে আমার আলোচনার বিবরণ আমার লিখিত বই "দেশ হতে দেশান্তরের ভিতরে দেয়া হয়েছে। তবে এখানে বাদশাহ ফাহ্‌দের মিনার বাড়ীর অনুষ্ঠানে যোগদানের বিষয়টি কেবলমাত্র দেয়া হল।

১১ জিলহজ্জ বাদশাহ ফাহদের বাড়ির অনুষ্ঠানে যোগদান

১০ জিলহজ্জ বিকেলে রাবেতার একজন কর্মচারী এসে খবর দিল যে, আগামীকাল সকাল সাড়ে সাতটায় মহামান্য বাদশাহ ফাহাদের বাড়ীতে এক অনুষ্ঠান হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে যারা আমন্ত্রিত তাদের মধ্যে আপনিও আছেন। সুতরাং আপনি প্রস্তুত হয়ে সময়ের পূর্বেই অভ্যর্থনা কক্ষে হাজির হবেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম, হাজার-খানেক প্রতিনিধির মধ্য হতে মাত্র ৩৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে বাছাই করে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। আমরা সময়মত অভ্যর্থনা কক্ষে হাজির হলে পরে কয়েকখানা গাড়িতে করে আমাদেরকে বাদশার মিনায় অবস্থিত বিরাট বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকটি গেট পার হয়ে আমরা বাদশার বাড়ির বিরাট কনফারেন্স কক্ষে গিয়ে হাজির হই। রাবেতার আমন্ত্রিত মেহমান ছাড়াও হজ্জ মন্ত্রণালয় ও বাদশার মেহমানসহ আমরা মোট দু'শ মেহমান ওখানে উপস্থিত হই। আমন্ত্রিতদের মধ্যে কয়েকটি দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধান ও রাজপ্রতিনিধিরাও ছিলেন। আফগানিস্তানের মুজাহিদ সরকারের প্রধান সেবগাতুল্লাহ্ মোজাদ্দেদীও বাদশার পাশে রাষ্ট্র প্রধানদের সারিতে উপবিষ্ট ছিলেন। বাদশাহ ফাহাদ অনুষ্ঠানে এসে আসন গ্রহণ করার পর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল্লা নাসিফ, হজ্জ মন্ত্রী এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের মুফতি সাহেবান মেহমানদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। সব শেষে পবিত্র হারাম শরীফদ্বয়ের খাদিম মহামান্য বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট হজ্জ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ

www.pathagar.com

বক্তব্য রাখেন। এতে তিনি মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান সমস্যা যেমন ফিলিস্তিন সমস্যা, আফগানিস্তানের স্বাধীনতার জিহাদ, ইরান-ইরাক যুদ্ধ ইত্যাদির উপরে সৌদি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেন।

বাদশার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর তিনি এক এক করে সকল মেহমানের সাথে করমর্দন করেন এবং পরিচয় নেন। এখানের অনুষ্ঠান শেষ হলে আমাদেরকে বৃহদাকার খাওয়ার কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। খাওয়ার কক্ষে এক অদ্ভুত কান্ড। সারিবদ্ধ বিরাট টেবিলের মাঝখানে বৃহদাকার খাঞ্চার উপরে পোলাও রেখে তার উপরে একটি রোস্ট করা আস্ত দুম্বা বসিয়ে রেখেছে। চার চার জনের জন্য এ ধরনের একটি খাঞ্চা ছাড়াও প্রচুর কাবাব, মিষ্টি ও ফলমূল প্লেটে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আনুমানিক এ ধরনের শ'তিনেক খাঞ্চায় তিনশ আস্ত ভাজি করা দুম্বা, পোলাও, বিরিয়ানী ও নানা ধরনের উপাদেয় খাদ্য সম্ভারে এক দশমাংশ খাওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। জানিনা এর পর আর কোন মেহমান এসব খাবার খাবে কি-না। খানার অনুষ্ঠান শেষে আমরা আবার আমাদের নির্দিষ্ট মেহমানখানায় ফিরে আসি। ১৫ জিলহজ্জ পর্যন্ত আমি রাবেতার মেহমানখানায় বিভিন্ন দেশের হাজীদের সাথে মত বিনিময় ও দেখা-সাক্ষাৎ করে কাটাই। অতঃপর মক্কা শরীফে এসে বিদায়ী তওয়াফ সমাধা করে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে জিদ্দা রওয়ানা হই।

হারামে বোমা বিস্ফোরণ

সবশেষে একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করছি। তা হলো হারাম শরীফে বোমা বিস্ফোরণের বিষয়। ৭ জিলহজ্জ দুটি এবং ১০ জিলহজ্জ একটি এই মোট তিনটি বোমা পবিত্র হারাম শরীফে বিস্ফোরিত হয়। যাতে একজন হাজী মৃত্যুবরণ করেন এবং বেশ কতিপয় হাজী আহত হন। মহান আল্লাহ পবিত্র কা'বা ঘর এবং তার পার্শ্ববর্তী নির্দিষ্ট এলাকাকে হারাম হিসেবে ঘোষণা করে এখানে সব রকমের রক্তপাত, খুন-খারাবীকে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। আবহমানকাল হতে এমনকি জাহেলিয়াত যুগেও আরবরা এ নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলেছে। সুতরাং যিনি বা যারা এ ধরনের একটি মারত্মক অপরাধের কাজ হারাম শরীফের সীমানায় করল সমগ্র মুসলিম উম্মাহর তারা ঘৃণার পাত্র। আশা করি সৌদি সরকার অপরাধীদেরকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি দানে হারামের পবিত্রতা নিশ্চিত করবেন।[১]

১. বোমা হামলার এ সব অপরাধীদেরকে পরে সৌদি পুশিল পাকড়াও করে এবং বিচারে তাদের সকলের শিরোচ্ছেদ হয়, এরা ছিল কুয়েতি শিয়া।

www.pathagar.com

আমার প্রথম গ্রেট ব্রিটেন সফর

আমি এবং মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী ইংল্যান্ডের বার্মিনংহামে অনুষ্ঠিতব্য সিরাত কনফারেন্সের দাওয়াতে ১৯৭৮ সনে প্রথম বার গ্রেট ব্রিটেন সফরে যাই। এই সম্মেলন ইউ,কে ইসলাম মিশন ও দাওয়াতুল ইসলাম গ্রেট ব্রিটেনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সম্মেলনে পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ার কয়েকজন খ্যাতনামা আলেম যোগদান করেছিলেন। সম্মেলন সমাপ্তিতে আমরা উপরোক্ত সংগঠনের উদ্যোগে গৃহিত প্রোগ্রামে সারা গ্রেট-বৃটেনে প্রায় এক মাস সফর করি।

এ পুরা সফরে আমরা দুজন অর্থাৎ আমি এবং সাঈদী সাহেব একত্রে ছিলাম। সাঈদী সাহেব একজন ভাল মানের ওয়ায়েজ ও মোফাচ্ছির। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে খুবই প্রসিদ্ধ। সাঈদী সাহেব আমার ছাত্র। তিনি খুলনা আলীয়া মাদ্রাসায় ফাজেল ক্লাসে পড়াকালীন আমার ছাত্র ছিলেন। (যথা সম্ভব ১৯৬০, ৬১ সনে) তখন আমি খুলনা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। সাঈদী সাহেবের পিতার সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক ছিল। ফলে সাঈদী সাহেব (আল্লাহ তাকে আরও অধিকতর ইসলাম ও জাতির খেদমত করার তৌফিক দান করুক)। আমাকে পিতার মতই ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। আর আমিও তাকে পুত্রবৎ স্নেহ করি। তার পরিবারের সাথেও আমার পরিবারে সম্পর্ক খুবই নীবিড়। গ্রেট ব্রিটেনে একমাসকাল সফরের পরে আমরা দেশে ফিরে আসি। আমাদের সফরের শেষের দিকে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব লন্ডনে আমাদের সাথে মিলিত হন। কয়েকমাস তিনি লন্ডনে থেকে ঐ বৎসরই বাংলাদেশের নাগরিকত্বহীন আযম সাহেব জিয়া সরকারের বিশেষ অনুমতিতে অসুস্থ মাকে দেখার জন্য ১৯৭৮ সনে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর হাইকোর্ট থেকে তার নাগরিকত্ব বহালের আগ পর্যন্ত তিনি আর দেশের বাহিরে যাননি। যদিও সরকার কয়েকবার তাকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দেশ বিভক্তির পর ১৯৭৮ সনে আমার পাকিস্তান সফর

দেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে আমি অসংখ্যবার পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সীমান্ত, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের বহু জায়গা সফর করেছি। যেহেতু তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকস্তান একদেশ ছিল এবং ভিসার প্রয়োজন ছিল না। উপরন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সহজ যাতায়াতের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

বিমান ভাড়ায় সাবসিডি দেয়া হত, তাই সফর মোটামুটি কম ব্যয়বহুল ছিল। তাছাড়া আমি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ও পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় শূরার সদস্য হওয়ার কারণে পরিষদ ও শূরার অধিবেশনে যোগদানের জন্যও আমাকে বছরে কয়েকবার করে পশ্চিম পাকিস্তান যেতে হতো। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলাকালীন কখনও কখনও মাসাধিককাল রাওলপিন্ডিতে অবস্থান করতে হতো। এসব সফরের আগে-পরে এবং বিরতি দিনে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে প্রধান প্রধান শহরে প্রোগ্রাম করেছি। মুহতারাম ভাই আব্বাস আলী খান ও শামসুর রহমান সাহেবানদ্বয়ও জাতীয় পরিষদ সদস্য ছিলেন বিধায় অনেক ক্ষেত্রে আমরা যৌথভাবে প্রোগ্রাম করেছি।

কিন্তু দেশ বিভক্ত হওয়ার পরে আর ঐভাবে সফর সম্ভব ছিল না। কেননা এক দেশ এখন স্বতন্ত্র দু'টি স্বাধীন দেশে পরিণত হয়েছিল। তবে বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে সর্বপ্রথম আমি ১৯৭৮ সালে ভিসা নিয়ে পাকিস্তান সফর করি। অতঃপর বেশ কয়েকবারই আমি পাকিস্তান সফর করেছি। বিশেষ করে আফগানিস্তানে সশস্ত্র জিহাদ শুরু হওয়ার পরে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য আমি একাধিকবার পাক-আফগান সীমান্তে মুজাহিদ নেতাদের সাথে সাক্ষাত করে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এসব সফরেও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের পুরাতন বন্ধুরা পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে আমাকে দিয়ে প্রোগ্রাম করিয়েছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আমার সাক্ষাতকারও গ্রহণ করেছে। তবে পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯৭৮ সনের সফর বিবরণ হারিয়ে যাওয়ায় ১৯৮২ সালের সফর বিবরণ পুস্তকে দেয়া হল।

১৯৮২ সালে পাকিস্তানে আমার দীর্ঘ সফর

১৯৮২ সালে আমি করাচী হতে শুরু করে সওয়াত পর্যন্ত দুই সপ্তাহেরও অধিককাল ধরে এক দীর্ঘ সফর করি। এ পুরা সফরেই আমার সাথী ছিলেন করাচী হতে নির্বাচিত পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য আমার পুরাতন বন্ধু এককালের খুলনার অধিবাসী জনাব আসগর ইমাম। করাচী হতে আমরা লাহোর পর্যন্ত ট্রেনে সফর করেছিলাম। অতঃপর ২৪শে এপ্রিল জোহর নামায বাদ প্রাইভেট কারে দীর্ঘ সফরের উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিন্ডি রওয়ানা হই। রাওয়ালপিন্ডিতে মেজবান হোটেলে বন্ধুরা আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা সাক্ষাত ও বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গা দেখে পরের দিন বিকালে মারী

www.pathagar.com

রওয়ানা হয়ে মাগরিবের সময় গিয়ে মারী হাজির হই। রাওয়ালপিন্ডি হতে মারীর দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। মারী শহরটি সাড়ে সাত হাজার ফিট উঁচুতে একটি শৈল নিবাস। শীতের সময় এখানে প্রচুর তুষারপাত হয়। পাহাড়ী রাস্তায় নীচে থেকে উঁচুতে চড়তে এবং বর্ষায় রাস্তা ভিজা থাকার কারণে আমাদের গাড়ী খুব আস্তে আস্তে চলছিল। মারীতে আমরা মারী জামায়াতে ইসলামীর আমীর এডভোকেট রাজা ইমতিয়াজের বাড়ীতে মেহমান ছিলাম।[১] গুঁড়ি গুঁড়ি বর্ষায় রাত্রে মারীতে এপ্রিল মাসের শেষে অস্বাভাবিক শীত ছিল।

রাত্রে আমরা আমাদের জামা-সোয়েটারসহ চার চারটি কম্বল গায়ে দিয়েও শীত ঠেকাতে পারছিলামনা। ভোরে নামাজান্তে নাস্তা ইত্যাদি সেরে আটটার দিকে আমরা পাহাড়ী রাস্তা ধরে আজাদ কাশ্মীরের রাজধানী মোযাফফারাবাদ রওয়ানা হই। মারী হতে মোযাফফারাবাদ শহরের দূরত্ব ৫৫ কিলোমিটার মাত্র। কিন্তু পাহাড়ী রাস্তার চড়াই-উৎড়াই অতিক্রম করে এই ৫৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে আমাদের প্রায় ৪ ঘন্টা সময় লেগেছিল।

আজাদ কাশ্মীর জামায়াতের আমীর কর্নেল রশীদ আব্বাসী এখানে আমাদেরকে শহরের প্রবেশদ্বারে অভ্যর্থনা জানান। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সরকারী রেষ্ট হাউজে। এ দিন বিকালে আমরা নীলম নদীর পারে বাদশাহ আকবরের তৈরী দুর্গ দেখতে যাই। মাগরিব বাদ রেস্ট হাউজে ফিরে আসি। এ রাত্রে খুব বর্ষা হচ্ছিল বিধায় শহরে বের হওয়া সম্ভব ছিল না, ভোরে নাস্তা সেরে কর্নেল আব্বাসীসহ শহর হতে পাঁচ মাইল দূরে লোহারী গেট ভিউ পয়েন্টে গিয়ে মোযাফফারাবাদ শহরের দৃশ্য অবলোকন করি। মাগরিব বাদ আমাদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক অভ্যর্থনা সভায় যোগদান করি। পরের দিন ২৮ এপ্রিল ভোরে নাস্তা সেরে আমরা এবোটাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ধীর গতিতে ২২ কিলোমিটার পাহাড়ী রাস্তা অতিক্রম করে গাড্ডি হাবিবুল্লাহ নামক স্থানে আমরা কুনহার নদী পার হই।

---

১. এ্যাডভোকেট রাজা ইমতিয়াজ একজন ধনী লোক। ইনি আমার পুরাতন বন্ধু, রাজা সাহেবের পিতার বাড়ী রাওলপিন্ডি। মারী ও মারী হতে ১৫ মাইল উত্তরে সুরাসি নামক স্থানেও ২ খানা বাড়ী আছে। আমি, আব্বাস আলী খান, শামসুর রহমান সাহেব ও ব্যরিষ্টার আখতারুদ্দীন ১৯৬৩ সালে জাতীয় পরিষদের সেশন চলাকালে মাসাধিককাল তাদের রাওলপিন্ডির বাড়ীতে ছিলাম। ঐ বছরই আমরা তার পাহাড়ের উপরে অবস্থিত সুরাসি গ্রামের বাড়ীতে বেড়িয়েছি। ইমতিয়াজ সাহেবের পিতা ছিলেন বেশ কয়েকটি পাহাড়ের মালিক একজন জমিদার।

www.pathagar.com

কুনহার নদী হিমালয় হতে প্রবাহিত হয়ে কাগান ভেলী হয়ে ঝিলামের সাথে মিলিত হয়েছে। এই নদীর পারে বালাকোট নামক স্থানে সাইয়েদ আহম্মদ শহীদ ও শাহ্ ইসমাইল শিখদের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। এই স্থানটিতে আমরা ১৯৬২ সালে সফর করেছি। গাড্ডি হাবিবুল্লাহ হতে বালাকোটের দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার। যুদ্ধ শেষে সাইয়েদ শহীদের সাথীরা সাইয়েদ শহীদের মস্তক বিহীন দেহ বালাকোটে দাফন করেন। পরে খোঁজাখুঁজি করে গাড্ডি হাবিবুল্লাহ কুনহার নদীতে সাইয়েদ শহীদের ছিন্ন মস্তক পেয়ে তাঁর সাথীরা ওখানেই তাঁর মস্তক দাফন করেন। কুনহার নদীটি খুবই খরস্রোতা। বালাকোটে সিখেরা যখন অতর্কিত আক্রমণ করেছিল। তখন সাইয়েদ সাহেব ও তাঁর সাথীরা অপ্রস্তুত ছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, এক মুসলিম বিশ্বাসঘাতক শিখ বাহিনীকে সাইয়েদ সাহেবের অবস্থানের খবর দিয়ে গোপন আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেছিল। ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মুসলিম নামধারী স্বার্থপর মীর জাফররাই মুসলমানদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে।

মোযাফফারাবাদ থেকে রওয়ানা হয়ে ৫২ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে বেলা ১১ টার দিকে আমরা মানসেরা পৌঁছি। মানসেরা হতে গিলগিট হয়ে রেশমী রোড চায়না চলে গিয়েছে। এই রোড তৈরির পর স্থল পথে চায়নার সাথে পাকিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে।

আমাদের রাত্রের প্রোগাম এবং অবস্থান ছিল এবোটাবাদে, সেখানে লাহোর হতে আগেভাগেই খবর দেয়া হয়েছিল। মানসেরায় আমাদের কোন প্রোগ্রাম ছিল না বিধায় পূর্বাহ্নে কোন খবর দেয়া হয়নি, কিন্তু মানসেরা হতে চুপচাপ পুরান বন্ধুদের সাথে দেখা না করে চলে যাব এটা আমার মন মানল না। তাই জামায়াত নেতা পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য এডভোকেট শওকাত সাহেবের সাথে সাক্ষাত উদ্দেশ্যে বার লাইব্রেরীতে গিয়ে হাজির হই। এধরনের অপ্রত্যাশিত আগমনে শওকাত সাহেব যেমন আশ্চার্য হয়েছিলেন, তেমনি বেশ খুশীও হয়েছিলেন। এখানে আমার এক কালের জাতীয় পরিষদের সাথী সদস্য, প্রাক্তন মন্ত্রী হানিফ খানের সাক্ষাত পাই। তিনি ও শওকাত সাহেব

www.pathagar.com

উভয়ই অন্ততঃ একদিন মানসেরায় অবস্থানের জন্য আমাকে বেশ অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু রাত্রে আমার প্রোগ্রাম এবোটাবাদে থাকার কারণে বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষায় অপারগ বলে জানাই। শওকত সাহেব আমাদেরকে নিয়ে শহরে তার বাড়ীতে আসেন। এখানেই আমরা উপস্থিত মত দুপুরের খানা খেয়ে জামায়াত অফিসে চলে আসি। শওকাত সাহেব স্বল্প সময়ের নোটিশে তড়িঘড়ি করে জামায়াত কর্মীদের এক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার পরে বন্ধুদের প্রশ্নের জওয়াব দান করে চা পর্ব শেষ করে এবোটাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে বাংলাদেশের আর কোন জামায়াত নেতাকে এভাবে বন্ধুরা পাননি, ফলে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা, ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা, ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের মনোভাব ইত্যাদি আমার কাছ থেকে জানার জন্য সর্বত্রই বন্ধুরা আগ্রহশীল ছিলেন।

এবোটাবাদে আমার রাত্রে অবস্থান ও প্রোগামে অংশগ্রহণ

এখানের অনুষ্ঠান সেরে আমরা এবোটাবাদ রওয়ানা হই। মানসেরা হতে একজন সাথীকে আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য দেয়া হয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি এবোটাবাদ শহর হতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত সাবেক পি,ডি,পি নেতা আব্দুর রউফ জাদোনের নীলম গ্রামের বাড়ী চিনেন কিনাঃ ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, জনাব ফরিদ আহম্মদ ও মাহমুদ আলী সাহেবসহ আমরা বেশ কতিপয় বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনের সময় এবোটাবাদে জনসভা করে রাত্রে পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত জাদোনের বাড়ীতে ছিলাম, কেননা সরকারী নির্দেশে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য কোন রেস্ট হাউজ বরাদ্দ করতে অপারগতা প্রদর্শন করেছিলেন। ফলে আমরা সকলেই আব্দুর রউফ জাদোনের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেছিলাম। আমাদের গাইড বলল, জি হাঁ, আমি জাদোনের বাড়ী চিনি। আমরা তখন মেইন রোড থেকে নেমে জাদোনের বাড়ীর দিকের রাস্তা ধরে তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হই। প্রায় চৌদ্দ বছর পর কোন পূর্ব সংকেত ব্যতীত আমাকে তার বাড়ীতে পেয়ে সে যেন আসমান থেকে পড়ল। কুশল বিনিময় ও চা-নাস্তার পরে

www.pathagar.com

আমি রওয়ানা হতে চাইলে তিনি কিছুতেই ছাড়তে রাজী ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু মাগরিব বাদ এবোটাবাদে আমার পূর্ব নির্ধারিত প্রোগাম ছিল, তাই তাকে রাজী করিয়ে রওয়ানা হয়ে এবোটাবাদ এসে হাজির হই।

হাজারা জেলার হেডকোয়ার্টার এবোটাবাদ শহর সমুদ্র লেবেল হতে প্রায় সাড়ে চার হাজার ফিট উঁচুতে পাহাড় ঘেরা একটি উপত্যকা। মারী হতে এখানে শীতের প্রকোপ একটু কম। এখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা একটি আবাসিক হোটেলে করা হয়েছিল। রাত্রে আমরা গাড়ীতে উঁচু পাহাড়ে উঠে আলো সজ্জিত পাহাড়ের গায়ে শহরের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করি। অতঃপর হোটেলে ফিরে এসে খানা ও নামায সেরে ঘুমিয়ে যাই। ফযর বাদ গোসল ও নাস্তা সেরে সকাল সাড়ে সাতটায় জামায়াতের অফিসে দায়িত্বশীলদের এক বৈঠকে বক্তব্য রাখি ও তাদের প্রশ্নের জওয়াব দান করি। বন্ধুরা আমার এই স্বল্প অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রামে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তবুও তাদের থেকে বিদায় নিয়ে সকাল ৯-৩০ মিনিটে পেশওয়ারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পথিমধ্যে হরিপুর ও আটকে চা পানের জন্য কিছুক্ষণ অবস্থান করি। এবোটাবাদ থেকে কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পরে পাহাড়ী এলাকা ছাড়িয়ে আমরা সমতল ভূমিতে এসে উপনীত হয়েছিলাম। আর রাস্তাও ছিল উত্তম তাই ১০০ কিলোমিটার বেগে গাড়ী চালিয়ে এবোটাবাদ হতে প্রায় ১৭৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ১-১৫ মিনিটে আমরা পেওয়ার উপস্থিত হয়ে জুময়ার নামায আদায় করি। এদিন ছিল এপ্রিল মাসের ৩০শে। নামায ও খানা খেয়ে জামায়াতের মেহমানখানায় বিশ্রাম নেই, অতঃপর পেশওয়ারে উত্তরে উপজাতি এলাকা সংলগ্ন আরবাব সাঈদের বাড়ীতে মাগরিব বাদ তার তাজিয়াতের জন্য হাজির হই। মরহুম সাঈদ ছিলেন স্থানীয় জমিদার এবং সীমান্ত জামায়াতে ইসলামীর নেতা। তার সাথে আমার খুবই হৃদ্যতা ছিল। তিনি কয়েকদিন আগে বালাকোট হতে গিলগিট যাওয়ার পথে ভূমিকম্পে পাথর ধ্বসে পাথরের আঘাতে ইন্তে কাল করেন। উপর থেকে বড় এক খন্ড পাথর তার জীপ গাড়ীর উপরে পতিত হলে তার আঘাতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। আমি যতবারই পেশওয়ার সফর করেছি তার বাড়ীর মেহমান না হয়ে আসতে পারিনি। অতঃপর মরহুমের মাজার জিয়ারত করে তার পরিবারে লোকজনদের সাথে কিছুক্ষণ কাটিয়ে পেশাওয়ারে ফিরে আসি।

www.pathagar.com

সকালে নাস্তা পর্ব সমাপ্ত করে জামায়াত অফিসে গিয়ে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত সেরে আফগান মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত জামায়াতের সার্জিকাল হাসপাতাল দেখতে যাই। হাসপাতালে মিসরীয় ডাক্তার আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান এবং চিকিৎসারত বিভিন্ন ধরনের আহত মুজাহিদদের রুমে রুমে ঘুরিয়ে দেখান, অতঃপর আমরা জামায়াত প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সেন্টার দেখতে যাই। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে লিখিত ইসলামী বইয়ের পশতু, ফার্সি ও রুশ ভাষায় অনুবাদ করা ও ছাপাবার ব্যবস্থা আছে। আফগান মুজাহিদরা নিজেদের জন্য ও দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে অস্ত্রের সাথে সাথে এই ইসলামী কিতাবাদিও সাথে নিয়ে যায়।

পেশওয়ারে মুজাহিদ নেতাদের সাথে সাক্ষাতকার

বিকালে আসর বাদ আমরা মুজাহিদ ঐক্য ফ্রন্টের সদর দপ্তরে ফ্রন্ট নেতা আবদুর্ রব্ব রসূল সাইয়াফ ও হিজবে ইসলামী নেতা গুলবদীন হিকমত ইয়ারের সাথে সাক্ষাত করে তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করি। সাইয়াফ জামেয়ুল আজহারের ডিগ্রীপ্রাপ্ত, ভাল আরবী জানেন। তাঁর আরবী বক্তৃতা আমি কয়েকবারই শুনেছি। গুলবদীন হিকমত ইয়ার একজন ইঞ্জিনিয়ার। মাগরিব বাদ জামায়াতের ভাইদের এক সম্মেলনে বক্তব্য রেখে অন্যতম মুজাহিদ নেতা জমিয়তে ইসলামী প্রধান বুরহানুদ্দীন রব্বানীর সাথে সাক্ষাতের জন্য তার বাড়ীতে যাই। এদিন ছিল ১লা মে ১৯৮২ সাল। তিনি আমাদেরকে রাত্রের খানার দাওয়াত দিয়েছিলেন। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে ফ্রন্টে যুদ্ধের জন্য ১০০ জনের এক একটা গ্রুপকে পাঠান হত। এদিন বুরহানুদ্দীন রব্বানী ১শ' মুজাহেদীনের একটি জামায়াতকে ফ্রন্টে পাঠাবার উদ্দেশ্যে তার বাড়ীতে রাত্রের খানায় একত্র করেছিলেন। আমরাও মোজাহেদীনদের সাথে একত্রে বসে খানা খাওয়ায় আমি যে তৃপ্তি অনুভব করেছিলাম তা কোনদিনও ভুলতে পারব না। খানা সমাপ্ত করে রব্বানী সাহেবের সাক্ষাতকার গ্রহণ করে মেহমান খানায় চলে আসি। বুরহানুদ্দীন রব্বানী সাহেবও একজন আলিমে দ্বীন। জামেয়ুল আজহারের ডিগ্রীপ্রাপ্ত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন কাবুল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক। তার বাড়ী উত্তর আফগানিস্তানের বদখসান এলাকায়, মাতৃভাষা ফার্সী। হিকমত ইয়ারের বাড়ী দক্ষিণ আফগানিস্তানে। মাতৃভাষা পশতু।

www.pathagar.com

ঢাকার উদ্দেশ্যে ফিরতি সফর ও কোলকাতায় অবতরণ

করাচীতে কর্মব্যস্ত কয়েকদিন কাটিয়ে বিমানযোগে সরাসরি ঢাকা রওয়ানা হই। আমাদের বিমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতেই ঢাকা হতে সংকেত দেয়া হল যে, ঢাকার আবহাওয়া খুবই খারাপ। সুতরাং বিমান যেন কোলকাতা দমদম বিমান বন্দরে অবতরণ করে, ফলে আমাদের বিমান কোলকাতা বিমান বন্দরে অবতরণ করল। এখানে আমরা প্রায় ৬ ঘন্টা বিমান বন্দরের ওয়েটিং কক্ষে অপেক্ষা করি। এই দীর্ঘ ৬ ঘন্টা সময়ের মধ্যে বিমান আমাদের জন্য শুধু এক টুকরা করে কেক সরবরাহ করে; যাত্রীদের মধ্যে মহিলা ও শিশুও ছিল, ক্ষুধায় বাচ্চাদের খুবই কষ্ট হচ্ছিল। অতঃপর মাগরিব বাদ আমাদেরকে বলা হল যে, "ঢাকার আবহাওয়া ভাল হয়ে গিয়েছে, সুতরাং আপনারা বিমানে আরোহন করুন।" আমাদের আরোহনের পরে বিমান ১০ মিনিটের মত উড়ে আবার আমাদেরকে জানান "ঢাকার আবহাওয়া পুনরায় খারাপ হওয়ায় আবারও আমরা কোলকাতা বিমান বন্দরে ফিরে যাচ্ছি।" বিমান হতে অবতরণ করে বিমান অফিসে আধা ঘন্টা অপেক্ষা করার পরে আবার আমাদেরকে বিমানে আরোহনের জন্য বলা হয়। বিমান আরোহনের পরে বিমান না উড়তেই আবার ঘোষণা করা হল যে, "ঢাকার আবহাওয়া আবার খারাপ হয়েছে, সুতরাং আপনারা নেমে পড়ুন।" তখন আমি আমাদেরকে নিয়ে এ ধরনের ছেলেখেলা না করার জন্য পাইলটকে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানাই। অন্য যাত্রীরাও প্রতিবাদে আমার সাথে যোগ দেয়। প্রায় ৯ ঘন্টা আমরা উপবাস। বিমান আমাদের জন্য এই দীর্ঘ সময় কোন খানা-পিনার ব্যবস্থা করেনি। তাই আমি প্রতিবাদ করে বললাম, আমাদেরকে রাত্রি যাপনের জন্য হোটেল ও খানার নিশ্চয়তা না দেয়া পর্যন্ত আমরা বিমান থেকে নামব না। পরে পাইলট আমাদেরকে নিশ্চয়তা দিলে আমরা বিমান হতে অবতরণ করি। অতঃপর আমাদেরকে গাড়ী করে বিমান বন্দর হতে কিছু দুরে অশোক হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। হোটেলটি ফাইভ স্টার, ১ম শ্রেণীর হোটেল। অধিক রাত হওয়ার কারণে ভেটকী মাছ ফ্রাই ও ভেজিটেবল ছাড়া অন্য কিছু ছিল না বিধায় আমরা পাওয়া রুটি, মাছ ভাজি ও ভেজিটেবল খেয়ে যার যার কক্ষে গিয়ে নামাজ আদায় করে ঘুমিয়ে

www.pathagar.com

যাই। পরের দিন ভোরে উঠে নামায আদায় করে হোটেলের আঙ্গিনায় পায়চারী করতে হোটেলের সিকিউরিটি অফিসারের সাথে আলাপ ও পরিচয় হয়। তিনি বললেন যে, "আমার বাড়ী খুলনায় ছিল। দেশ বিভাগের পরে কলিকাতায় চলে আসলেও আমরা সুখি নই। কেননা ভারতে বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বের তেমন কোন নিদর্শন আর বাকী থাকছে না। আপনাদের জন্য আমরা গর্বিত, কেননা আপনারাই বাংলাদেশ, বাঙ্গালী জাতি এবং বাংলা ভাষার অস্তিত্বকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।" ভদ্রলোকের এই সত্য ও স্পষ্ট কথায় আমি যেমন সুখি হয়েছিলাম, তেমন আশ্চার্যও। সত্যিই কলিকাতার পশ্চিমবঙ্গ বিমান বন্দরে আমি বাংলা ভাষার কোন সাইনবোর্ড দেখলাম না, সাইনবোর্ডগুলি ছিল হিন্দি ও ইংরেজী ভাষায়। এমনকি তেলের ট্যাংকারেও হিন্দি লেখা ছিল। ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল যে, পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিক বাবুরা তাদের দেশে বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলন না করে আমাদের দেশে বাংলা ভাষা রক্ষার মায়া কান্না কাঁদেন কেন? পশ্চিম বাংলায় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে সর্ব ভারতীয় হিন্দি জাতীয়তাবাদের বেদীতে বলি দিয়ে বাংলাদেশে এসে উহাকে পুনর্জন্মদানের এ মায়া কান্না কেন? নিশ্চয় এর মধ্যে কোন রহস্য লুকায়িত আছে। সকালে নাস্তা সেরে রুমে এসে পড়াশুনা করে সময় কাটাই, কেননা ভিসা না থাকার কারণে শহরে ঘোরা-ফিরা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাহোক দুপুরের খানা খাওয়ার পরে আমাদেরকে আবার বিমান বন্দরে নিয়ে আসা হয়। অতঃপর বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সেরে আমরা বিমানে আরোহন করে আধা ঘন্টাখানেক উড়ে ঢাকায় অবতরণ করি।

ইসলামাবাদের ইউনিটি সম্মেলনে যোগদান

লন্ডন ভিত্তিক ইসলামী কাউন্সিলের উদ্যোগে ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারী' ১৯৮৮ পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে দুইদিন ব্যাপী "ইউনিটি কনফারেন্স" নামে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম উম্মার ঐক্য। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশের প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগদান করেন। এছাড়াও

www.pathagar.com

অমুসলিম দেশের ইসলামী দল ও আন্দোলনের প্রতিনিধিরাও এতে যোগদান করেন। কয়েকটি দেশ যেমন সৌদি আরব, ইরান ও মালয়েশিয়ার সরকারী প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনের স্ব-স্ব দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। সৌদি প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন মুহাম্মদ বিন সউদ ইউনিভার্সিটি রিয়াদের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ আব্দুল্লাহ তুর্কী এবং চার সদস্য বিশিষ্ট ইরানী দলের নেতা ছিলেন সর্ব্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা "মুরব্বী কাউন্সিলের" সদস্য আয়াতুল্লাহ জান্নাতী। পাকিস্তান ও আফগান মোজাহিদীনের প্রতিনিধি ছাড়াও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় প্রায় একশত প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মুরশিদে আম মিসরের শেখ আবু নাসেরের নেতৃত্বে মিসরের ও সুদানের ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল এতে যোগদান করেন। জাবহাতুল ইসলামিয়া সুদানের চার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সুদানের সাবেক মন্ত্রী ও জাবহাতুল ইসলামিয়া পার্টির প্রেসিডেন্ট ডঃ হাসান তোরাবী। সুদান থেকে সাবেক সামরিক প্রধান ও সাবেক মার্শাল ল প্রধান জনাব সুয়েরোজাহাব ও সুদানের আরও একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব আলজাযুলি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মিসরীয় পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতা জনাব ইব্রাহীম সাকুরীও প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য রাখেন। জর্দানের দুই সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন এডভোকেট আঃ রহমান খলিফা। নাইজেরিয়ার নয় সদস্য বিশিষ্ট দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ সালেহ। লেবাননের চার সদস্যের নেতা ছিলেন সাইয়েদ সাবান। মালয়েশিয়ার তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন মালয়েশিয়ার হেজবে ইসলামীর সহ-সভাপতি জনাব ডাঃ ফাজিল নূর। তুর্কীর মিল্লি সালামত পার্টির চার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন মিল্লি সালামত পার্টির (বর্তমান রেফা পার্টি) নেতা তুর্কীর সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব নাজমুদ্দিন আরবাকান। তিউনিসিয়ার "হারাকাতে ইত্তেজাহুল ইসলামী" পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আবদুল ফাতাহ্ মরো তার দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আফগানিস্তান প্রতিরোধ যুদ্ধের সাত দলীয় ফ্রন্টের নেতা মাওলানা ইউনুস খালিস আফগানিস্তানের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ইউনুস খালিস

www.pathagar.com

ছাড়াও হিজবে ইসলামী নেতা গুলবদীন হিকমত ইয়ার, ইত্তেহাদে ইসলামী প্রধান আব্দুর রব রসুল সাইয়াফ, জমিয়াতে ইসলামী নেতা বুরহানুদ্দীন রব্বানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তুর্কী সাইপ্রাসেরও দু'জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। মিন্দানাওর (ফিলিপাইন) মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টের চার সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল নূর মাইসুরীর নেতৃত্বে এ সম্মেলনে যোগদান করেন। ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষের লোকও এখানে এসেছিলেন। এছাড়াও এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ইসলামী দলের প্রতিনিধিরাও এ সম্মেলনে যোগদান করেন। মোট কথা, মুসলিম উম্মার ঐক্যের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন সবদিক দিয়েই প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল। বেসরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই বোধ হয় প্রথমবার ইরান ও সৌদি আরবের সরকারী প্রতিনিধিরা একত্রে বসলেন, এটা এ সম্মেলনের বিরাট কৃতিত্ব।

"ইসলামাবাদ- হোটেল" নামীয় একটি উন্নত মানের ১ম শ্রেণীর হোটেলে প্রতিনিধিদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হোটেলটির পরিবেশ মোটামুটি ভালই ছিল। জামায়াতে নামায পড়ার ব্যবস্থা এবং প্রতি রুমে তাফসীরসহ কুরআন কারীম রাখার এন্তেজাম হোটেলটির ইসলামী পরিবেশের পরিচায়ক।

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ইসলামাবাদ বিমান বন্দরের ভি আই পি লাউঞ্জে ইসলামী কাউন্সিলের প্রতিনিধি এবং পাকিস্তান সরকারের প্রোটোকল অফিসার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ইসলামাবাদ হোটেলের লাউঞ্জে রিসিপশনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। আমি করাচী ও লাহোর হয়ে ১৫ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টায় পিআই এর বিমানে ইসলামাবাদ বিমান বন্দরে অবতরণ করি। বিমান বন্দরে ইসলামী কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব সালেম আযযাম এবং পাকিস্তান সরকারের প্রোটোকল অফিসার আমাকে অভিনন্দন জানান। ইতিমধ্যেই এখানে বিভিন্ন দেশের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মেহমান উপস্থিত হয়েছিলেন। আমাদেরকে এখান থেকে ইসলামাবাদ হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ থেকে আমরা দু'জন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত ছিলাম। আমি এবং বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রধান ইমাম মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেব। শেষ পর্যন্ত মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেব অনুপস্থিত থাকায় আমি একাই বাংলাদেশ থেকে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করি।

১ম দিনের অধিবেশন

ইসলামাবাদের স্টেট ব্যাংকের বিশাল সুসজ্জিত হলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এবং দেশী-বিদেশী বহু সাংবাদিকের উপস্থিতিতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১০টায় সম্মেলনের কার্যক্রম পবিত্র কুরআন পাকের তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াতের পরে ইসলামী কাউন্সিলের সুযোগ্য সেক্রেটারী জেনারেল জনাব সালেম আযযাম স্বাগত ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করেন। তিনি আমেরিকা ও বিশ্বের বেশ কয়েকটি অমুসলিম রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ইহুদীদের দ্বারা ফিলিস্তিনী মুসলমানদেরকে তাদের জন্মভুমি হতে উচ্ছেদ করে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং উচ্ছেদকৃত লাখ লাখ আরব মুসলিমকে নারী-শিশু ও বৃদ্ধাসহ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যাযাবরের ন্যায় ক্যাম্পে ক্যাম্পে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য করার কথা উল্লেখ করে বলেন, মুসলিম বিশ্বে আজ যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে, এ অস্থিরতা উম্মতের দুশমনরা মুসলিম জাহানের বুকে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি করে রেখেছে। এটা একটা সুদূর প্রসারী সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বই আর কিছুই নয়। আজ সমগ্র মুসলিম জাহানে বিশেষ করে আরব বিশ্বে যে চরম অস্থিরতা, এর কারণ অবৈধ ইসরাইলী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। তিনি মুসলিম বিশ্বের আর একটি প্রধান সমস্যার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তানে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি রুশ সৈন্য কর্তৃক জনবসতির উপরে নির্বিচারে বোমা বর্ষণের মাধ্যমে অসংখ্য নারী-শিশু ও সাধারণ নিরীহ জনগণকে হত্যা, ক্ষেত-খামারসহ তাদের বাড়ী ঘর ও সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদি মানব ইতিহাসের চরমতম জুলুমের পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেন। আফগান মুজাহিদরা নিম্নমানের অস্ত্র দিয়ে ৯ বছর ধরে এই যুদ্ধে পৃথিবীর একটি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। এ যুদ্ধে এ পর্যন্ত ৮ লাখ আফগান

www.pathagar.com

নাগরিক শাহাদাত বরণ করেছেন এবং প্রায় পঁয়তাল্লিশ লাখ আফগান প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও ইরানে তাদের সবকিছু ছেড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। তিনি পৃথিবীর অন্যতম একটি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের আর ইসরাইলের শক্তিশালী আধুনিক সৈন্যদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনী যুবকদের প্রতিরোধ জিহাদের ভূয়সী প্রসংশা করেন এবং কাশ্মীরী মুসলিমদেরকে অধীন করে রাখার ব্যাপারে সম্প্রসারণবাদী ভারতের সমালোচনা করেন। তিনি মিন্দানাও, ইরত্রিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধেরও উল্লেখ করেন।

সর্বশেষে তিনি ইরান ও ইরাকের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, এই অর্থহীন যুদ্ধে মুসলমানদেরই জান ও মালের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে এবং এতে মুসলমানদের দুশমনরাই লাভবান হচ্ছে। উম্মতের কল্যাণের জন্য অবিলম্বে এ যুদ্ধ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগ যেমন তাদের দুশমনরা নিচ্ছে, তেমনি মুসলিম উম্মার মধ্যে কৌশলে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের স্বার্থ হাসিল করছে। আজ ইরান-ইরাক যুদ্ধই মুসলিম বিশ্বের সর্বপ্রধান সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করতেই হবে। এই অর্থহীন ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের সূচনা যিনি করেছেন তাকে অবশ্যই আক্রমণকারী হিসেবে গণ্য করতে হবে, আর যে কোন মূল্যে উম্মতের মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে এনে উম্মতকে একটি একক ও অভিন্ন শক্তিতে পরিণত করতে হবে।

সেক্রেটারী জেনারেলের বক্তব্য শেষ হলে ডঃ আবদুল্লাহ তুর্কী সম্মেলনের উদ্দেশ্যে বাদশাহ ফাহদের বাণী পাঠ করে শুনান। সম্মেলনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেলের বাণীও পাঠ করে শুনানো হয়। অতঃপর আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম নেতা এবং আলজিরিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান আহমদ বেনবেল্লার একটি দীর্ঘ বাণীও পাঠ করে শুনানো হয়। আহমদ বেনবেল্লার বাণীর মাধ্যমে তাঁর ইসলামের প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং মুসলিম উম্মার প্রতি তার আন্তরিক দরদ ফুটে উঠে। তিনি মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান সমস্যাকে চিহ্নিত করে বলেন যে, একমাত্র উম্মতের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার মাধ্যমেই এ সব সমস্যার সমাধান হাসিল হতে পারে, অন্য কোন পথে নয়।

www.pathagar.com

বাদশাহ ফাহাদ ও বেনবেল্লার বাণী ছিল আরবী ভাষায়। আর ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল শরীফুদ্দীন পীরজাদা ও মালয়েশীয়ার প্রধানমন্ত্রীর বাণী ছিল ইংরেজী ভাষায়। তবে ভাষান্তরের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেকেই আরবী, ইংরেজী, ও উর্দ্দু ভাষায় নিজ নিজ সুবিধামত হেড ফোন লাগিয়ে বক্তৃতা শুনছিলেন। বাণী পাঠ শেষ হলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব জিয়াউল হক তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন। তিনি পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনিও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অবিলম্বে নিজেদের মধ্যের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলার আবেদন জনান। ইরান, ইরাক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করাবার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করেও সফলকাম হতে পারেননি, আফসোসের সাথে তিনি তারও উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার বক্তব্য শেষ হলে পরে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সম্মেলন মুলতবী হয়ে যায়। ৪টার পরে মুলতবী অধিবেশন সুদানের সাবেক প্রধান মন্ত্রী আলজাজুলী দাফায়াল্লার সভাপতিত্বে শুরু হয়। এ অধিবেশনের প্রথমেই ইরানের সরকারী ডিলিগেশনের অন্যতম সদস্য মুহাম্মদ আলী তাসখিরী উম্মতের ঐক্যের ব্যাপারে ইরান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেন। অতঃপর সুদানের সাবেক মন্ত্রী জাবহাতুল ইসলামী দলের নেতা ডঃ হাসান তেরাবী, ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য জনাব ইবরাহীম সুলায়মান সেট, সুদানের সাবেক সামরিক চীফ ও সাবেক রাষ্ট্র প্রধান জনাব আব্দুর রহমান সুয়েরুজ্জাহাব প্রমুখ প্রতিনিধিবর্গ বক্তব্য রাখেন। এই অধিবেশনেই বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকেও বক্তব্য রাখার আহবান জানানো হয় এবং আমি প্রায় ২৫মিনিটের বক্তব্য রাখি। অতঃপর সন্ধ্যা সাতটায় অধিবেশন মুলতবী হয়ে যায়। রাত আটটায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক কর্তৃক ঐক্য সম্মেলনের সদস্যদের সম্মানে এক ভোজ সভার আয়োজন করা হয়।

২য় দিনের অধিবেশন

পরের দিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল লেবাননের সুপ্রিম শিয়া কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান সেখ মুহাম্মদ মেহদী সামসুদ্দীনের। তাঁর অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তান হতে

www.pathagar.com

প্রকাশিত "দি মুসলিম" নামক ইংরেজী দৈনিকের শিয়া মতাবলম্বী সম্পাদক জনাব আগা মুরতোজা পুইয়া। সকালের অধিবেশনে ইখওয়ানুল মুসলেমীনের মুর্শিদে আম শেখ হামেদ আবু নাসের, সহকারী মুর্শিদে আম মোস্তফা মসহুর, মালয়েশিয়ার ফাজিল মুহাম্মদ নূর, লেবাননের সাইয়েদ সায়াবান প্রমূখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। তুর্কীর মিল্লী সালামত পার্টির প্রধান জনাব নাজমুদ্দিন আরবাকানও এই অধিবেশনে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন।

বিকালের অধিবেশন ৪টায় নাজমুদ্দিন আরবাকানের সভাপতিত্বে শুরু হয়। এই অধিবেশনে আয়াতুল্লা জান্নাতী ইরান, আবুল ফাতাহ মরো তিউনিসিয়া, নূর মাইসুরী মিন্দনাও ও আফগান জোটের নেতা ইউনুস খালিস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের অধিকাংশ কার্যাবলী ও বক্তব্য আরবী ভাষায় চলছিল। তবে তরজুমারও ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিন আমার বক্তৃতার শেষে ডঃ হাসান তোরাবী, নাজমুদ্দিন আরবাকান, সোয়েরুযযাহাব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আমাকে মোবারকবাদ জানালে আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আমার বক্তব্য আপনারা কি করে বুঝলেন? তাঁরা জওয়াবে বললেন, হেড ফোনের তরজুমার মাধ্যমে। প্রতিনিধিদের বক্তব্য শেষ হলে ইসলামী কাউন্সিলের সুযোগ্য সেক্রেটারী জেনারেল জনাব সালেম আযযাম সম্মেলনের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, যা সর্বসম্মতভাবে গ্রহনের মাধ্যমে সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত হয়।

আমার প্রথমবার আমেরিকা সফর

দুনিয়ার বহু দেশ বিভিন্ন সময় সফর করলেও ইতোপূর্বে আমি কখনও আমেরিকা সফর করিনি। আমেরিকা বর্তমানে দুনিয়ার ধন, ঐশ্বর্য ও সামরিক শক্তির দিক দিয়ে এক নম্বরের দেশ হওয়ার কারণে এই বিচিত্র দেশটি পরিদর্শনের আগ্রহ আমার মধ্যে থাকলেও ইতিপূর্বে উহা সম্ভব হয়ে উঠেনি। আমার মেঝ ছেলে মাসুদুর রহমান ইঞ্জিনিয়ারিংএ উচ্চ ডিগ্রী লাভের জন্য আমেরিকায় যায় এবং পড়াশুনা শেষ করে আমেরিকায় দুনিয়ার অন্যতম বৃহৎ একটি কম্পিউটার কারখানা ইনটেল কোম্পানীতে চাকুরী গ্রহণ করে। সে তার পরিবার নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া State এর রাজধানী SACRAMINTO তে বাস করছে। আমার ছোট

www.pathagar.com

ছেলে মাসফুকুর রহমান TEXAS STATE এর রাজধানী AUSTIN শহরে ব্যবসা করছে এবং ওখানে বাস করছে। এই উভয় ছেলেই আমাকে এবং তাদের আম্মাকে আমেরিকায় তাদের ওখানে বেড়াতে নেয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আমাকে অনুরোধ করে আসছিল। বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে ইতিপূর্বে সম্ভব না হলেও এবারে সফরের দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে যথারীতি আমেরিকা, বৃটেন ও আরব আমিরাতের ভিসা সংগ্রহ করে ২৭শে অক্টোবর ১৯৯৯ ইং তারিখে আরব আমিরাতের বিমানে রওয়ানা হয়ে রাতে দুবাই অবতরণ করি। এখানে আমার দুই জামাই (ইঞ্জিনিয়ার) তাদের ছোট্ট পরিবারসহ চাকুরী উপলক্ষে বসবাস করছে। আমি এবং আমার স্ত্রী উভয়ই বয়স্ক বিধায় আমেরিকার এ দীর্ঘ পথ সফরে দুবাইতে কয়েকদিন ও লন্ডনে কয়েকদিন বিরতি ও বিশ্রামসহ সফরের প্রোগ্রাম করি। তাছাড়া আরব আমিরাতে আমার কিছু কাজও ছিল। যে কাজে সহযোগিতা করার জন্য দারুল আরাবিয়ার নায়েবে মুদির স্নেহবর মাওলানা বজলুর রহমানকেও সফর সঙ্গী করি। আমার ছোট মেয়ে যার স্বামী আমেরিকায় চাকুরী করে এবং বিগত জানুযারী ১৯৯৯ সনে বিবাহের পরপর আমেরিকা নিয়ে যাওয়ার ভিসা বের করেছিল। কিন্তু তার অনার্স পরীক্ষা সামনে থাকায় তাকে তখন নিতে পারেনি। তাই আমাদের সাথে তাকেও নিয়েছিলাম আমেরিকায় জামাইয়ের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য।

২৮শে অক্টোবর '৯৯ দুবাই পৌঁছে ১দিন দুবাইতে বিশ্রাম নিয়ে মাওলানা বজলুর রহমানকে সাথে নিয়ে আমার পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ নিমিত্তে আবুধাবী, আল আইন, রাসূল খাইমা ও সারজাহ এর উদ্দেশ্যে বের হয়ে ৪দিন পর দুবাই ফিরে আসি। ৫ম দিন অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। জামাই মাহদী বিল্লাহ, মাওলানা বজলুর রহমান ও দুবাইতে কর্মরত শওকত সাহেব আমাদেরকে দুবাই বিমান বন্দরে বিদায় সম্বর্ধনা জানান। আমরা লন্ডনের উদ্দেশ্যে আমিরাতের ফ্লাইটে বিকাল ৫-২০ মিনিটের দিকে রওয়ানা হয়ে লন্ডন সময় রাত ৯টায় লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে অবতরণ করি। ইসলামী ফোরাম ইউরোপের সভাপতি স্নেহবর মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন এবং তার অন্যতম সহকর্মী আইয়ুব খাঁন বিমান বন্দরে

www.pathagar.com

আমাদেরকে স্বাগত জানান এবং আমাদেরকে নিয়ে লন্ডন শহরে আমাদের থাকার জন্য যে এপার্টমেন্টটা Ready করেছিল সেখানে পৌঁছিয়ে দেয়। যেহেতু আমার সাথে আমার স্ত্রী এবং মেয়েও ছিল তাই এই খালি এপার্টমেন্টটাই আমাদের তিন দিনের বসবাসের জন্য উত্তমই ছিল। ফোরাম নেতা আমাদের খানাপিনা ও সেবা-যত্নের জন্য বেশ উত্তম ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন।

লন্ডনে তিন দিন বিশ্রাম নিয়ে ও শুভাকঙ্খীদের সাথে দেখাশুনা সেরে ৫ই নভেম্বর আমেরিকার উদ্দেশ্যে বেলা ১২-৩০ মিনিটে লন্ডনের Gatewake বিমান বন্দর হতে আমেরিকার Continental কোম্পানীর একটি বৃহদাকার বিমানে রওয়ানা হই। অতঃপর আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে চার হাজার কিলোমটির পথ পাড়ি দিয়ে একটানা ১০ ঘন্টা ১৫ মিনিট উড়ে হিউস্টানের (Hiuston) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করি। অতঃপর এখান থেকে একটি লোকাল ফ্লাইটে Texas এর রাজধানী (Astin) অস্টিনে গিয়ে অবতরণ করি। আমাদের ছোট ছেলে স্নেহবর মাসফুকুর রহমান আমাদেরকে নেয়ার জন্য বিমান বন্দরে এসেছিল। সামানপত্র ডেলিভারী নিয়ে আমরা তার বাসায় গিয়ে হাজির হই। অস্টিন শহরে আমরা ৫ই নভেম্বর হতে ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত থাকি। এখানে বাংলাদেশীদের সংখ্যা খুবই কম। শিবিরের সাবেক ২/৩ জন কর্মী আছে যাদের প্রচেষ্টায় মসজিদে বাংলাদেশী ইসলাম প্রিয় ভাইদের একটি বৈঠকে বক্তব্য রাখি। এখানের এ বৈঠকে আমার ছোট ছেলে ও ছোট জামাই যে অন্য শহরে চাকুরী করে তারাও উপস্থিত ছিল। যারা বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিল তারা প্রায় সকলেই উচ্চ শিক্ষিত ও ইসলামের প্রতি আমেরিকা থেকেও বিশেষ আগ্রহ রাখে। এখানে মুসলিম উম্মার কোন সংগঠন এখনও হয়নি। অন্য কোন ইসলামী সংগঠন থাকলেও তাদের সাথে আমার কোন যোগাযোগ হয়নি।

Texas state এর রাজধানী অস্টিন (Astin) Texas এর আয়তন ২,৬০,৯১৪ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ১,৭০,৫৯,৮৫০ জন। প্রধান শহর Hiuston ও Dalas. অস্টিন থেকে আমি এবং আমার স্ত্রী ১০ তারিখ বিকাল ৩টার দিকে সাক্রামিন্টোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে আল

www.pathagar.com

বাকারকী সিটিতে আমাদের বিমান পরিবর্তন করতে হয়েছে। বিমান বন্দরে আমরা এক ঘন্টার মত থাকি। এখানে শিবিরের সাবেক কর্মী ডাঃ তারেক তার স্ত্রীসহ আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানায়। ডাঃ তারেক ঢাকার ছেলে। সে এখানে চাকুরী করে এবং এখানেই এক আরবী ভাষাভাষী মিশরীয় মেয়েকে বিবাহ করেছে। আল বাকারকী শহরের লোকসংখ্যা ৬ লাখ। বাংলাদেশীর সংখ্যা এখানে খুবই কম। তবে ডাঃ তারেক সহ আট/দশ জন বাংলাদেশী এখানে কোরআন হাদীস আলোচনায় নিয়মিত বৈঠক করেন। আল বাকারকী হতে রওয়ানা হয়ে আমরা রাত ১০-৩০ মিনিটে সাকরামিন্টো (Sacraminto) বিমান বন্দরে অবতরণ করি। স্নেহবর মাসউদ আমাদেরকে নেয়ার জন্য গাড়ী নিয়ে উপস্থিত ছিল। আমরা তার সাথে তার বাসায় গিয়ে পৌঁছি। অস্টিস হতে স্যাক্রামিন্টোর সময়ের ব্যবধান ২ঘন্টা।

সাকরামিন্টো হলো আমেরিকার একটি বৃহৎ State(স্টেট)। ক্যালিফোনির্য়ার রাজধানী। ক্যালিফোর্নিয়া State এর আয়তন হলো ১,৫৫,২৫০ বর্গমাইল। প্রায় ৪টি বাংলাদেশের সমতুল্য। লোকসংখ্যা ২ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩ শত ৫০ জন। স্টেটের সর্ববৃহৎ শহর হলো লস্এঞ্জেলস্। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত। আমার মেঝ ছেলে সাক্রামিন্টোতে আমেরিকার সর্ব বৃহৎ কম্পিউটার তৈরীর কারখানা ইনটেলে (Intel) ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করে। আমার ছেলে যে এলাকায় বাস করে তার নাম হলো ফলসম (Folsom)। এখানে বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা মিলে একটা লম্বা বিল্ডিং এর অর্ধাংশ ভাড়া নিয়ে একটা মসজিদ করেছে। বাকী অর্ধাংশ খৃষ্টানদের গীর্জা। আমরা এখানেই নিয়মিত নামাজ পড়তাম। মুসল্লীদের মধ্যে ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী, আফ্রিকান ও বাংলাদেশী আছে। ইমাম হাফেজ, তিনি ভারতীয়। এখানে দ্বীনপন্থী মুসলমানেরা মিলে একটা বাড়ী খরিদ করে হাফেজী মাদ্রাসা করেছে। এখানে বিভিন্ন দেশের ছেলেরা হেফজ করে। তারা এই বাড়িতেই থাকে। এই মসজিদে যেহেতু ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানী মুসলমানদের সংখ্যা বেশী তাই কয়েক দিনই তাদের আগ্রহে আমাকে উর্দু ভাষায় দ্বীনি আলোচনা রাখতে হয়েছে।

www.pathagar.com

নভেম্বর ১২ তারিখে শহরের ব্যবসা কেন্দ্র ডাউন টাউন জামে মসজিদে আমার বক্তব্য রাখার জন্য প্রোগ্রাম ঠিক করে রাখা হয়েছিল। মসজিদটি দোতলা। নীচের তলায় মহিলারা এবং উপর তলায় পুরুষরা নামাজ পড়ে। মুসল্লীদের সিংহভাগ পাকিস্তানী, বাকী ইন্ডিয়ান। অন্যান্য দেশের মুসল্লী একেবারেই কম। এখানে খোতবার পূর্ব মূহর্তে আমি ২৫ মিনিট বক্তব্য রাখি। যা ইংরেজীতে অনুবাদ করেও পেশ করা হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ৪ শত মুসল্লি এখানে নামাজ আদায় করেন। ইমাম সাহেব ইন্ডিয়ান। হায়দারাবাদের লোক। বয়সে যুবক দেওবন্দে পড়াশুনা করেছেন। এখানের উপমহাদেশের মুসল্লীরা জামায়াতে ইসলামীকে উত্তমভাবেই জানে। মসজিদে আমার পরিচিতি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর হিসাবে পেশ করা হয়েছিল। মসজিদ ও তার আশপাশের এপার্টমেন্ট মূলতঃ উপমহাদেশের মুসলমানেরা খরিদ করে ইসলামী সেন্টার করেছেন। রাতে আরবদের প্রতিষ্ঠিত "মসজিদ আল নূরে" আমার প্রোগাম ছিল। এখানে আরব মুসলমানরা অধিক সংখ্যায় বাস করে। এরা বৃহদাকারের একটি সুপার মার্কেট খরিদ করে মসজিদ ও ইসলামী সেন্টার বানিয়েছে। এখানের মুসল্লীদের শতকরা ৯৯ জনই আরব। মসজিদে মহিলাদেরও নামাজ পাড়ার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। ইমাম সাহেব মিশরের। আলাপে বুঝতে পারলাম তিনি ইখওয়ানের লোক। এশার নামাজের বাদ আমি আরবীতে বক্তব্য রাখি ও প্রশ্নের জবাব দিই। এখানেও আমার বক্তব্য ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়। এখানের নামাজ ও প্রোগ্রামে আমার ছেলে, বৌমা, স্ত্রীও অংশ গ্রহণ করেছিল।

১৪ই নভেম্বর '৯৯ আমার প্রোগ্রাম ছিল সান্টাক্লারা (Santaclera) শহরে। প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছিলেন এখানকার মুসলিম উম্মার দায়িত্বশীল ইঞ্জিঃ রফিকুল ইসলাম। সান্টাক্লারা হলো ক্যালিফোর্নিয়া State এর ২য় বৃহত্তম শহর। শহরটি প্রশান্ত মাহসাগরের উপকূলে অবস্থিত। শহরটি কম্পিউটার টেকনোলজির সেন্টার। ইনটেল কোম্পানীর হেড অফিস এখানে। ইনটেলের সাকরামিন্টোর কারখানায় ৫ হাজার লোক কাজ করে। আর সান্টাক্লারার কারখানায় কাজ করে ৮ হাজার লোক। রফিক

www.pathagar.com

সাহেব তার বাসায় বাংলা ভাষাভাষী কয়েকজন ইসলাম প্রিয় লোকদের বৈঠক ডেকে রেখেছিলেন। ১৪/১৫ জন বেশ ভাল মানের লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি বক্তব্য রাখি ও প্রশ্নের জবাব দিই। অতঃপর খানা ও বিশ্রামের পরে আসরের নামাজ নিকটবর্তী মসজিদে আদায় করি। মসজিদটি ছিল একটি গীর্জা। মুসলমানরা খরিদ করে এটাকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছেন। সান্টাক্লারা রাজধানী শহর সাকরামিন্টো হতে ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। আমার ছেলে মাসউদ Drive করে আমাকে নিয়ে যায় এবং প্রোগ্রাম শেষে আবার সাকরামিন্টোতে নিয়ে আসে। ১৫ই নভেম্বর আমার পূর্ব নিদ্ধারিত প্রোগ্রাম ছিল সাকরামিন্টোতে ইকনার (ইসলামী সার্কেল অফ নর্থ আমেরিকা) দায়িত্বশীল ইব্রাহীম হামদানীর সাথে। আমরা এখানে পৌঁছে পহেলা এশার নামাজ আদায় করি এবং হামদানী সাহেবের বাড়ীতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। ইকনা হলো উপমহাদেশের আমেরিকায় বসবাসরত ইসলামী আন্দোলনের লোকদের দেশ ভিত্তিক সংগঠন। হামদানী সাহেবের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম আমেরিকায় ইকনার ৩০০ শত সদস্য আছে।

১৮ই নভেম্বর রাত ৮-২৫ মিনিটে South West এয়ার লাইনের বিমানে লসএঞ্জেলস (Loss Angels) রওয়ান করি এবং রাত ৯-৪০ মিনিটে লসএঞ্জেলস বিমান বন্দরে অবতরণ করি। লসএঞ্জেলস হলো ক্যালিফোর্নিয়া State এর সর্ববৃহৎ শহর। শহর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দূরত্ব মাত্র ১৫ মাইল। এ শহরে লোক প্রায় ৫০ লক্ষ। বাংলাদেশী লোকের সংখ্যা এখানে প্রায় বিশ হাজার। বিদেশীদের মধ্যে আরবদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। দ্বিতীয় নম্বরে হলো পাকিস্তানী। আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেছে এ রকম বাংলাদেশীদের সংখ্যা দুই হাজারের বেশী হবে না। এখানে ঢাকার লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, দ্বিতীয় নম্বরে হলো পাবনা।

১৯শে নভেম্বর আমার প্রোগ্রাম ছিল Corona নামক এলাকায়। করনা জামে মসজিদে বক্তব্য রাখা, খোতবা দেয়া ও নামাজ পড়ানো। ইসনা ও ইকনা মিলিতভাবে এ মসজিদটি করেছে। আমি যেখানে ছিলাম সেখান

www.pathagar.com

হতে এর দূরত্ব ৬০ মাইল। এখানে পৌঁছে আমি বক্তব্য রাখি, খোতবা দেই ও নামাজ পড়াই। এখানকার পুরুষ মহিলা মুসল্লীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল পাকিস্তানী। অল্পকিছু আরব ও বাংলাদেশীও ছিল। নামাজান্তে ইকনার দায়িত্বশীল ডাঃ সাদেকের বাড়ীতে খানা খেয়ে আবার আস্তানায় ফিরে আসি। ২০শে নভেম্বর সারাদিন সংগঠনের বিভিন্ন লোকদের সাথে দেখা সাক্ষাতে কাটাই। মাগরিব বাদ "Muslim American Society"এর আঞ্চলিক প্রধান হাইতাম আব্দুল হাফিজের সাথে উম্মা অফিসে সাক্ষাৎকার দিই। বাংলাদেশের সাবেক শিবির সদস্য ডাঃ আব্দুল আওয়াল ও ডাঃ ফয়েজ উনাকেসহ উম্মা অফিসে আসেন। মুসলিম আমেরিকান সোসাইটি হলো দেশ ভিত্তিক আমেরিকায় বসবাসরত আরব মুসলমানদের একটি রেজিস্টার সংগঠন। এনার সাথে প্রায় এক ঘন্টাকাল তাদের সংগঠন ও আমাদের বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে মত বিনিময় হয়। যেহেতু হাইতাম সাহেব আরব তাই আমি তাকে আমাদের আরবী পত্রিকা, এনজিওর কার্যক্রম সম্পর্কীয় আরবী বই ও আমাদের সংগঠনের আরবী পরিচিতি ইত্যাদি দেই। রাতে মুসলিম উম্মার সহকারী দায়িত্বশীল তাইফুর সাহেবের বাসায় সংক্ষিপ্ত এক বৈঠকে ও খানার দাওয়াতে অংশ গ্রহন করি। ২১শে নভেম্বর দিনব্যাপী উম্মা অফিসে পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের T.S প্রোগ্রাম ছিল। এখানে দরসে কোরআন দেই, নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে আলোচনা রাখি ও প্রশ্নের জবাব দেই। আছর বাদ সূধী বৈঠকে বক্তব্য রাখি। এখানে মুসলিম উম্মার দায়িত্বশীল হলেন মাওলানা আব্দুল মুকিত। অল্পবয়সী লোক, বাড়ী সিলেট।

২২শে নভেম্বর সকালে গোসল ও নাস্তা সেরে লসএনজেলস্থ কানাডার কন্সুলেটে কানাডার ভিসার জন্য যাই। এবং ভিসা সংগ্রহ করে আস্তানায় ফিরে এসে নামাজ ও খানা খেয়ে বিশ্রাম নেই। সাকরামিন্টো হতে আমার ছেলে লসএনজেলস হতে কিছু বাংলাদেশী মাছ আনার জন্য ফোনে বলেছিল, তাই উম্মার সদস্য মাদারীপুরের সাবেক শিবির সদস্য খাইরুল আলম দুলনকে নিয়ে বাজারে বের হয়ে যাই। খাইরুল আলম দুলন হলো সাবেক শিবির সভাপতি সাইফুল আলম খান মিলনের ছোট

www.pathagar.com

ভাই। উম্মার পক্ষ হতে এখানে মেহমানদারীর দায়িত্ব ছিল তার ও পাবনার উম্মার সদস্য আশরাফ হুসাইনের। তারা উভয়ে যেভাবে আমার মেহমানদারী করেছে তা ভুলবার নয়। আমি খাইরুল আলমের সাথে মাছ কিনতে এক ঢাকাস্থ বাংলাদেশী মালিকের দোকানে যাই। দোকানদার আমাকে বললেন, বাংলাদেশ হতে আমেরিকায় মাছ, পোলাও এর চাল ও চা আমদানী হয়। এ দোকানে বেশীরভাগ জিনিষপত্র ছিল ইন্ডিয়ার। দোকানের একাংশে হোটেলও ছিল। খুলনায় আমার মহল্লার একটি মেয়ে আমাকে দেখে চিনে পরিচয় দিল। সে এই দোকানে চাকুরী করে। মাছ খরিদ করে আস্তানায় এসে নাস্তা সেরে সাকরামিন্টোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। বিমান বন্দরে খাইরুল আলম ও আবুল কালাম আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানান। রাত ১১টায় সাকরামিন্টোতে পৌঁছি।

সাকরামিন্টোর ইনটেল কোম্পানীর কম্পিউটার কারখানায় বিভিন্ন দেশ সহ ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ারও কাজ করে। কারখানার মালিকরা আমেরিকান খৃষ্টান ও ইহুদী হলেও মুসলমান ইসলামপন্থি কর্মচারীরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নামাজ পড়ার জন্য কারখানার ভিতরেই সুন্দর প্রশস্ত একটি রুম বরাদ্দ করিয়েছে এবং এখানেই তারা নামাজ আদায় করে। বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা এখানেই খুবই কম। আমার ছেলেসহ ইন্ডিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশী কয়েকজন যুবক ইঞ্জিনিয়ার পর্যায়ক্রমে তাদের বাসায় সপ্তাহে একটি করে বৈঠক করে, যেখানে কোরআন ও হাদিসসহ বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ের উপরে আলোচনা হয়। এই ধরনের একটি আলোচনা বৈঠকে আমাকেও দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। ওখানে আমি দরসে কোরআন দেই, আলোচনা করি, প্রশ্নের জওয়াব দেই। ২৬শে নভেম্বর পর্যন্ত সাকরামিন্টোতে অবস্থান করে ২৭ তারিখ (Detroit) ডেটরয়েটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে বিমান বন্দরে পৌঁছি। Sacraminto বিমান কাউন্টারে গিয়ে জানতে পারি যে, সেন্টলুইস হতে যে বিমানে আমি ডেটরয়েট যাব T.W.A এয়ার লাইনের সাকরামিন্টো-সেন্টলুইস বিমান বিলম্বে ছাড়ায় ডেটরয়েটের বিমান পাওয়া যাবেনা। তাই কাউন্টারের

www.pathagar.com

এয়ার লাইন কর্মচারী আমাকে পরামর্শ দিল, আমি যেন রাত ১২টায় সানফ্রানসিসকো হতে T.W.A এর বিমানে সকালে S. Luis পৌঁছে ভোরে ওখান হতে ডেটরয়েটের বিমান ধরি।

বাসায় ফিরে না গিয়ে প্রোগ্রাম ঠিক রাখার জন্য অগত্য তার পরামর্শ মত নতুনভাবে সারফ্রানসিসকো হতে রাত ১২টায় এবং সেন্ট-লুইস হতে সকালের একটি ফ্লাইটে বুকিং দিই। সাকরামিন্টো হতে সানফ্রানসিসকোর দূরত্ব দেড়শত মাইল। আমার ছেলের গাড়ী ত্রুটিমুক্ত না থাকায় সে একটি ট্যাক্সি (ড্রাইভার বিহীন) ভাড়া করে ১০০ মাইল রান করে আমাকে সানটাক্লারা রফিকুল ইসলাম সাহেবের বাসায় পৌঁছে দিয়ে যায়। এশার নামাজ ও রাতের খানার পর রফিক সাহেব তার গাড়ীতে আমাকে সানপ্রানসিসকো পৌঁছেয়ে দিয়ে যান। রাত ১২টায় বিমানে আরোহন করে সেন্ট-লুইস হয়ে সকাল ৬টায় Detroit পৌঁছি। উম্মার দায়িত্বশীলরা বিমান বন্দরে আমাকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর আস্তানায় পৌঁছে গোসল ও নাস্তা সেরে বিশ্রাম করি। কেননা সারা রাতই আমি বিমানে বসে কাটিয়েছিলাম। বিলম্বে পৌঁছার কারণে আমার দুটি প্রোগ্রাম মিস হয়েছিল। আমেরিকায় Thank giving day এর ছুটি থাকায় শনি-রবিসহ একাধারে চার দিনের ছুটি পেয়ে ঐ প্রোগ্রাম পরবর্তী দিনে করে নেয়া হয়।

ডেটরয়েট শহরটি মিশিগান স্টেটের সর্ববৃহত্তম শহর। মিশিগান State এর আয়তন হলো ৫৬,৮০৯ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। রাজধানী ল্যানসিং (Lansing)। ডেটরয়েট Detroit শহরের লোক সংখ্যা ১০ লক্ষ, আবহাওয়া খুবই ঠান্ডা। শীতের মৌসুমে প্রচুর বরফপাত হয়। বিশ্বের নামকরা গাড়ী তৈরীর কারখানা ও হেড কোয়ার্টার এখানে। নিউইর্য়ক হতে এর দূরত্ব ৬৫০ মাইল। এ শহরে প্রায় ৪ হাজার বাংলাদেশী লোক বাস করে। যার অধিকাংশ সিলেট জেলার অধিবাসী। এদের বেশীর ভাগই মটর কারখানায় কাজ করে। এখানে "মুসলিম উম্মা ইন আমেরিকার কাজ ভালই। মহিলাদের ভিতরেও ভাল কাজ আছে। জনাব রফিকুল ইসলাম (সাবেক শিবির সদস্য) বাড়ি জামালপুর জেলায়, তিনি এখানে মুসলিম উম্মার সভাপতি। আর সিলেট থেকে

www.pathagar.com

আগত জামায়াতের মহিলা রুকন মালেকা বেগম মহিলাদের দায়িত্বশীলা। উম্মার লোকদের প্রচেষ্টায় এখানে একটি মসজিদ হয়েছে। যার সাথে একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও লাইব্রেরীও আছে। মসজিদের দুইজন ইমাম। একজন সিলেট জেলার অধিবাসী জনাব মাওলানা আব্দুর লতীফ। ভাল আলেম, আরবী ও ইংরেজী জানেন, অন্য আর একজন ইমাম আফ্রিকাস্থ ঘানার অধিবাসী। মদিনা ইউনিভার্সিটি হতে ডিগ্রি লাভ করেছে। নাম শেখ আলী। তিনি ইসনার সদস্য। তার কাছে জানতে পারলাম ঘানায় শতকরা ৫৫ জন মুসলমান তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা খৃষ্টানদের হাতে। অবশ্য ব্যবসা বাণিজ্যে মুসলমানেরা খুবই অগ্রসর। ২৮শে নভেম্বর যোহর বাদ মসজিদে উম্মার কর্মীদের বৈঠকে বক্তব্য রাখি ও তাদের প্রশ্নের জবাব দেই। মাগরিব বাদ এই মসজিদে সাধারণের জন্য ওয়াজ মাহফিলের ও সকলের জন্য খানার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি এখানে বক্তব্য রেখে বাসায় ফিরে আসি। মুসলিম ছাত্রদের জন্য এ শহরে একটি হাইস্কুল আছে। ২৯ তারিখ দেখা-সাক্ষাতে কাটাই। ৩০ তারিখ মহিলাদের আবদারের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখি। ১লা ডিসেম্বর এশা' বাদ ইকনার নেতৃবৃন্দের সাথে পূর্ব নির্দ্ধারিত এক বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের কার্যক্রমের উপরে বক্তব্য রাখি। প্রশ্নের জবাব দেই এবং খানা খেয়ে আস্তানায় ফিরে এসে বিশ্রাম করি।

২রা ডিসেম্বর ভোর ৫টায় শিকাগোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে বিমান বন্দরে পৌঁছি। ডেটরয়েটের উম্মার সভাপতি রফিকুল ইসলামসহ কতিপয় দায়িত্বশীল আমাকে বিমান বন্দরে বিদায় সম্বর্ধনা জানান। শিকাগোর কানেকটিং ফ্লাইট পাওয়ার জন্য আমাকে সেন্ট লুইসে প্রায় আড়াই ঘন্টা বসে থাকতে হবে বলে রফিকুল ইসলাম ও বাড়ীওয়ালা (যে বাড়িতে আমি ছিলাম) নজরুল ইসলাম সাহেব টিফিন বক্সে সুন্দর করে আমার সাথে নাস্তা দিয়েছিলেন। কেননা এ খৃস্টান দেশে যত্রতত্র হালাল খাদ্য পাওয়া মুশকিল। বেলা ১১-১৫ মিনিটে শিকাগো বিমান বন্দরে অবতরণ করি। এখানের মুসলিম উম্মার সভাপতি হলো নায়েবে আমীর সামসুর রহমানের ছেলে ডাঃ শরিফুল ইসলাম লাবলু। সে তার সাথী এক ডাক্তারকে নিয়ে আমাকে নেয়ার জন্য বিমান বন্দরে আসে।

www.pathagar.com

তার সাথে তার বাসায় চলে যাই। তার একমাত্র ৪ বছরের মেয়ে আন্‌জুন্নাহার আমাকে পেয়ে দাদাকে পেয়েছি বলে খুবই আনন্দ করছিল। ডাঃ শরিফের স্ত্রী হলো জামাতের সাংগঠনিক সেক্রেটারী রংপুর শহরের রুহুল ইসলাম সাহেবের কন্যা। বৌমা তার শ্বশুর ও আব্বার বন্ধুকে পেয়ে যে কদিন এখানে ছিলাম যথেষ্ট সেবা যত্ন করেছে।

শিকাগো হলো আমেরিকার তিন নম্বর সিটি। State এর নাম Illionis ইলিনায়েস। রাজধানী ইস্প্রিংফিল্ড। ইলিনায়েস State এর আয়তন হলো ৫৫,৫৮৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা হলো ১ কোটি ১৫ লক্ষ। শিকাগো শহরে মোট ৮০ লক্ষ লোক বাস করে। শিকাগো হলো আমেরিকার একটি প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র। এখানে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের মালিক হলো ইহুদী। আমেরিকার সর্ব্বোচ্চ বিল্ডিং ১১০ তলা শিকাগোতে অবস্থিত। এর ডিজাইনার ছিল একজন বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার। শিকাগোতে বিভিন্ন ভাষার মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ। মুসলমানদের মধ্যে ফিলিস্তিনি আরবদের সংখ্যাই সর্বাধিক। এদরেকে ইহুদীরা পশ্চিমাদের সহয়োগিতায় তাদের দেশ ও ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত করে উদ্বাস্তু বানিয়েছে এবং আমেরিকা এদেরকে উদ্বাস্তু হিসাবে তাদের দেশে শিকড়হীন করে আশ্রয় দিয়েছে। এ যেন গরু মেরে জুতা দান।' এ শহরে আফ্রিকা হতে আগত কালো লোকের সংখ্যা যথেষ্ট। এদের পূর্ব পুরুষদেরকে আমেরিকান ইংরেজরা আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বন্ধী করে জাহাজ ভর্তি করে তাদের নতুন আবিস্কৃত দেশ আমেরিকায় জঘন্য ধরনের কঠোর শ্রমের কাজ করতে বাধ্য করেছে। এখন সময়ের ব্যবধানে দাস প্রথা যেমন রহিত হয়েছে, তেমনি কালোরাও তাদের মানবিক ও নাগরিক অধিকারের ব্যাপারে ক্রমশই সচেতন হয়ে উঠেছে। এ শহরে বাংলাদেশীদের সংখ্যা ৩ হাজারের মত। ঐদিন বাদ এশা' ছোট্ট একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখি। এখানে উর্দুভাষীদের সংখ্যা ছিল বেশী।

৩রা ডিসেম্বর চট্টগ্রাম শহরের মাওলানা তৈয়ব সাহেরেব জামাই মাওলানা শিবলীর বাসায় দায়িত্বশীলদের এক বৈঠক ও খানার দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করি। আমার আগমণ উপলক্ষে শিবলী এ ব্যবস্থা করেছিল।

www.pathagar.com

শিবলী এখানে পড়াশুনাও করে আবার ব্যবসাও করে। সে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রি নিয়ে ছাত্র হিসাবে এখানে এসেছে। ৩রা ডিসেম্বর সকাল ৯টায় দুনিয়ার একটি নামকরা বৃহৎ লেক মিশিগানের পার্শ্বে অবস্থিত মৎস ঘর Sheed Acuarim দেখতে যাই। লেক মিশিগান দুনিয়ার ৪টি বৃহৎ লেকের একটি। এর এক পাড় হতে অন্য পাড় দেখা যায় না। আমেরিকার ৪টি State জুড়ে এই লেক। মৎস ঘরে দুনিয়ার বিভিন্ন নদী ও সাগর হতে সংগৃহিত নানা জাতের ও নানা রং-বেরং এর মাছ দেখে বাসায় ফিরে আসি। ৪ তারিখ উম্মার ছাত্রদের অবস্থিত ইসলামী সেন্টারের মসজিদে বক্তব্য রেখে খানা খেয়ে বাসায় ফিরে আসি।

৫ই ডিসেম্বর রবিবার বেলা ১টা ৩০ মিনিটে বিমানযোগে শিকাগো হতে নিউইয়র্ক পৌঁছি। এখানে নিউইয়র্ক শহরে স্কুল হলে "রমজানের তাৎপর্য" শীর্ষক এক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ আলোচনা সভায় আমি ছিলাম প্রধান অতিথী। সভায় মহিলাদেরও অংশগ্রহণের সুন্দর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। আসর হতে আরম্ভ করে রাত প্রায় ৭টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সভা চলে। সভা শেষে ঈশার নামাজ আদায় করে বাসায় চলে আসি।

উম্মার দায়িত্বশীলদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল নিউইয়র্ক উম্মার একজন দায়িত্বশীল মীর মাসুম আলীর বাসায়। মীর মাসুম আলী হলো সাবেক শিবির নেতা জনাব মীর কাসেম আলীর ছোট ভাই। বাসায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম বৌমা আমাদের বাগেরহাট জেলার মেয়ে। মীর মাসুমের বাচ্চারাও আমাকে পেয়ে দাদাকে পেয়েছি বলে খুবই আনন্দিত হয়েছিল। নিউইয়র্ক থাকাকালীন দিনগুলিতে এই বাসায় আমার আস্তানা ছিল।

৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় সদস্য ও সদস্যাদের এক বৈঠকে দরসে কোরআন দেই, বক্তব্য রাখি ও প্রশ্নের জবাব দিই। ৭ই ডিসেম্বর উম্মার সভাপতি আসাদুজ্জামান সাহেবের বাসায় দায়িত্বশীলদের এক বৈঠকে যোগদান করি ও খানা খাই। ১০ই ডিসেম্বর ইকনার কেন্দ্রীয় অফিসে ইফতার মাহফিলে যোগদান করি ও বক্তব্য রাখি। ১১ তারিখ সকালে

www.pathagar.com

মীর মাসূমের বাসায় এক প্রোগ্রামে যোগদান করি ও বক্তব্য রাখি। ১১ তারিখ সকালে মীর মাসূমের বাসায় উম্মার ছাত্র ও যুবক কর্মীদের উদ্দেশ্যে সাক্ষাতকার দেই ও তাদের প্রশ্নের জবাব দেই।

১২ই ডিসেম্বর সকাল ১১টা হতে আসর পর্যন্ত ছিল উম্মার সদস্য ও সদস্যাদের টিসি প্রোগ্রাম। আসর বাদ ছিল সূধী সমাবেশ। উভয় প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রেখে রাতের খানা খেয়ে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে রওয়ান হই। আগে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে নিউইয়র্ক শহরের কিছু বিবরণ দেয়া প্রয়োজন বোধ করছি।

নিউইয়র্ক শহর হলো আমেরিকার সর্ব প্রধান শহর, আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এটা প্রধানত বিশ্বের একটা নামকরা বাণিজ্যিক শহর। বিশ্ব বাণিজ্য(World Trade Centre) সংস্থার ১০৮ তলা বিশিষ্ট বিখ্যাত ভবনটি এখানে। তবে এ শহরের রাজনৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম। জাতিসংঘের হেডকোয়ার্টার এই শহরটিতে অবস্থিত। নিউইয়র্ক স্টেটের আয়তন ৪৯ হাজার বর্গমাইল, রাজধানী আলবানী। লোক সংখ্যা ১ কোটি। বাংলাদেশীদের সংখ্যা এক লক্ষের মত। গোটা আমেরিকায় যত বাংলাদেশী আছে তার অর্ধেক প্রায় নিউইয়র্কে বাস করে। আমি ১০ই ডিসেম্বর শুক্রবার আরবদের প্রতিষ্ঠিত ও নির্মিত মসজিদ "মসজিদে আল খায়েরে" জুমার নামাজ আদায় করে ২জন সাথীকে নিয়ে (জনাব দেলওয়ার ও জনাব হাসান) জাতিসংঘ ভবন দেখতে যাই। জাতিসংঘ ভবনের সামনে বিশ্বের ১৮৮টি দেশের পতাকা সারিবদ্ধভাবে উড়ছিল। হার্ডসন নদীর উপকূলে বিরাট এলাকা জুড়ে জাতিসংঘ ভবন অবস্থিত। ভবন এলাকার প্রবেশ দ্বারের সামনে ভারতীয় একদল শিখকে খালিস্তানের (শিখদের স্বাধীন দেশ দাবীর) পক্ষে বিক্ষোভ করতে দেখলাম। টিকিট করে ভিতরে প্রবেশ করলে গাইড আমাদেরকে নিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ হলগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান। প্রায় এক ঘন্টারও অধিক সময় ধরে আমরা আভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি দেখা সমাপ্ত করে ট্রেন যোগে আস্তানায় ফিরে আসি। জাতিসংঘ ভবন দেখার পথে যে মসজিদ "আল খায়েরে" আমরা জুমার নামাজ পড়ছিলাম ঐ মসজিদের ইমাম একজন মিশরীয় আরব। তিনি খোতবা আরবী ও ইংরেজীতে দুই ভাষায়

www.pathagar.com

দিলেন। নামাজান্তে ইমাম সাহেবের কাছে দু'জন মহিলা ও দু'জন পুরুষ ইসলাম কবুল করলেন। ৪ জনই ছিলেন শেতাঙ্গ খৃষ্টান।

১২ই ডিসেম্বর নিউইয়র্কের সফর সমাপ্ত করে ওয়াশিংটনে রাত ১১টায় গিয়ে উপস্থিত হই। চাঁপাই নবাবগঞ্জের অধিবাসী ওয়াশিংটন হার্ডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আবুল কাশেম সাহেবের বাসায় আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ওয়াশিংটন ডিসি (Washington D.C) হলো U.S.A এর রাজধানী শহর। White house ও কংগ্রেস ভবন ইত্যাদি এই শহরে অবস্থিত। শহরের আয়তন হলো ৬১ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ৬ লাখ ১৫ হাজারের মত। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষক ও প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের নামানুসারে এ শহরের নাম রাখা হয়। এই শহরটি যেখানে অবস্থিত তার নাম দেয়া হয়েছে ওয়াশিংয়টন ডিসি (District Colombia) এটা কোন State নয় বরং ভার্জিনিয় State এর অংশ মাত্র। ৬৮ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট শহরটি রাজধানী শহর ও ফেডারেল শাসনের অধীন। কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় বড় বড় স্থাপনা এই শহরে অবস্থিত। ওয়শিংটন নামে একটি State আমেরিকায় আছে যেটা আমেরিকার উত্তর পশ্চিম কোণে কানাডার বর্ডারে অবস্থিত। আমি ওয়াশিংটন State-এ সফরও করেছি যার বিবরণ আমার সফর বিবরণের মধ্যে আসবে।

১৩ই ডিসেম্বর ডাঃ আবুল কাশেম আমাকে নিয়ে বেলা ১২টার দিকে বের হন। এদিন খুব বর্ষা হচ্ছিল এবং প্রচন্ড ঠান্ডা ছিল। আমরা হোয়াইট হাউস ও কংগ্রেস ভবন দেখে আমেরিকান মুসলিম কাউন্সিলের অফিসে গিয়ে হাজির হই। "American Muslim Council" আমেরিকায় মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থের পক্ষে কাজ করছে। অফিসে উপস্থিত হলে পরে Executive Director, Aly Abdur Aakouk (লিবিয়ান আরব) আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান এখানে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা সেরে ভার্জেনিয়ার "ইন্টারন্যাশরনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থটের" (International Institute of Islamic Thought) অফিস পরিদর্শনের জন্য আসরের ওয়াক্তে গিয়ে হাজির হই। সেক্রেটারী-জেনারেল আমার পুরাতন বন্ধু ডঃ আহম্মদ তুতুনজী আমাদেরকে

www.pathagar.com

অভ্যর্থনা জানান। Thought অফিস পরিদর্শন করে আমরা সোজা ইকনার ওয়াশিংটনস্থ অফিসের দিকে রওয়ানা হই। কেননা পূর্বাহ্নেই আমার ইকনা অফিসে ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের পৌছাতে বিলম্ব হওয়ায় ইফতার, নামাজ ও খানা সেরে বক্তব্য রাখি এবং প্রোগ্রাম শেষ করে আস্তানায় চলে আসি। ১৪ই ডিসেম্বর ডাঃ আবুল কাশেম সাহেবের বাসায় উম্মার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখি। রাত্রে তারাবির পরে আমার প্রোগ্রাম রাখা হয়েছিল ওয়াশিংটন শহরের মেরিল্যান্ড অবস্থিত M.C.C জামে মসজিদে। বিষয় ছিল "মানবতার কল্যাণ একমাত্র ইসলামী বিধানেই নিহিত" অধিকাংশ মুসল্লী উপমহাদেশের হওয়ার কারণে বক্তব্য আমি উর্দুতে রাখি। তবে অল্প সংখ্যক আরব ও ইংরেজী ভাষীও ছিল যাদের জন্য পরে পুরা বক্তব্যটাই ইংরেজীতে অনুবাদ করে শুনানো হয়। ১৪ই ডিসেম্বর প্রচন্ড শীত ও বর্ষা থাকায় এবং সারাদিন শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করায় আমার বেশ ঠান্ডা লেগেছিল। ১৫ই ডিসেম্বর ঠান্ডা লাগার ভয়ে বর্ষার ভিতরে আর বের হইনি। অবশ্য ১৫ই ডিসেম্বর ইফতার বাদ নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে বাসে রওয়ানা হই। রাত ১০টা নাগাদ নিউইয়র্কে পৌছি এবং মীর মাসূমের বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নেই।

এবারে নিউইয়ার্কে কয়েকদিন ব্যস্ত জীবন-যাপন করে ২২শে ডিসেম্বর লন্ডন চলে যাই এবং ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রোগ্রাম করে ২৯শে ডিসেম্বর নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করি।

নিউইয়র্কে আমার থাকার ব্যবস্থা ছিল মুসলিম উম্মার ১ জন দায়িত্বশীল সদস্য সাইফুল্লাহ খাঁনের বাসায়। সাইফুল্লাহ খান আমার বন্ধু করাচীতে কার্যরত জনাব মুসলিম আলী সাহেবের জামাতা। আমার সাথে আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল। সে এবং তার ছোট্ট পরিবারের লোকেরা আমাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছিল। ৩১শে ডিসেম্বর ইকনার হেড কোয়ার্টারে জুময়ার নামাজ আদায় করি। ১লা জানুয়ারী ইকনার হেড কোয়ার্টারে তারাবী নামাজের পর নামাজীদের উদ্দেশ্যে প্রায় ১ ঘন্টার একটি বক্তব্য উর্দু ভাষায় রাখি। গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং কিছু

www.pathagar.com

সংখ্যক লোক ইংরেজী ভাষার থাকার কারণে আমার পুরা বক্তব্যটাই ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে শুনান হয়।

১লা জানুয়ারী সকালে বাগেরহাট জেলার অধিবাসী ইসলামী আন্দোলনের এক পুরাতন কর্মী আমার স্নেহের মাওঃ মুহিউদ্দিনকে নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (World Trade Centre) ১০৮ তলা বিশিষ্ট হেড কোয়ার্টার দেখতে যাই। এখানে প্রবেশ এবং সুউচ্চ সেন্টারের উপরের তলায় পৌঁছার যথারীতি টিকেট করতে হয়, অতঃপর দেহ তল্লাসী করে হাতে সিল লাগাতে হয়েছিল। আমরা আনুষ্ঠানিকতা সেরে একেবারে সর্বোচ্চ তলায় আরোহন করি। এখানে দর্শণীয় অনেক কিছুই আছে। তাছাড়া ছায়াছবির মাধ্যমে অনেক কিছু প্রদর্শন করানো হয়। ১০৮ তলা বিশিষ্ট সুউচ্চ বিরাট বিল্ডিংয়ে এমন শক্তিশালী লিফট লাগানো হয়েছে যে আমাদের নামতে মাত্র ১ মিনিট সময় লেগেছিল। এদিন ইফতার মাহফিলে আমার দাওয়াত ছিল নিউইয়ার্কের "বাংলা পত্রিকার" পরিচালক মন্ডলীর অন্যতম পরিচালক সাবেক এম.পি হাফেজা আসমার বড় ছেলে নিয়াজ আহমদের বাসায়। নিয়াজ আহমদ বাংলাদেশে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল। এখন সে মুসলিম উম্মার সাথে কাজ করছে। তার বাসার ইফতার মাহফিল ছিল স্থানীয় মুসলিম উম্মার উদ্যোগে।

২রা জানুয়ারী দেখা সাক্ষাতে কাটাই। ৩রা জানুয়ারী মুসলিম উম্মা আমেরিকার নব নির্বাচিত সভাপতি জনাব নূরুজ্জামান এবং শুরা সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিউইয়র্কের সদস্যের এক সম্মেলন ছিল। এ সম্মেলনে আমি প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখি ও সকলকে নিয়ে উম্মার নব নির্বাচিত দায়িত্বশীলদের কামিয়াবীর জন্য দোয়া করি। পরদিন অর্থাৎ ৪ঠা জানুয়ারী আমার এ পর্যায়ের সফর শেষ করে ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী সাকরামিন্টোর উদ্দেশ্যে T.W.Aএ বিমানে নিউইয়র্ক বিমান বন্দর হতে রওয়ানা হই। বিমান বন্দরে আমাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল মুসলিম উম্মার সেক্রেটারী জনাব আরিফ এবং সিনিয়র সদস্য জনাব সাইফুল্লাহ খাঁন। ইফতার যেহেতু পথে তাই সাইফুল্লাহ খানের বাসা হতে ইফতারী আমার সাথে দিয়েছিল। প্লেনে এ

www.pathagar.com

ইফতারী দিয়ে ইফতার করি। নিউইয়র্ক হতে সেন্ট লুইস প্রায় আড়াই ঘন্টার সফর। সেন্ট লুইসে বিমান বদল করে সাকরামিন্টোর বিমানে উঠে ইফতার করি। অতঃপর একটানা প্রায় ৪ ঘন্টা উড়ে রাত ১০টার পরে সাকরামিন্টোতে অবতরণ করি। লাগেস সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখি আমার ১টা লাগেস এসেছে আর একটা আসেনি। ফলে কাউন্টারে রিপোর্ট করি এবং আমার ছেলের বাসার ঠিকানা ও ফোন নম্বর তাদের নির্ধারিত ফরমে লিখে দিয়ে আসি। T.W.A কাউন্টার জানাল কানেকটিং ফ্লাইটে মাল উঠাবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ছিল না বিধায় কতক আরোহীর কিছু মাল রয়ে গিয়েছে। যা আগামীকাল ১২টায় আসবে এবং সময়মত আপনাদের বাসায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। আমার ছেলের বাসা ছিল বিমান বন্দর হতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে। পরের দিন দুপুর বাদ আমাকে ফোন করে জানান হলো যে বিকেল ৫টায় আপনার লাগেস আপনার বাসায় পৌঁছাবে। সত্যিই ঠিক কাটায় কাটায় একেবারে ৫টায় এয়ার লাইনের লোক বাক্স নিয়ে আমার ঠিকানা মোতাবেক ঘরের দরজায় এসে হাজির। এখানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিমান সার্ভিস প্রাইভেট এবং তাদের সেবার মান খুবই উন্নত। সামান যদি ভাল করে প্যাক করা না থাকে তাহলে বিমান কাউন্টারের কর্মচারীরা কার্টুন, পলিথিন পেপার ইত্যাদি দ্বারা ভাল করে প্যাক করে দেয়। এভাবে একবার লস এঞ্জেল্‌স থেকে আসতে এবং একবার নিউইয়র্ক থেকে আসতে দুবারই বিমান কর্মচারীরা আমার লাগেস সুন্দর করে প্যাক করে দিয়েছিল। সত্যিই এদের সেবার মান দেখলে আমাদের দেশের বিমানের সেবার মানের দৈন্যতা বিশেষভাবে ফুটে উঠে। আমেরিকায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেকগুলি এয়ার লাইনই আছে এবং সবই প্রাইভেট। আমেরিকায় এয়ারপোর্ট সংখ্যা হলো ৫০টি স্টেস্টে মোট ১৪,৪৫৯টি।

৮ই জানুয়ারী শনিবার আমেরিকায় ঈদুল ফিতর উদযাপন করা হয়। ঈদ উপলক্ষে আমার ছোট ছেলে আস্টিন হতে এবং ছোট মেয়ে জামাই সিয়াটল হতে আমাদের সাথে ঈদ করার জন্য সাকরামিন্টোতে এসেছিল। এখানে আমার দুই ছেলে এবং জামাই মেয়ে আমাদের

www.pathagar.com

(স্বামী-স্ত্রী) উভয়কে পেয়ে তারা এক সংগে আমাদের সাথে ঈদ করার জন্য সাকরামিন্টোতে আমার মেঝে ছেলের বাসায় এসে হাজির হয়েছিল। আমার মেঝ বৌমা বেশ অসুস্থ থাকার কারণে ঈদ একত্রে করলেও মনে ঈদের আনন্দ ছিলনা। আমেরিকায় ঈদ হয়েছিল ৮ই জানুয়ারী শনিবার। ঈদের পর আমরা ১৩ই জানুয়ারী পর্যন্ত সাকরামিন্টোতে অবস্থান করি। অতঃপর ছোট মেয়ে এবং জামাইর অনুরোধে জামাইয়ের কর্মস্থল ওয়াশিংটন স্টেটের প্রধান শহর সিয়াটলে ১৪ই জানুয়ারী গিয়ে হাজির হই। কানাডা সংলগ্ন প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত ওয়াশিংটন স্টেটটি খুবই মনোরম ও সবুজ। এখানে শীতের সময় প্রচন্ড শীত হয়। তবে প্রচুর বর্ষা থাকার কারণে অন্যান্য এলাকার মত গাছের সবুজ পাতা ঝরে যায়না।

ওয়াশিংটন স্টেটের আয়তন হলো ৬৬ হাজার ৫ শত ৮২ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ৫০ লক্ষ মাত্র। রাজধানীর নাম অলিম্পিয়া, সবচেয়ে বড় শহর হলো সিয়াটল (Seatle) এখানে বোয়িং বিমান তৈরীর প্রসিদ্ধ কারখানা অবস্থিত। সিয়াটল শহরটি খুবই সুন্দর। শহরের প্রান্ত দিয়ে একটি প্রশস্ত লেক চলে গিয়েছে। এই লেকে প্রমোদ ভ্রমণের জন্য সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্বলিত যন্ত্রচালিত সুন্দর নৌযানের ব্যবস্থা আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী আমেরিকার অধিবাসী বিল গেট্‌স এই শহরেই বাস করে। তার দৈনিক আয় হলো ৯০ বিলিয়ন ডলার। এই শহরে সে ৭৮ মিলিয়ন ডলার (চার হাজার কোটি টাকা) দিয়ে একটি বাড়ী করেছে। যেখানে সে বাস করে। লেকের পার্শ্বে অবস্থিত বিল গেট্‌সের এই বিলাস বহুল বাড়িটি দেখার জন্য দৈনিক প্রচুর লোকের এখানে সমাগম হয়।

এখানে চায়নিজদের সংখ্যা বেশ এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেশ প্রতিষ্ঠিত। শহরের মেয়র একজন চায়নিজ অরিজিন। ১৭ই জানুয়ারী সোমবার আমরা পাঁচজন আমার স্ত্রী, ছোট ছেলে ও ছোট মেয়ে ও জামাইসহ প্রশান্ত মহাসাগর কাছ থেকে দেখার জন্য কারে "পাপুশের" দিকে রওয়ানা হই। আমরা সিয়াটল শহর সংলগ্ন ওয়াশিংটন লেক যে ফেরিতে পার হয়েছিলাম সেটা বেশ বড় এবং সুন্দর। ৩ তলা বিশিষ্ট এই ফেরীটিতে একত্রে ২৫০ আড়াইশত গাড়ী পার হতে পারে। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমরা লেকের উপর দিয়ে প্রায় এক মাইল লম্বা একটা পুল

www.pathagar.com

পার হয়ে উঁচু ও দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হতে থাকি। আমরা যে দুর্গম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তার এক সাইডে ছিল জংগল ও সু-উচ্চ পাহাড়, যার উচ্চতা প্রায় ১৪ হাজার ফিট আর এক দিকে ছিল পাহাড়ী লেক। পাহাড়ের চূড়াগুলি ছিল সাদা বরফে ঢাকা। আমাদের রাস্তার পার্শ্বেও প্রচুর বরফ ছিল। দীর্ঘ প্রায় ১৭৫ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে সূর্য অস্ত যাওয়ার সমান্য পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে গিয়ে হাজির হই। অতঃপর সেখানে কিছুক্ষন অবস্থান করে ও প্রশান্ত মহাসাগর দেখে সিয়াটল শহরের দিকে রওয়ানা হয়ে একটানা ৪ ঘন্টা চলে সিয়াটল শহরে এসে হাজির হই। দীর্ঘ ভ্রমণে আমরা ক্লান্ত ছিলাম বিধায় পরের দিন পুরা বিশ্রাম গ্রহণ করি। এশা বাদ সিয়াটল শহরের জামে মসজিদের এক প্রোগ্রামে উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে ঈমান ও আমলের উপর কোরআনে যে গুরুত্ব দিয়েছে তার উপর বক্তব্য রাখি। এখানে অর্থাৎ বৈঠকে পাকিস্তান সংলগ্ন উপজাতীয় এলাকার একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি পাকিস্তান ইসলামী আন্দোলনের সাথে এক সময় জড়িত ছিলেন। তার নাম মুহাম্মাদ আশরাফ। তিনি আমার আলোচনায় খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। সিয়াটলে আমি যে কয়দিন ছিলাম তার মধ্যে অর্থাৎ ৯ দিনে তিনবার তার বাড়ীতে আমাকে দাওয়াত উপলক্ষে যেতে হয়েছিল। তিনি ঐ খানার অনুষ্ঠানে আমার সাথে সাক্ষাৎ করাবার জন্য আরও লোকজনকে দাওয়াত দিয়েছিলেন।

আমার ছেলে ও জামাই তার বাড়ীর খানার দাওয়াতে আমার সাথে শরীক ছিল। তার সাথে ৮,৯ দিনে এত গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে, তিনিও দুইবার আমার আস্তানায় তার ছেলেসহ এসেছিলেন। তিনি বাংলাদেশ সফরের আগ্রহও প্রকাশ করেছিলেন।

আমার স্ত্রী অসুস্থ ছিল এবং সিয়াটল শহরের একটি উন্মত ধরনের হাসপাতালে তার টিউমার অপারেশনের প্রস্তুতি চলছিলো। অপারেশন ও তার পরবর্তী ফলো আপে যেহেতু সময় লাগবে তাই কাজের প্রয়োজনে তাকে মেয়ে-জামাই এর ওখানে রেখে আমি দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে সিয়াটল হতে ২৭শে জানুয়ারী রাতের ফ্লাইটে লস-এনজেল্স আসি। সকাল ৭টা আমি লস্এঞ্জেলস্ পৌঁছি। যেহেতু লস-এনজেল্স হতে পরবর্তী আন্তর্জাতিক ফ্লাইট (থাই এয়ার লাইন) ছিল ১২টা ৪৫

www.pathagar.com

মিনিটে তাই এই দীর্ঘ সময় টার্মিনালে অপেক্ষা করতে হবে বলে লস-এনজেলসে উম্মার দায়িত্বশীলদেরকে রাত্রে খবর দিয়ে রাখি। ফলে তারা এয়ারপোর্টের সন্নিকটে উম্মার এক দায়িত্বশীল সদস্য আওলাদ হোসাইন সাহেবের বাসায় আমার নাস্তা ও আরামের ব্যবস্থা করে রাখেন। সাকরামিন্টো হতে বিমানে উঠে ভোর ৭টার দিকে লস-এনজেলস বিমান থেকে অবতরণ করে টার্মিনালে বের হয়ে দেখি উম্মার সদস্য পাবনার আশরাফ হুসাইন আমাকে নেয়ার জন্য এসছেন। আশরাফ হুসাইন সাহেব গাড়ীতে করে আমাকে আওলাদ হোসাইন সাহেবের বাসায় নিয়ে যান। আওলাদ হোসাইন সাহেবের বাড়ী সুনামগঞ্জে। তিনি ও তার পরিবার অল্প সময়ের জন্য আমাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। তার স্ত্রী মুসলিম উম্মার কর্ম্মী। আমার জন্য তিনি কয়েক ধরনের উপাদেয় নাস্তা তৈরী করে রেখেছিলেন। আমরা সকলে মিলে নাস্তা করি এবং নাস্তা শেষে আমি ওখানেই কয়েক ঘন্টা আরাম করি। বেলা ১১টার পরে আওলাদ সাহেব তার দুই ছেলেসহ আমাকে টার্মিনালে পৌছিয়ে বিদায় সম্বর্ধনা জানান।

লস-এনজেলস হতে ১২-৪৫ মিনিটে রওয়ানা হয়ে একটানা ১২ ঘন্টা উড়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে থাই এয়ার লাইনের বৃহৎ আকারের বিমানটি জাপানের ওসাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করে। এখানে যাত্রীদেরকে নামিয়ে ফুয়েল নিয়ে এক ঘন্টা পর আবার রওয়ানা হয়ে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘন্টা উড়ে থাইল্যান্ডের রাজধানী শহর ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টে অবতরণ করে। পরবর্তী ফ্লাইটের জন্য আমাকে এখানে প্রায় দশ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। অতঃপর বেলা ১০-৪৫ মিনিটে থাই বিমান আমাদেরকে নিয়ে ঢাকার পথে রওয়ানা হয় এবং ঢাকা সময় ১২-৪৫ মিনিটে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করে। এভাবেই পুরা তিন মাস ৪টি দেশ সফর করে আল্লাহর অনুগ্রহে দেশে প্রত্যাবর্তন করি।

আমার স্ত্রী চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় সিয়াটোলের এক হাসপাতালে ভর্তি ছিল। ফলে সে আমার সাথে আসতে পারেনি। আমি দেশে ফিরে চাষীকল্যাণ সমিতির ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করে ও কুয়েতে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে কুয়েত থেকেই ২য়

www.pathagar.com

বার আমেরিকা যাই এবং এক জামাই ও দুই ছেলের বাসায় মাস খানেক কাটিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে নিউইয়ার্ক ও দুবাই হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করি।

জামায়াতে ইসলামীতে আমার বিভিন্ন দায়িত্ব পালন

১৯৫৬ হতে ১৯৫৮ এর অক্টোবর পর্যন্ত, অর্থাৎ সামরিক শাসন জারির আগ পর্যন্ত আমি জামায়াতে ইসলামীর খুলনা বিভাগের আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকি। সামরিক শাসন উঠে গেলে এবং জামায়াতের বিভাগীয় কাঠামো তুলে দেয়ার পরে আমি পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের নায়েবে আমীর হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হই এবং দেশ বিভক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করতে থাকি। ১৯৬২ হতে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ণ তিন টার্মে সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় শুরার আমি সদস্য ছিলাম। আমি যখন পূর্ব পাক জামায়াতের নায়েবে আমীর তখন আমীর ছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব ছিলেন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর।

বাংলাদেশ আমলে একটার্ম আমি মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবের এমারাতে সেক্রেটারী জেনারেল ছিলাম। অত:পর গোলাম আযম সাহেব আমীর হলে, তার অধীনে আমি তিন টার্ম সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছি। তার পরে আমাকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর নিয়োগ করা হয়। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর এমারতের দ্বিতীয় টার্মে আমাকে সিনিয়র নায়েবে আমীর করা হয়। বর্তমানে আমি এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।

আমার অতিরিক্ত দায়িত্ব

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত দারুল আরাবীয়া ও দারুল ইফতার রইস অর্থাৎ সভাপতির দায়িত্বও আমার উপরে। দারুল আরাবীয়া হতে আরবী ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা ১৯৯৫ সন হতে নিয়মিত আমার সম্পাদনায় বের হচ্ছে। পত্রিকাটির পাঠক আরব ওয়ার্ল্ডের সর্বত্রই আছে। তাছাড়া আরব দুতাবাস সমূহেও এর নিয়মিত পাঠক রয়েছে। এটাই বাংলাদেশের একমাত্র আরবী পত্রিকা। দেশের

www.pathagar.com

বড় বড় মাদ্রাসা সমূহে ও ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে এ পত্রিকার এজেন্সী আছে।

বাংলাদেশ চাষীকল্যাণ সমিতি

বাংলাদেশ চাষীকল্যাণ সমিতি একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থাটি কৃষি প্রধান বাংলাদেশের কৃষকদের সেবার ব্রত নিয়ে ১৯৭৭ সনে ১৪ই জুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জন্ম লাভ করার পর হতেই আমি এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছি। চাষীদের মধ্যে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ ছাড়াও চাষীদেরকে উন্নত ধরনের আধুনিক চাষবাসের কলা কৌশলের ট্রেনিং দেয়া হয়। তাছাড়া দরিদ্র চাষীদের ইয়াতিম সন্তানদের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা দানের জন্য ইয়াতিমখানা পরিচালনা ও বিধবাদের পূর্নবাসনের কাজও চাষীকল্যাণ সমিতি করে থাকে। যৌতুক বিহীন বিবাহের আন্দোলনকে সারা দেশে চাষীকল্যাণ সমিতিই জনপ্রিয় আন্দোলনে পরিণত করার সূচনা করে। এ পর্যন্ত দেশ ভিত্তিক ১২টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কয়েকশত জোড়া দম্পতির বিবাহ চাষীকল্যাণ সমিতির চেষ্টায় ও অর্থে সম্পাদিত হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ওলামা মাশায়েখ বিভাগের দায়িত্বও এ পর্যন্ত আমার উপরে আছে। জামায়াতে ইসলামীর বৈদেশিক বিভাগের দায়িত্বও প্রায় দশ বছর আমার উপরে ছিল। এ সময় বিদেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রচারের জন্য আমি ব্যাপক সফর করি। আন্তর্জাতিক পর্যায় অনুষ্ঠিত অনেকগুলি সম্মেলন ও সেমিনারেও অংশ গ্রহন করি।

আমার হার্টের রোগ ও তার চিকিৎসা

আল্লাহর রহমতে ৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত আমার স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল। তেমন কোন রোগব্যাধি ছিলনা। হঠাৎ ১৯৯১ সনে আমি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে ভাল হলেও পূর্ণ ভাল হচ্ছিলাম না। বড় বড় চিকিৎসকরাও আমার রোগ ধরতে পারছিলনা। দীর্ঘ পরীক্ষা নিরিক্ষার পর দেখা গেল আমার হার্টের একটা ভাল্ব নষ্ট ও অকেজো হয়ে গিয়েছে এবং আমার শিরায় দু'জায়গায় দু'টি ব্লক সৃষ্টি হয়েছে। ডাক্তার

www.pathagar.com

আমাকে পরামর্শ দিলেন, ইন্ডিয়া, সিংগাপুর কিংবা ইউরোপ-আমেরিকায় চিকিৎসার জন্য। এ সব দেশের চিকিৎসা ব্যয়বহুল বলে আমি খোঁজ করতে থাকলাম আর কোথাও ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কিনা। পরে জানতে পারলাম সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং ফয়সাল হাসাপাতালে হার্টের ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

আমি সৌদী আরব ভিত্তিক ইসলামী কাউন্সিল অব্ এশিয়ার সদস্য। হঠাৎ দাওয়াত পেলাম যে, এর একটি সম্মেলন ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় ১৯৯৫ সনের যথাসম্ভব জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হবে। ইসলামী কাউন্সিল অব্ এশিয়ার সভাপতি ছিলেন সৌদী আওকাফ ও হজ্জ্ব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী আব্দুল্লাহ্ তুর্কী, তার সাথে আমার দীর্ঘদিন ধরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জাকার্তায় সম্মেলনে তাকে আমি আমার হার্টের চিকিৎসার জন্য কিং ফয়সাল হাসাপাতালে ভর্তির আগ্রহ জানালে তিনি আমাকে বাংলাদেশে গিয়ে যথাসম্ভব জলদি আমার মেডিকেল রিপোর্ট পাঠাতে বললেন। আমি সম্মেলন হতে ফিরে মেডিকেল রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলে পরে তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে কাগজ-পত্র এ্যামবেসীতে পাঠিয়ে দেন। আমি এ্যামবেসী হতে আমার ও আমার একজন সাহয্যকারী মাওলানা বজলুর রহমানের ভিসা সংগ্রহ করে ১৯৯৫ সনের অক্টোবর মাসে রিয়াদ চলে যাই। আমার চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার সৌদী সরকারের অর্থে করার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। প্রথমত: গিয়ে আমি আওকাফ মন্ত্রণালয়ের গেষ্ট হিসাবে রিয়াদ প্যালেস হোটেলে উঠি, দীর্ঘ দু'মাস পরীক্ষা নিরিক্ষায় চলে যায়। অত:পর ওপেন হার্ট সার্জারীর সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাওলানা বজলুর রহমান দেড় মাস পর দেশে চলে আসে। এরপর আমার সাহায্য কারীর দায়িত্ব পালন করেন সৌদী আরবে অবস্থানকারী স্নেহবর শহীদুল ইসলাম।

আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ২৩শে জানুয়ারী (৩রা রমজান) ১৯৯৬ সনে। ২৫শে জানুয়ারী আমার ওপেন হার্ট সার্জারী করা হয়।

অপারেশনের পরে আমার সাতদিন ও আট রাত হুশ ফিরে না আসায় বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনরা খুব অস্থির হয়ে পড়ে। আমার জন্য

www.pathagar.com

হারমাইনসহ সব জায়গায় দোয়া হতে থাকে। আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে আমার জন্য দোয়া কামনা করেন। আমার বড় মেয়ে দাম্মাম হতে রিয়াদে আমার সেবা-শুশ্রুষার জন্য এসে সেও বেশ ভেঙ্গে পড়ে। আমার আরব বন্ধুরাও আমার জন্য দোয়া করতে থাকেন। অত:পর সাতদিন আট রাত পর আমার হুশ ফিরে আসে। চিকিৎসা শেষে ৬ই ফেব্রুয়ারী মেডিসিন ইত্যাদি দিয়ে হাসপাতাল থেকে আমাকে বিদায় করা হয়। অত:পর ২০০৪ সাল পর্যন্ত নিয়মিত বৎসরে একবার রিয়াদে হাসপাতালে গিয়ে চেকআপ করায়ে ও মেডিসিন নিয়ে আসি।

কিং ফয়সাল হাসপাতালে আমার চিকিৎসা ও নিয়মিত বছরে একবার করে চেকআপের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ তুর্কী ও বাংলাদেশের তৎকালীন সৌদী রাষ্ট্রদুত আব্দুল্লাহ উমর বারির অবদানের কথা আমি ভুলতে পারবনা। অুনরুপভাবে আমার সেবা-শুশ্রুষার ব্যাপারে স্নেহবর শহীদুল ইসলামের অবদানও আমি কখনও ভুলতে পারবনা। মহান আল্লাহর কাছে আমি তাদের দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণের জন্য নিয়তই দোয়া করতেছি।

২০০৫ সালে চেকআপ করাতে এসে দেখা গেল আমার শিরায় আবার ব্লক তৈরী হয়েছে। ফলে ২য় বার অপারেশনের জন্য ৩১শে মার্চ ২০০৫ সনে আবার আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যথাসম্ভব ৪ঠা এপ্রিল আমার দ্বিতীয়বার হার্টের অপারেশন করা হয়। তবে এবারে ব্লক ছাড়ান হয় বেলুন পুশের মাধ্যমে। হার্ট বিভাগের প্রধান চিকিৎসক সৌদী নাগরিক ডাঃ আব্দুল হামিদ বুরায়কী আমার হার্টের অপারেশন করেন। হাসপাতালে ১০ দিন থাকার পর সুস্থ হওয়ার পরে ৯ই এপ্রিল ২০০৫ সালে হাসপাতাল থেকে আমাকে বিদায় করা হয়। এবারেও আমার খেদমত ও সেবার জন্য দারুল আরাবীয়ার নায়েবে মুদির স্নেহবর মাওলানা বজলুর রহমান সাথে ছিলো।

আমার কোলনের টিউমার অপারেশন

আমি আমার হার্টের চেকআপের জন্য পুনরায় ২০০৫ সনের ২৫শে সেপ্টেম্বর রিয়াদের কিং ফয়সাল হাসাপাতালে আসি। ২৬শে সেপ্টেম্বর

www.pathagar.com

ল্যাবরেটরীতে ব্লাড পরীক্ষার রিপোর্ট দেখেই ডাক্তার আমাকে তাৎক্ষনিকভাবে জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করে আমাকে ব্লাড দিতে থাকে। ২ বারে মোট ৪ ব্যাগ ব্লাড পুশ করা হয়। চলে পরীক্ষা-নিরিক্ষা। সি.টি.স্কেন, ইনডোসকপি, আলট্রাসনোগ্রাফি ইত্যাদি। পরে ধরা পড়ল যে আমার কোলনে টিউমার। সিদ্ধান্ত হয় যে, অপারেশনের মাধ্যমে টিউমার অপসারন করতে হবে। প্রায় ১ মাস ধরে চলতে থাকে অপারেশন প্রস্তুতি। প্রস্তুতি পর্বে আমি খুবই দুর্বল ও কাহিল হয়ে পড়ি। রাত্রে ১০ থেকে ১২ বার টয়লেটে যেতে হত। নার্স ছাড়াও আমার পক্ষ হতে একজন খাদেম নিয়োগ করা হল। যার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হাসপাতাল থেকে করা হয়েছিল। কেননা আমি ভি,আই,পি, রোগী ছিলাম। আর আমার চিকিৎসা রাজকীয় অর্ডারে ও সরকারী খরচে করা হচ্ছিল।

অপারেশনের প্রস্তুতি পর্বে আমার অবস্থার একবার খুবই অবনতি ঘটে এবং আমাকে ইনসেন্টিভ কেয়ারে নেয়া হয়। আমার অপারেশন ছিল জটিল। কেননা আমি ছিলাম হার্টের রোগী। আমার হার্টে কৃত্রিম ভাল্ব সংযোজন করায় আমার নিয়মিত কমোডিন সেবন করতে হত। ফলে হার্টের ডাক্তারের ক্লিয়ারেন্স ছাড়া আমার অপারেশন সম্ভব ছিলনা। হার্টের ডাক্তারের ক্লিয়ারেন্সের পর ৬ই নভেম্বর আমার অপারেশন করা হয়। আমাকে ক্যাবিনে নেয়ার পরে ১ সপ্তাহ পর আমার অবস্থার অবনতি ঘটে। আমাকে জরুরী ভিত্তিতে ইনসেন্টিভ কেয়ারে নিয়ে ব্লাড পুশ করা হয়। আমার অবনতিশীল অবস্থা দেখে রিয়াদে অবস্থিত সংগঠনের দায়িত্বশীলরা খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে। ঢাকায় জামায়াত নেতাদেরকে ও আমার বাড়ীতে খবর দিয়ে সর্বত্র দোয়ার জন্য আবেদন জানান হয়। আমার মেঝ জামাই সৌদী আরবের হাফারুলবাতেন হাসপাতাল হতে জরুরী ভিত্তিতে ছুটি নিয়ে হাসপাতালে আমার সেবার জন্য হাজির হয়।

আমার সুহৃদ ও শুভাকাঙ্খীদের বিচলিত হওয়া ছাড়া আমি নিজেও বাঁচার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ি। আমার মেঝ ছেলে ও ছোট ছেলে আমেরিকা হতে ভিসা নিয়ে আমাকে দেখার ও সেবার জন্য রিয়াদে চলে আসে।

www.pathagar.com

আল্লাহর রহমতে খুবই ধীর গতিতে আমার অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে এবং একমাস আঠাশ দিন হাসপাতালে থাকার পরে ৩০শে নভেম্বর আমাকে হাসপাতাল থেকে বিদায় করা হয়।

আমার কোলোনের টিউমার অপারেশনের জন্য যিনি নেতৃত্ব দেন তিনি সৌদী একজন মহিলা ডাক্তার। তার নাম ডাক্তার ছামার। পুস্তকের এই অংশ যখন আমি লিখছি, তখন আমি রিয়াদে। হার্ট ও কোলোনের চেকআপের জন্য এসেছি। হার্টের চিকিৎসক ডাঃ খারাব সাহ্ সুলায়মানী এবং কোলনের চিকিৎসক ডাক্তার হুমুদ আমার প্রাথমিক চেকআপ সেরেছেন। তবে চেকআপের আরও কিছু পর্যায় বাকী আছে।

আমার এই কঠিন রোগের চিকিৎসায় ও আমার চিকিৎসাকালীন সেবা-শুশ্রুষার যে সুন্দর ব্যবস্থা আমাদের রিয়াদ সংগঠনের দায়িত্বশীল ডঃ মাওলানা মতিউল ইসলাম করে রেখেছিলেন, তার জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি কৃতত্ব কিং ফয়সালে কর্মরত স্নেহবর গোলাম রব্বানী ও রিয়াদের ব্যবসায়ী ও সংগঠনের সাথী স্নেহবর সিদ্দিকুর রহমানের কাছে। এরা যে নিপুনতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে আমার প্রতিটি সেবামূলক কাজ আনজাম দিয়েছেন তা নজির বিহীন।

হাসপাতাল হতে বিদায় নিয়ে আমি স্নেহবর সিদ্দিকুররহমানের বাড়ীতে উঠেছিলাম এবং চেকআপ করাতে এসেও তারই আগ্রহে তার বাড়ীতে উঠেছি। সিদ্দিকুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যরা সকলে নিয়ত আমার সেবা-শুশ্রুষার যে ব্যবস্থা করছে তার জন্য আমি তার ও তার পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমার তিন তিনবার অপারেশনের সময় আমার মেঝ জামাই ডাক্তার আব্দুল ওহাব বার বার ছুটি নিয়ে যেভাবে আমার সেবা শুশ্রুষা করেছে তা ধারনাতীত। আল্লাহ তাকেও এই উত্তম সেবার প্রতিদান দিক এই দোয়াই করছি।

কিং ফয়সাল হাসপাতালে কর্মরত স্নেহবর গোলাম রব্বানী ১৯৯৬ হতে চিকিৎসা পরবর্তী ফলো-আপ ও প্রতি তিন মাস পরপর হাসপাতাল হতে মেডিসিন তুলে আমাকে পাঠাবার যে নিয়মিত ব্যবস্থা করে আসছে তার

www.pathagar.com

জন্য আমি তার ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য অন্তর থেকে দোয়া করছি। আমার মেঝ জামাতা ডাক্তার আব্দুল ওহাব বারবার ছুটি নিয়ে আমার শয্যাপার্শ্বে যেভাবে এসে আমার সেবা করেছে তাও নজির বিহীন। হাসপাতালে মাওলানা হানিফ আমার যে সার্বক্ষনিক সেবা দিয়েছে তাতে আমি তার প্রতিও কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা ইসলামী আন্দোলনের ঐসব ভাই ও বোনদের প্রতি যারা আমার রোগ নিরাময়ের জন্য মহান আল্লাহর কাছে হৃদয় দিয়ে দোয়া করেছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এদের সকলকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন!

পুস্তকের এই অংশ যখন লিখছি তখন আমি রিয়াদে (২০০৬ সনের মার্চ মাস) আলহামদুলিল্লাহ্ ইতিমধ্যে আমার হার্ট ও কোলনের চেক আপ কিং ফয়সাল হাসাপাতালে সমাধা হয়েছে এবং হার্টের ও কোলনের উভয় ডাক্তারই সব ঠিক ঠাক আছে বলে মত দিয়েছেন। আমি বাড়ী থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় উমরা আদায়ের নিয়ত করেছিলাম। আল্লাহর শুকরিয়া তিনি আমার নিয়ত পুরন করেছেন। আমি গতকাল (২১শে মার্চ ২০০৬ সাল) উমরা আদায় করে রিয়াদে ফিরে এসেছি। আল্লাহ তায়ালার কাছে কামনা, তিনি যেন আমার উমরা কবুল করেন। আমিন!

আমার বিদেশ ভ্রমন

আমি ৪টি মহাদেশের মোট বিশটি দেশ ভ্রমন করেছি। আমার ভ্রমনকৃত দেশের নাম নিম্নে দেয়া হল।

(১) ভারত (২) পাকিস্তান (৩) আফগানিস্তান (৪) সৌদী আরব (৫) কুয়েত (৬) কাতার (৭) বাহরাইন (৮) আরব আমিরাত (৯) ওমান (১০) জর্দ্দান (১১) মিসর (১২) সুদান (১৩) থাইল্যান্ড (১৪) সিংগাপুর (১৫) মালয়শীয়া (১৬) ইন্দোনেশিয়া (১৭) শ্রীলংকা (১৮) গ্রেট বৃটেন (১৯) আমেরিকা (২০) কানাডা।

উপরোক্ত বিশটি দেশের কোন কোন দেশে একবার কোন কোন দেশে একাধিকবার, আবার কোন কোন দেশে বহুবার সফর করেছি।

www.pathagar.com

আমার সফরকৃত দেশের বিবরণ আমার লেখা বই "দেশ হতে দেশন্তরের" ভিতরে স্ববিস্তারে এসেছে। আগ্রহী পাঠককে ঐ বইখানা পড়ার অনুরোধ করছি।

আমার আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে যোগদান

১. কুয়েত ভিত্তিক "আন্তর্জাতিক ইসলামী চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন"

আমি উক্ত সংস্থাটি ফাউন্ডার মেম্বরদের একজন। প্রথম দিকে এর সম্মেলন বছরে একবার হত। এখন দু'বছর পরপর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বহুবার আমি এর সম্মেলনে যোগদান করেছি। কুয়েতের সাবেক আওকাফ মন্ত্রী ইউসূফ হিজ্জি এর প্রধান।

২. সৌদী আরব ভিত্তিক "ইসলামিক কাউন্সিল অব এশিয়া"

তিনটি সম্মেলনে আমি যোগদান করেছি। এর দুটি সম্মেলন হয়েছিল শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে। আর একটি হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়। এ সংস্থাটির আমি সাধারণ মেম্বর এবং কার্য নির্বাহী কমিটিরও মেম্বর। এর প্রধান হলেন বর্তমানে রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেল সাবেক মন্ত্রী আব্দুল্লাহ আব্দুল মুহসীন তুর্কী। ১৯৯৩ ও ৯৪ সনে দু'টি সম্মেলন কলোম্বতে অনুষ্ঠিত হয়। আর একটি হয় ১৯৯৫ সনে জাকার্তায়।

৩. অগ্রাসন মুক্ত কুয়েতের "অগ্রাসনমুক্ত সম্মেলন"

অগ্রাসী ইরাক কতৃক কুয়েত দখলের পরে যখন কুয়েত মুক্তকরা হয়, তখন ১৯৯১ সনে এ সম্মেলন কুয়েতে অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সাদ্দামের এই অবৈধ অগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার আওয়াজ তুলেছিল এবং ঢাকার রাস্তায় আমার নেতৃত্বে প্রতিবাদী সোভাযাত্রা বের করেছিল। তাই জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে এর দুটি সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে আমি যোগদান করি।

৪. রাবেতাতুল ইসলামীর মক্কা সম্মেলন

এ সম্মেলন রাবেতার হেড কোয়ার্টার মক্কা শরীফে ১৯৯০ সনের ১০, ১১ ও ১২ই সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন ছিল

www.pathagar.com

সাদ্দামের অবৈধ কুয়েত দখল ও অগ্রাসনের প্রতিবাদে। আমি আমন্ত্রিত হয়ে এ সম্মেলনে যোগদান করি। বাংলাদেশ হতে আমি এবং সাঈদী সাহেবসহ পাঁচজন আমন্ত্রিত ছিলাম।

৫. ইসলামাবাদের ইসলামী সম্মেলন

পকিস্তান সরকার ও ইসলামী কাউন্সিল অব ইউরোপের যৌথ উদ্যোগে এ সম্মেলন পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ১৯৮০ সনের ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল ভ্রাতৃঘাতী ইরাক-ইরান যুদ্ধ। এ সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে আমি একাই যোগদান করি। মুসলিম বিশ্বের প্রায় সব দেশ থেকে এ সম্মেলনে প্রতিনিধি এসেছিল। এ ছাড়া অমুসলিম দেশ হতে ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন। সৌদী আরব থেকে ডা. আব্দুল্লাহ তুর্কীর নেতৃত্বে একটি সরকারী প্রতিনিধি দল এতে যোগদান করে। ড. তুর্কী বাদশাহ্ ফাহাদের একটি বাণী সম্মেলনে পাঠ করে শুনান। ইরান হতে আয়াতুল্লাহ তাসখিরির নেতৃত্বে একটি সরকারী প্রতিনিধি দল এ সম্মেলনে যোগদান করে। তুর্কীর সাবেক প্রধান মন্ত্রী ও রেফা পার্টির নেতা নজমুদ্দীন আরবাকান সুদানের জবহাতুল ইসলামীর প্রধান ডা. হাছান তোরাবী। মিসরের ইখওয়ানের মুরসিদে আম সেখ হামেদ নগর সহ বহুদেশের প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে যোগদান করেন।

তবে দাওয়াত দেয়া সত্বেও ইরাকের কোন প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদল এ সম্মেলনে যোগদান করেনি। যুদ্ধরত দুটি দেশের এক পক্ষ উপস্থিত না হওয়ায় সমঝোতা সম্ভব হলনা।

৬. জর্দানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাকিত ইসলামী সম্মেলন

এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সনে জর্দানের রাজধানী আম্মানে।

www.pathagar.com

৭. ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন

পরপর তিন বৎসরে অনুষ্ঠিত তিনিটি সম্মেলনে আমি যোগদান করি। এর শেষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০০ সনের ২৭,২৮ ও ২৯শে আগষ্ট।

৮. লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন

এ সম্মেলনেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহন করেছিলেন। এর দুটি সম্মেলনে দু'বার আমি অংশ গ্রহন করি।

৯. পেশওয়ারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন

যথাসম্ভব ১৯৯৩ সনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানের প্রধান দুটি মুজাহিদ দলের নেতা হেকমত ইয়ার ও বুরহানুদ্দীনের মধ্যে সমঝোতা। বাংলাদেশ হতে আমি একাই আমন্ত্রিত ছিলাম। এ সম্মেলনের মূল নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কাবা শরীফের প্রধান ইমাম মুহতারাম সেখ আবদুল্লাহ বিন সুবাইল।

১০. সুদানের রাজধানী খার্তুমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন

এ সম্মেলন যথাসম্ভব ১৯৯৩ সনে সুদানের রাজধানী খার্তুমে অনুষ্ঠিত হয়। সুদানের সাবেক আইন মন্ত্রী ও জাবহাতুল ইসলামীয়ার প্রেসিডেন্ট ড. হাছান তোরাবী ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। তবে সম্মেলন অনুষ্ঠানে সুদান সরকারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিন দিনের এ সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তিনজন প্রতিনিধি আমার নেতৃত্বে এ সম্মেলনে যোগদান করে।

www.pathagar.com

আমার লিখিত ও প্রকাশিত বইসমূহ

১. মহাগ্রন্থ আল্ কোরআন কি ও কেন?
২. হাদীসের আলোকে মানব জীবন- ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড।
৩. আমার আমেরিকা, কানাডা ও ইংল্যান্ড সফর
৪. আমার আফগানিস্তান সফর
৫. দর্পণ (নির্বাচিত প্রবন্ধ সমূহের সংকলন)
৬. দেশ হতে দেশান্তরে (১৩টি দেশের ভ্রমন কাহিনী)
৭. কোরআন হাদীসের আলোকে জিহাদ
৮. মাওলানা মওদুদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতার অন্তরালে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com